রাষ্ট্রনায়ক

খালেকুজ্জামান খান দুদু

মৃত্যুকে কেন এত বড় করে দেখছেন আপনারা? আমি তো কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হলাম।

যখন জন্মেছি তখন মৃত্যু তো আসবেই। তার জন্য ভয় কেন? যতক্ষন বেঁচে আছি কাজ করে যেতে হবে।

আমাদের রাজনীতি কোথায় এতকাল ঘুরপাক খাচ্ছিল? গ্রামের মাটির কোন গন্ধ কি তার মধ্যে ছিল?

-জিয়াউর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মহানায়ক

খালেকুজ্জামান খান দুদু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খালেকুজ্জামান খান দুদু
২১/৮, তাজমহল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১১৭৩০১
মোবাইল ঃ ০১৭১ ২২১৬৯০

আগষ্ট'২০০৫

জিয়া জামান খান প্রিন্স

মিসেস্ মর্জিনা খান আঞ্জু
সাজিয়া খান বিপাশা

ফজলুল করিম মিলন

মাসুদ রানা টিটু

মাসুদ প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
১৩৫, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১০১৪২১

৫০০/- (পাঁচ শত টাকা) মাত্র (বাংলাদেশ)
$ 10 (All Countries Except Bangladesh)

খালেকুজ্জামান খান দুদু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় মা মরহুমা সৈয়দা ফাতেমা খাতুন

এবং

শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম তসলিম উদ্দিন খান-এর

নামে উৎসর্গ করছি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

'রাষ্ট্রনায়ক' বইটি লেখার সময় বি এন পি প্রতিষ্ঠালগ্নে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর সঙ্গে যে সকল রাজনীতিবিদ দেশ ও দলকে সংগঠিত করার জন্য কাজ করেছেন সেই সকল নেতাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন নেতৃবৃন্দের নাম বাদ পড়লে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বি এন পি প্রতিষ্ঠা লগ্নে বহু মেধাবী রাজনীতিবিদ, যুবনেতা, ছাত্রনেতা এবং রাজনৈতিক কর্মীদের সংগঠিত করেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশকে গতিশীল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক আধুনিক রাষ্ট্রে পরিনত করেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। আজকের প্রজন্মের বি এন পি নেতাদেরকে বলতে চাই প্রতিষ্ঠালগ্নে বি এন পি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ ও দলের জন্য কাজ করুন।

বর্তমানে শত শত তোরণ বানিয়ে নেতাদের মন জয় করার চেষ্টা করা হয়। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই রাজনীতি করতেন না। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সৎ নিষ্ঠাবান রাজনীতির কারনে দেশ ও বি এন পি আজকের এই পর্যায়ে এসেছে। রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের পথ অনুসরন করুন। কথা ও কাজে নিজেদেরকে সঠিক প্রমান করুন এবং দেশে আইনের শাসন কায়েম করুন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেছিলেন সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করুন।

বাংলাদেশের জনগন গনতন্ত্রের জয় দেখতে চায়। একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রেতাত্মা দেখতে চায় না। রাষ্ট্রনায়ক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন সফল হোক।

'রাষ্ট্রনায়ক' বইটি লিখতে আমার একমাত্র পুত্র জিয়া জামান খান প্রিন্স-এর সার্বিক সহযোগিতা না পেলে 'রাষ্ট্রনায়ক' বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর

নভেম্বর মাসে ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে (সুপ্রীম কোর্ট হয়ে) আমি এবং এ, কে, ফিরোজ নুন রিক্সা চড়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছিলাম। আমি এবং এ, কে, ফিরোজ নুন দুই জনে আলাপ করছিলাম জেনারেল জিয়াউর রহমান যদি কোন দিন রাজনৈতিক দল করেন আমরা তার রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত হয়ে রাজনীতি করব। আমাদের দুই জনের মধ্যে থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধন্ত নেই। তার কিছু দিন পরেই বঙ্গভবন থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান খালেকুজ্জামান দুদু কে গাইবান্ধায় ফোন করে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করার জন্য ডেকে পাঠান এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হয়। রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি-র চেয়ারম্যান বি,এন,পি প্রতিষ্ঠালগ্নে বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটি এর সদস্য। বি,এন,পি প্রধান সমন্বয়কারী রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমানের বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী নিয়োগ করেন আমাকে। ৭৯ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি এর চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমানের তিনশটি নির্বাচনী এলাকার মধ্যে **দুইশত পঞ্চাশটি নির্বাচনী এলাকায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সফর সঙ্গী হিসাবে নির্বাচনী কর্মকান্ডে পরিচালনার সুযোগ আমার হয়েছিল**। রাষ্ট্রপিত ও বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান আমাকে তার সফর সঙ্গী হিসাবে সারা দেশে নির্বাচনী সফরে এবং নির্বাচনে কাজ করার আহবান জানান। আমি তার আহবানে সাড়া দিয়ে দুইশত পঁঞ্চাশটি নির্বাচনী এলাকায় কাজ এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করি।

আমার মনে পড়ে গাইবান্ধা নির্বাচনী এলাকা সফরের সময় গাইবান্ধা ডাক বাংলাতে রাষ্ট্রপতির বেডরুমে রাতে রাষ্ট্রপতি জেনারেল

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান, সিনিয়র মন্ত্রী মশিউর রহমান যাদু মিয়া ও আমার (খালেকুজ্জামান দুদু) গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় নির্বাচন নিয়া আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত ও নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ করা হয়। পরদিন সকাল ৮ টায় গাইবান্ধা থেকে ৫-৬ মাইল দুরে সাদুল্লাপুর নির্বাচনী এলাকায় সাদুল্লাপুর হাই স্কুল ময়দানে নির্বাচনী বিশাল জনসভায় বি,এন,পি-র চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ভাষন দেই এবং সভা পরিচালনা করি। সাদুল্লাপুর নিবাচনী এলাকায় বি,এন,পি এর সংসদ সদস্য প্রার্থী ছিলেন ডঃ আর এ গনি। তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী সভায় প্রতিমন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। ঐদিন সকাল ১০ টায় স্পেশাল ট্রেনে করে গাইবান্ধা ষ্টেশন থেকে বোনারপাড়া রেল ষ্টেশন সংলগ্ন কলেজ হাইস্কুল ময়দানে সাঘাটা ফুলছড়ি নির্বাচনী এলাকায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এক বিশাল নির্বাচনী জন সভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ভাষন দেই এবং সভা পরিচালনা করি। নির্বাচনে বি,এন,পি-র এম,পি প্রার্থী রুস্তম আলী মোল্লা তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। বোনারপাড়া থেকে গাইবান্ধা হয়ে কামারপাড়া, নলডাঙ্গা, কুপতলা, রেল ষ্টেশনের বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করেন রাষ্ট্রপতি জিয়া। বামনডাঙ্গা রেল ষ্টেশনে সুন্দরগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার এক বিশাল জনসভায় ভাষন দেন। আমি নির্বাচনী জনসভায় ভাষন দেই এবং নির্বাচনী সভা পরিচালনা করি। বামনডাঙ্গা থেকে চৌধুরানী রেল ষ্টেশন পীরগাছা হয়ে কাউনিয়া রেল ষ্টেশন নির্বাচনী এলাকায় বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ভাষন দেই এবং নির্বাচনী সভা পরিচালনা করি। উক্ত নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্য প্রার্থী ছিলেন রহিম উদ্দিন ভরসা এবং তিনি নির্বাচিত হন। রংপুরের নির্বাচনী এলাকায় এক বিশাল জনসভায় রংপুরের কালেক্টরী ময়দানে বিশাল এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে অংশগ্রহন করি। সভা পরিচালনা ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করি। বি,এন,পি প্রার্থী রেজাউল হক সরকার সংসদ

www.pathagar.com

সদস্য প্রার্থী ছিলেন এবং তিনি ভোটে নির্বাচিত হন। পরদিন সকালে রংপুর সার্কিট হাউজ থেকে রংপুরের পাগলা পীরে গঙ্গাচড়া নির্বাচনী এলাকায রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে অংশগ্রহন করি এবং পরিচালনা করি। নির্বাচনে বি,এন,পি প্রার্থী ছিনেল ময়েন উদ্দিন সরকার। তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হন। পাগলা পীর গঙ্গাচর বিভিন্ন পথ সভায় অংশগ্রহন করে নীলফামারী কিশোরগঞ্জে নির্বাচনী এলাকায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিশাল জনসভায় অংশগ্রহন করি এবং সভা পরিচালনা করি। উক্ত এলাকায় বি,এন,পি প্রার্থী ছিলেন লেবু মিয়া। তিনি নির্বাচনে হেরে যান। মুসলিম লীগ প্রার্থী কাজী আব্দুল কাদের বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। কিশোরগঞ্জ থেকে ডোমার ডিমলায় নির্বাচনী এলাকায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি ভাষন দেন এবং ডোমার ডিমলার জনসভায় সিনিয়র মন্ত্রী মশিউর রহমান যাদু মিয়া ও বি,এন,পি-র কেন্দ্রীয় নেতা আমি (খালেকুজ্জামান দুদু) ও তছলিমা আবেদ ভাষন দেন। ডোমার ডিমলার জনসভা পরিচালনা করেন খালেকুজ্জামান দুদু। ডোমার ডিমলায় নির্বাচনী বি,এন,পি প্রার্থী ছিলেন সিনিয়র মন্ত্রী মশিউর রহমান যাদু মিয়া। ঐ দিন হেলিকপ্টারে করে উলিপুর নির্বাচনী এলাকায় কুড়িগ্রাম লালমানিরহাট বৌমারী-চিলমারী নির্বাচনী এলাকায় বিশাল জনসভা গুলোতে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে ভাষন দেই এবং সভা পরিচালনা করি। উলিপুরে নির্বাচনী এলাকায় বি,এন,পি প্রার্থী ছিলেন এ,কে,এম মাইদুল ইসলাম। তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাটে রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, তাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যক্ষ নুরুজ্জামান প্রমুক বি,এন,পি প্রার্থী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এর আগে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর বিভিন্ন এম,পি প্রার্থীদের নির্বাচনী জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বক্তব্য দেই এবং সভা পরিচালনা করি। নির্বাচনে বি,এন,পি প্রার্থী উপ-প্রধান মন্ত্রী এস,এ বারী এটি, জমির উদ্দিন সরকার বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। আরও এম,পি প্রার্থী ভোটে নির্বাচিত হন মির্জা রুহুল

www.pathagar.com

আমিন, ইদু চৌধুরী, হাজী মনছুর, অধ্যক্ষ আতিয়ার রহমান প্রমুখ বি,এন,পি প্রার্থী নির্বাচিত হন। পালাশবাড়ী ও গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে দুটি নির্বাচনী এলাকায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে অংশগ্রহন করি। বি,এন,পি প্রার্থী ছিলেন গোবিন্দগঞ্জে এ্যাডঃ সিরাজুল ইসলাম ও পলাশবাড়ীতে অধ্যক্ষ মোখলেছুর রহমান। উভয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এরপর বগুড়া এবং জয়পুরহাটে বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় বগুড়া সদরে বি,এন,পি প্রার্থী ছিলেন এস,এম, ফারুক বি,এন,পি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য দেই এবং প্রার্থীকে ভোট দেয়ার আহবান জানাই। সভা অনুষ্ঠিত হয় বগুড়া সার্কিট হাউজ ময়দানে। বগুড়ার জনসভায় ভাষন দেন রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান, মন্ত্রী আব্দুল আলীম, এ,কে ফিরোজ নুন, শাহারা মজিদ, খালেকুজ্জামান দুদু, জহুরুল ইসলাম, বগুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান। নির্বাচনী জনসভা পরিচালনা করেন খালেকুজ্জামান দুদু। **বগুড়ার বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে অংশগ্রহন করি।** প্রার্থীদের মধ্যে থেকে আজিজুল হক, এস,এম ফারুক, মোমেন উদ্দিন তালুকদার, এম,পি নির্বাচিত হন। এর পরে জয়পুর হাটে ছাতিনালী নির্বাচনী এলাকায় রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমানের সহিত ভাষন দেই ও সভা পরিচালনা করি। ছাতিনালী নির্বাচনী এলাকায় মন্ত্রী আব্দুল আলীম বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। কাহারুল, ক্ষেতলাল নির্বাচনী এলাকায় বি,এন,পি প্রার্থী ছিলেন হাসান মাহমুদ। তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। রাজশাহী জেলার রাজশাহী সদর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর মহুকুমা বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি-র চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমানের সহিত ভাষন দেই এবং নির্বাচনী সভা পরিচালনা করি। এম,পি প্রার্থীদের মধ্যে থেকে রাজশাহীতে প্রবীন জননেতা এমরান আলী সরকার চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন, এহছান আলী, শাহজাহান মিয়া, নওগাঁর রানীগঞ্জের আত্রাই থেকে মাওলানা ভাসানীর জামাই চৌধুরী মোতাহার হোসেন, এডভোকেট মকবুল

www.pathagar.com

হোসেন ও মোখলেছুর রহমান নওগাঁর বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে বি,এন,পি-র প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন। নওগাঁর নির্বাচনী এলাকায় তৎকালীন বি,এন,পি নেতা আলমগীর কবির (বর্তামানে প্রতিমন্ত্রী) ও নওগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোলাম মোর্শেদ তৎকালীন বি,এন,পি-র রাজনীতিতে বলিষ্ট ভূমিকা রাখেন। রাজশাহীতে প্রবীন জননেতা এমরান আলী সরকার, প্রবীন জননেতা ডাকসুর সাবেক ভিপি ভাষা সৈনিক ইকরামুল হক তরুন জননেতা কবীর হোসেন, আফজাল হোসেন, মোখলেছুর রহমান, আজিজুর রহমান নির্বাচনে বলিষ্ট ভূমিকা রাখেন। নাটোরে তৎকালীন নির্বাচনে জননেতা আব্দুল মান্নান পাবনা সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় রাষ্টপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বক্তব্য রাখি এবং সভা পরিচালনা করি। পাবনা সিরাজগঞ্জ এলাকায় বি,এন,পি-র প্রার্থী ছিলেন মীর্জা আব্দুল আউয়াল, মীর্জা আব্দুল হালিম, মীর্জা আব্দুর রশিদ, আনোয়ারুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জের ডাঃ আব্দুল মতিন, এয়ারফোর্সের কমান্ডার বি,এন,পি-র প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

এরপর আমরা রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে কুষ্টিয়া নির্বাচনী সফরে যাই। কুষ্টিয়া নির্বাচনী এলাকায় বি,এন,পি-র মনোনীত প্রার্থী ছিলেন দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সিনিয়র মন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী), ব্যারিষ্টার আব্দুল হক, জননেতা মাসুদ রুনী, এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিম, জিল্লুর রহিম প্রমুখ বি,এন,পি-র পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহন করেন। কুষ্টিয়ার নির্বাচনী জনসভাগুলোতে রাষ্ট্রপতি জিয়া বি,এন,পি-র প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করার আহবান জানান। জনসভাগুলোতে আরও বক্তৃতা করেন শাহ আজিজুর রহমান, খালেকুজ্জামান দুদু, ব্যারিষ্টার আব্দুল হক, মাসুদ রুনী, এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিম, এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহিম প্রমুখ বি,এন,পি-র নেতৃবৃন্দ। এরপর মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনী সফরে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে আমরা আসি।

www.pathagar.com

চুয়াডাঙ্গার বিশাল নির্বাচনী এলাকার বি,এন,পি প্রার্থীদের জনসভায় রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি-র চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান বলিষ্ট বক্তব্য রাখেন উন্নয়নের রাজনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, আধুনিক বাংলাদেশ, ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বি,এন,পি প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করার আহবান জানান জনগনের প্রতি। মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় বি,এন,পি-র এম,পি প্রার্থী ছিলেন আহমেদ আলী, মোজাম্মেল হক, হুইপ মুক্তিযোদ্ধা আবু সাইদ। জনসভাগুলোতে বক্তৃতা করেন শাহ আজিজুর রহমান, খালেকুজ্জামান দুদু এবং জাতীয় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। বি,এন,পি-র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। এরপরে শুরু হয় বৃহত্তর খুলনা ও যশোরে নির্বাচনী জনসভা। খুলনা ও যশোরের জনসভাগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। খুলনার সার্কেট হাউজ ময়দানে বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়া ঐতিহাসিক ভাষন দেন। নির্বাচনে প্রার্থীরা ছিলেন এ্যাডভোকেট মোমেন উদ্দিন, মুনছুর আলী, নূরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। জনসভা পরিচালনা ও বক্তৃতা করেন খালেকুজ্জামান দুদু। আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী ডঃ আমিনা রহমান, মেজর জেনারেল মাজেদুল হক, কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান, নূরুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট তৈয়বুর রহমান, সুলতানা জামান। বৃহত্তর খুলনার তিনটি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী ছিলেন মুসলিমলীগ সভাপতি প্রখ্যাত পর্লামেন্টারিয়ান খান-এ সবুর খান। জনাব খান-এ সবুর তিনটি আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। খুলনার সার্কিট হাউজে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে খুলনার খালিশপুর নির্বাচনী এলাকার জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে যোগদান করি। খালিশপুর নির্বাচনী এলাকায় বি,এন,পি-র এম,পি প্রার্থী ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা আশরাফ হোসেন। তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে বি,এন,পির অন্যান্য প্রার্থীরাও জয়লাভ করেন। খালিশপুর জনসভায় বক্তৃতা করেন খালেকুজ্জামান দুদু, আশরাফ হোসেন, অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ। এরপর সাবেক জজ সাহেবের নির্বাচনী জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সহ আমরা আসি। জজ সাহেব নির্বাচনে হেরে যান। এরপর মনছুর আলী, কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান এর নির্বাচনী জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে আমরা যোগদান করি। নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করেন কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা খালেকুজ্জামান দুদু, বাগেরহাট জেলা বি,এন,পির সভাপতি এ্যাডভোকেট মোজাফফর, জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা সামছুল হুদা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ঐ নির্বাচনী এলাকায় বি,এন,পির প্রার্থী কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ঐ দিন মাগুরাতে মেজর জেনারেল মাজেদুল হকের নির্বাচনী এলাকায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে আমরা এক বিশাল নির্বাচনী জনসভায় যোগদান করি। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে মেজর জেনারেল মাজেদুল হককে বিপুল ভোটে জয়লাভ করান। জেনারেল মাজেদুল হক বৃহত্তর যশোরে সেই সময় ভদ্র মার্জিত জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হয়েছিল। সেই কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বৃহত্তর যশোর জেলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন মেজর জেনারেল মাজেদুল হককে। রাষ্ট্রপতি জিয়ার মন্ত্রী সভায় সংস্থাপন মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল মাজেদুল হক এবং বি,এন,পির কেন্দ্রের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। পরবর্তীতে আপোষহীন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে বি,এন,পি-কে সংগঠিত করার পেছনে মাজেদুল হকের বলিষ্ট নেতৃত্ব ছিল। এরপর খুলনা খালিশপুর হয়ে জজ সাহেব ও মাজেদুল হকের নির্বাচনী জনসভা শেষে বি,এন,পির প্রার্থী তৎকালীন তরুন জননেতা আলী তারেকের নির্বাচনী জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে আমরা যোগদান করি। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফার উন্নয়ন মূখী রাজনীতিতে সাড়া দিয়ে বি,এন,পির প্রার্থী আলী তারেককে বিপুল ভোটে জয়লাভ করান। জনসভায় বক্তৃতা করেন খালেকুজ্জামান দুদু। আলী তারেক জনসভায় জিয়াউর রহমানকে নেতা সম্বোধন করে আবেগময় জ্বালাময়ী ভাষন দেন। জননেতা

www.pathagar.com

তরিকুল ইসলাম, নাজিমুদ্দিন আল-আজাদের নির্বাচনী এলাকা দুটোতে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে নির্বাচনী জনসভায় যোগদান করি। সেই সময় তরিকুল ইসলাম বি,এন,পির তরুন তাজা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসাবে বৃহত্তম যশোরের গ্রহনযোগ্য নেতা হয়েছিলেন। নির্বাচন দুটিতে তরিকুল ইসলাম ও নাজিম উদ্দিন আল-আজাদ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া সহ খালেকুজ্জামান দুদু আমরা ঝিনাইদহের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ঝিনাইদহ সদরে মশিউর রহমানের নির্বাচনী এলাকার জনসভায় লক্ষাধিক জনগনের সমাবেশ ঘটে। সেই জনসভায় আমি লক্ষ্য করলাম অল্প বয়সী ২৫-২৬ বৎসরের তরুন তাজা টগবগে বুদ্ধিদীপ্ত নেতা মশিউর রহমানকে দেখেই মনে হয়েছিল দেশের জন্য বি,এন,পির জন্য নেতৃত্ব দিতে পারবে। যশোর থেকে ঝিনাইদহ আসার পথে অতি উৎসাহী হয়ে রাষ্ট্রপতির গাড়ী ড্রাইভ করছিলেন তৎকালীন যশোরের ডি,সি মহিউদ্দিন খান আলমগীর। ঝিনাইদহ মহকুমায় ডাক বাংলাতে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে রাত্রী যাপন করেন। পরদিন আমরা চট্রগ্রাম বিভাগের বৃহত্তর কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাম্মনবাড়ীয়ার বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে যাই। বৃহত্তর কুমিল্লার এম,পি প্রার্থীরা ছিলেন হাবিবুল্লা খান, কর্ণেল আকবর (বর্তমানে মন্ত্রী), ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন (বর্তমানে মন্ত্রী), রেদোয়ান আহমেদ, মাওলানা মান্নান, নুরুল হুদা, প্রমুখ বি,এন,পির নেতা। বেশীর ভাগ বি,এন,পি-র প্রার্থী জয়লাভ করেন। এরপর আমরা আসি বৃহত্তম সিলেট, নোয়াখালী, বৃহত্তম চট্রগ্রাম এর বিশাল বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া বি,এন,পি-র প্রার্থীদের পক্ষে ভাষন দেন। বি,এন,পি-র প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। সিলেটের বলিষ্ট নেতা সাইফুর রহমান (বর্তমানে অর্থ মন্ত্রী) বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে এম,পি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি জিয়া বৃহত্তম নোয়াখালীতে নির্বাচনী সফর শুরু করেন। তৎকালীন বৃহত্তম নোয়াখালীতে একচ্ছত্র নেতা ছিলেন ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ (বর্তমানে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী)। নোয়াখালীর জনসভাগুলোতে

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করান। এছাড়াও আরও যারা জয়ী হন, এ্যাডভোকেট ইসমাইল, কর্ণেল জাফর ইমাম, জননেতা মোস্তাক প্রমুখ বি,এন,পির প্রার্থী। এরপর রাষ্ট্রপতি জিয়া বৃহত্তম চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রাগ্রাম নির্বাচনী সফর শুরু করেন। বৃহত্তম চট্রগ্রামের বি,এন,পির প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হন। নির্বাচনী জনসভাগুলোতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। **রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা গঠনমূলক উৎপাদন মুখী রাজনীতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের ইস্পাত কঠিন জাতীয় ঐক্য করার লক্ষ্যে বিভেদের রাজনীতি ভুলে জাতীয় ঐক্য গড়ার লক্ষ্যে সাড়া দিয়ে জনগন বেশির ভাগ বি,এন,পির প্রার্থীদেরকে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে জয়লাভ করান।** যেই সকল এম,পির প্রার্থীরা জয়লাভ করেন তারা হলেন জামাল উদ্দিন আহমেদ, সুলতান আহম্মেদ চৌধুরী, এল,কে সিদ্দিকী, অধ্যাপক আরিফ মইনুদ্দিন, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, শাহজাহান, মাহমুদুল করিম, অংশুপো চৌধুরী জয়লাভ করেন। রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পির চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান বৃহত্তম ময়মনসিংহ ও বৃহত্তম টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর রাজনৈতিক জেলা নির্বাচনী সফর শুরু করেন। বৃহত্তম ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুরের বি,এন,পির প্রার্থীদের পক্ষে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য বাকশালী একদলীয় রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে বহু দলীয় গণতন্ত্র আইনের শাসন, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, বিভেধের রাজনীতি বলে ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বি,এন,পি প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহবান জানান। রাষ্ট্রপতি জিয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে জনগন বি,এন,পির বেশীর ভাগ প্রার্থীদেরকে জয়লাভ করান। ময়মনসিংহের নির্বাচিত এম,পিরা হলেন সামছুল হুদা চৌধুরী, বিচারপতি টি,এইচ খান, গফরগাঁয়ের সুলতান প্রমুখ বি,এন,পির নেতা। টাঙ্গাইলে জয়লাভ করেন প্রবীন জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সহোচর আব্দুর রহমান খান, ডঃ শওকত

www.pathagar.com

আলী, নূর মোহাম্মদ খান, বেশীর ভাগ বি,এন,পির প্রার্থী জয়লাভ করেন। বৃহত্তর জামালপুরে স্পষ্টবাসী কলামিষ্ট বি,এন,পির নেতা খন্দকার আব্দুল হামিদ, ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার (পরবর্তীতে বি,এন,পির মহাসচিব), ডঃ মখলেছুর রহমান প্রমুখ বি,এন,পির নেতা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। নির্বাচনে জনসংযোগ শুরু করেন বৃহত্তর ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদীর রাজনৈতিক জেলা সমূহ। বৃহত্তর ঢাকা জেলায় বি,এন,পি প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন উল্লেখযোগ্য মীর্জা গোলাম হাফিজ, বদরুদ্দোজা চৌধুরী, আবুল হাসনাত, তেজগা থানার আবুল কাশেম (যুব নেতা), মোমেন খান, চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ সিদ্দিকি, উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ, সিদ্দিকুর রহমান, আব্দুল হাই, আব্দুল মতিন চৌধুরী, হাবিবউল্লাহ, ডাঃ আব্দুর রউফ, এস, এ খালেক, ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সাভারের দেওয়ান, ডাঃ ছানাউল্লাহ, জাহাঙ্গীর মোঃ আদিল, ক্যাপ্টেন নুরুল হক বেশির ভাগ বি,এন,পি প্রার্থী জয়লাভ করেন। ঢাকার ধামরাই থেকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান জয়লাভ করেন। কুমিল্লাহ থেকে জাতীয় লীগের অপর প্রার্থী অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম জয়লাভ করেন। বৃহত্তর ফরিদপুরে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নির্বাচনী জনসভা শুরু করনে। বৃহত্তর ফরিদপুরে নির্বাচিত বি,এন,পি প্রার্থী ছিলেন কে,এম ওবায়দুর রহমান, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, নাসির উদ্দীন, আব্দুল মান্নান শিকদার, মাহবুব, সিরাজ উদ্দীন মৃধা প্রমুখ বি,এন,পি নেতা। বেশির ভাগ বি,এন,পি প্রার্থীই জয়লাভ করেন। তৎকালীন সময় বৃহত্তর ফরিদপুরে বি,এন,পি এর একচ্ছত্র নেতা ছিলেন কে,এম, ওবায়দুর রহমান। তারপরই অবস্থান ছিল বৃহত্তর ফরিদপুরে চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের বৃহত্তর বরিশাল, বৃহত্তর পটুয়াখালী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর ব্যাপক ভাবে নির্বাচনী জনসভা শুরু করেন বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালীতে খুব বড়

www.pathagar.com

মাপের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালীতে নির্বাচিত বি,এন,পি প্রার্থীা হলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস। মেজর শাহজান ওমর, সুনীল গুপ্ত, অব্দুল ও ওয়াদুদ, রুহুল আমিন হাওলাদার, শাহাজাহান মোশাররফ, মোয়াজ্জেম হোসেন, বরিশালে বেশির ভাগ বি,এন,পি প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। রাশেদ খান মেনন তার নিজ দল থেকে জয়লাভ করেন।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি উৎপাদনমূখী রাজনীতি, বহুদলীয় গণতন্ত্র, আধুনিক বাংলাদেশ নির্মানে রাষ্ট্রপতি জিয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে জাতি এক বিশাল নতুন দিক নির্দেশনা উন্মোচন করেন। জিয়াউর রহমানের নতুন মন্ত্রী সভা গঠন সংসদ অধিবেশন ওয়াদা অনুযায়ী সংসদ অধিবেশন শুরুর আগেই সামরিক শাসন প্রত্যাহার, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী সভার প্রথম মন্ত্রীরা হলেন,

১। উপ-রাষ্ট্রপতিঃ বিচারপতি আব্দুস সাত্তার
(আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।
২। প্রধানমন্ত্রীঃ শাহ আজিজুর রহমান
(শিক্ষা মন্ত্রণালয়)
৩। সিনিয়র উপ-প্রধানমন্ত্রীঃ অধ্যাপক ডঃ এ,কিউ,এম,বি চৌধুরী
(স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)
৪। উপ-প্রধানমন্ত্রীঃ ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ
৫। উপ-প্রধানমন্ত্রীঃ জামাল উদ্দিন আহমেদ
(শিল্প মন্ত্রণালয়)
৬। উপ-প্রধানমন্ত্রীঃ এস,এ বারী এটি
পরিবেশ পশু ও বন মন্ত্রণালয়
৭। মন্ত্রীঃ মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজেদুল হক
(সংস্থাপন মন্ত্রণালয়)
৮। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঃ কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান
(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)
৯। অর্থ মন্ত্রী ঃ সাইফুর রহমান
(অর্থ মন্ত্রণালয়)
১০। পরিকল্পনা মন্ত্রীঃ ডঃ ফসিউদ্দিন মাহাতাব
(পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)

www.pathagar.com

১১। পররাষ্ট্র মন্ত্রীঃ অধ্যাপক শামছুল হক
(পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)
১২। বিমান ও পর্যটন মন্ত্রীঃ সাবেক আইজি আনোয়ারুল হক
১৩। যুব মন্ত্রীঃ খন্দকার আব্দুল হামিদ
১৪। পাট মন্ত্রীঃ আব্দুর রহমান বিশ্বাস
১৫। তথ্য মন্ত্রীঃ হাবিব উল্লাহ খান
১৬। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রীঃ কর্ণেল আকবর হোসেন
১৭। ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণলায়ঃ এমরান আলী সরকার
১৮। রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রীঃ আব্দুল আলীম
১৯। মন্ত্রীঃ আব্দুল মতিন
২০। ডাক ও তার মন্ত্রীঃ এ,কে,এম মাইদুল ইসলাম
২১। মন্ত্রীঃ ব্যারিষ্টার আব্দুল হক
২২। কৃষি মন্ত্রীঃ মেজর জেনারেল নুরল ইসলাম
২৩। মন্ত্রীঃ কে,এম ওবায়দুর রহমান
২৪। নৌ ও জাহাজ মন্ত্রীঃ নুরুল হক
২৫। মাননীয় সরকার মন্ত্রীঃ ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী
২৬। নগর উন্নয়ন মন্ত্রী আব্দুর রহমান
২৭। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রীঃ শামছুল হুদা চৌধুরী
২৮। মহিলা মন্ত্রীঃ ডঃ আমিনা রহমান
২৯। খাদ্য মন্ত্রীঃ আব্দুল মোমেন খান

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি জিয়াউর রহমান এর মন্ত্রী সভার প্রথম প্রতিমন্ত্রীগন হলেনঃ-

১। শিল্প প্রতিমন্ত্রীঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
২। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীঃ চৌধুরী তানভীর আহম্মেদ সিদ্দিকী
৩। আইন ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীঃ ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার
৪। জাহাজ ও নৌ-প্রতিমন্ত্রীঃ মীর্জা আব্দুল হালিম
৫। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীঃ অধ্যাপক আব্দুল বাতেন
৬। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীঃ সুনীল গুপ্ত
৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীঃ ডঃ আর, এ গনি
৮। শ্রম প্রতিমন্ত্রীঃ রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া
৯। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীঃ ডঃ ফজলুল করিম
১০। প্রতিমন্ত্রীঃ এ্যাডভোকেট নুর মোহাম্মদ খান
১১। যুব প্রতিমন্ত্রী আবুল কাশেম
১২। প্রতিমন্ত্রীঃ ইসমাইল হোসেন
১৩। খাদ্য প্রতিমন্ত্রীঃ মেজর ইকবাল হোসেন (অবঃ)
১৪। অর্থ প্রতিমন্ত্রীঃ আতাউদ্দীন খান
১৫। প্রতিমন্ত্রীঃ দেওয়ান রেজা চৌধুরী
১৬। খাদ্য প্রতিমন্ত্রীঃ অংশুপো চৌধুরী

রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান এর উপ-মন্ত্রীগন হলেনঃ-

১। উপমন্ত্রীঃ অধ্যাপক আরিফ মইনুদ্দীন
২। উপ-মন্ত্রীঃ কর্নেল (অবঃ) জাফর ইমাম
৩। স্বাস্থ্য উপ-মন্ত্রীঃ কামরুন্নাহার জাফর
৪। স্বরাষ্ট্র উপ-মন্ত্রীঃ অধ্যাপক আব্দুস সালাম।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি চেয়ারম্যন, জিয়াউর রহমান এর মন্ত্রীসভা গঠনের পর সরকার, প্রশাসন ও দলকে জনগনের কাছাকাছি নিয়ে আসার জনা পুনরায় ঐতিহাসিক জনসংযোগ, বিশাল জনসভা, খাল খনন কর্মসূচী শুরু করলেন ৭৯ সালের এপ্রিলে। প্রথম চট্রগ্রাম বৃহত্তর সিলেট জেলায় জনসংযোগ শুরু করলেন, দুপুরে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সফর সঙ্গী হিসাবে আমরা বিমানবন্দরে অবতরন করলাম। বিমান বন্দরে এবং রাস্তার দুই ধারে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল। চোখে না দেখালে বিশ্বস করা যায় না। নির্বাচিত সরকার এর সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর সঙ্গে সফর সঙ্গী আমার (খালেকুজ্জামান দুদু) সেই দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়েছিল। প্রায় ১০ কিঃ মিঃ রাস্তা অতিক্রম করে রাষ্ট্রপতির গাড়ির পৌছতে প্রায় তিন চার ঘন্ট সময় নিয়েছিল চট্রগ্রাম সার্কিট হাউজ পৌছতে। ঐ দিনে সন্ধ্যায় চট্রগ্রাম মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে চট্রগ্রামের সর্বস্তরের মত বিনিময় সভায় যোগাদান করেন। রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান ১৯ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বি,এন,পি প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার জনা চট্রগ্রাম এর জনগনের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া চট্রগ্রাম বন্দর ও চট্রগ্রাম নগরীকে, আধূনিক নগরী তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগি তার আহবান জানান। ঐদিন রাতেই বি,এন,পি নেতা কর্মীদের সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে বৃহত্তর চট্রগ্রাম অঞ্চলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা ও বি,এন,পি চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী খালেকুজ্জামান দুদু উপ-প্রধান মন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ, ডেপুটি স্পীকার সুলতান আহমেদ চৌধুরী, এম,পি এল,কে সিদ্দিকী, উপমন্ত্রী অধ্যাপক আরিফ মইনুদ্দীন, আনিছুল ইসলাম মাহমুদ, চট্রগ্রাম জেলা বি,এন,পি সভাপতি সলিম উল্লাহ ও জেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-নোমান, এম,পি শাহজাহান,

www.pathagar.com

এম,পি মাহমুদুল করিম, এম,পি আনোয়ারুল ইসলাম আরও বিশিষ্ট বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ ও কামরুন্নাহার জাফর উপমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে হেলিকপ্টার যোগে চট্রগ্রাম এর এই সকল বি,এন,পি আয়োজিত জনসভাগুলোতে রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান ঐতিহাস বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি জিয়ার এই আগমন ও তার বক্তব্য শুনে চট্রগ্রামবাসী নতুন ভাবে উজ্জীবিত হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্রগ্রামবাসীকে দুই হাত তুলে ওয়াদা করান, চট্রগ্রামবাসীকে বিভেদের রাজনীতি ভুলে ইস্পাত কঠিন জাতীয় ঐক্যের শপথ নেওয়ান। এর পর শুরু হয় বৃহত্তর সিলেট শাহ আমানত (রহঃ) মাজার শরীফ ও সিলেটের শাহজালাল (রঃ) এর মাজার জিয়ারত করে সফর শুরু করেন হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও বৃহত্তর সিলেটের বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল বিশাল জনসভায় লাখো মানুষের ঢল নামে। সেই সময় বৃহত্তর সিলেটের নেতৃত্বে ছিলেন সাইফুর রহমান, সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, দেওয়ান রাজা চৌধুরী, এ্যাডঃ শহীদ উদ্দিন, হারিছ চৌধুরী, এম,পি আব্দুল মোতালিব, জাকারিয়া খান চৌধুরী, মেজর ইকবাল, ক্যাপ্টেন ওদুদ প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ। বি,এন,পি নেতা সাইফুর রহমান জিয়াউর রহমান নির্বাচিত মন্ত্রীসভার প্রথম অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বি,এন,পি নেতা জিয়াউর রহমান মন্ত্রিসভার প্রতিমন্ত্রী ও বি,এন,পি প্রথম জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। আমার যতদুর মনে পড়ে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সময় এ্যাডভোকেট শহীদ উদ্দীন বি,এন,পি জেলা সভপাতি ও হারিছ চৌধুরী সিলেট জেলা বি,এন,পি এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঐ এপ্রিল মাসেই রংপুর এর ডোমার ডিমলায় উপ-নির্বাচনে বি,এন,পি সিনিয়র মন্ত্রী মশিউর রহমান যাদু মিয়া আকস্মিক ভাবে দেশবাসীকে কাদিয়ে মৃত্যুবরন করেন। মশিউর রহমান যাদু মিয়ার মৃত্যুর কারনে ঐ আসন খালি হয়। নির্বাচন কমিশন এপ্রিল মাসে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

মশিউর রহমান যাদু তাই এর সঙ্গে আমাদের পরিবারের বিশেষ করে আমার মেজ ভাই বৃহত্তর রংপুরের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ভাষা সৈনিক এ্যাডভোকেট খান আলী তৈয়বের সঙ্গে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। আমি (খালেকুজ্জামান দুদু) যখন স্বাধীনতা যুদ্ধের অক্টোবরের শেষ দিকে গাইবান্ধাতে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পাক বাহিনীর হাতে বন্দি হই। গাইবান্ধা সহ উত্তর বঙ্গের বেশির ভাগ জায়াগাই মার্চের প্রথম দিকে খালেকুজ্জামান দুদু বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। স্বাধীনাত যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার কারনেই পাক বাহিনী গাইবান্ধা জেলা শহরে ঢুকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আমার শহরের বাড়ীটি জ্বালিয়ে দেয় এপ্রিল মাসে। আমাদের পরিবারের সকল সদস্য তখন রৌমারিতে, মুক্ত অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান, রৌমারিতে আমার প্রথম পরিচয় হয় মেজর জিয়াউর রহমান এর সঙ্গে। ২৬শে মার্চ এ কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষনা আমাকে ভীষন ভাবে উৎসাহিত করে। সেই ঘোষনা শোনার পর গাইবান্ধাতে লাখো লোককে সংগঠিত করে আমি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। রাজনৈতিক নেতা এবং মুক্তিযোদ্ধের সংগঠক হিসাবে আমার রৌমারিতে মেজর জিয়ার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। ২৩শে মার্চ ১৯৭১ আমার (খালেকুজ্জামান দুদু) সভাপতিত্বে গাইবান্ধা শহরে (পার্কে) সর্বশেষ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। **এরপর আর কোন জনসভা হয়নি (স্বাধীনতার আগে) স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পাকিস্তানের সরকার এক লক্ষ টাকা পুরুস্কার ঘোষনা করে (খালেকুজ্জামান দুদুকে) ধরিয়ে দিতে পারলে।** আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত কের গাইবান্ধা শহরে প্রবেশ করি সেই সময় পাক বাহিনীর হাতে পড়ি। আমার সঙ্গীদের সকলকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করি এবং আমার সঙ্গীরা চলে যেতে সফল হয়। পাক বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার পর গাইবান্ধা সেনা ছাউনিতে বন্দি অবস্থায় অমানুসিক নির্যাতন করে বগুড়া

www.pathagar.com

জেল এবং বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে নির্যাতন ও হত্যা করা নিয়ে আসা হয়। বগুড়া ক্যান্টমেন্টে জেনারেল বুখারী, মেজর মাহমুদ, মেজর ইকবাল, মেজর শেরখান, গাইবান্ধার কর্ণেল আজিজ, ক্যাপ্টেন খোক্কর, মেজর তাছমিন অমানুসিক নির্যাতন করে যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব না। বগুড়া বন্দি থাক অবস্থায় রংপুর থেকে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাসানী) পার্টি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান যাদু মিয়া বগুড়া ক্যান্টমেন্টে আসেন আমাকে মুক্ত করার জন্য কিন্তু পাক বাহিনীর জেনারেল বুখারী যাদু ভাইয়ের কথায় আমাকে মুক্তি দেননি। সেই সময় আমাকে বাচানোর জন্য যাদু ভাইয়ের ভুমিকার জন্য আমি চিরদিন যাদু ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও স্বরণ রাখব। সিনিয়র মন্ত্রী মশিউর রহমান যাদু ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে বি,এন,পি ও জাতির অপুরনীয় ক্ষতি হয়। যাদু ভাইয়ের মৃত্যুর পর ডোমার ডিলার আসন শূন্য হয়। সেই শুন্য আসনে খালেকুজ্জামান দুদু ও যাদু ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বি,এন,পি নিকট এম,পি পদ প্রার্থী হয়। বি,এন,পি পার্লামেন্টারী বোর্ডে সাক্ষাতকারের সময় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (খালেকুজ্জামান দুদু) আমাকে বলেন আপনার এম,পি আসন তো গাইবান্ধাতে। আপনি যাদু মিয়ার সিটে মনোনয়ন চেয়েছেন কেন। রাষ্ট্রপতির এই প্রশ্নের জবাবে আমি (খালেকুজ্জামান দুদু) বলি যে, মির্জা গোলাম হাফিজ এর আসন তো দিনাজপুর। মির্জা গোলাম হাফিজকে কেন ঢাকার মতিঝিলে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। আবুল কাশেম এর আসন কুমিল্লায় তাকে ঢাকার তেজগায় দিয়েছেন কেন। আমার বৃহত্তর রংপুর জেলায় বাড়ি ইচ্ছা করলে বাংলাদেশের পাঁচটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচন করতে পারি। আর বৃহত্তর রংপুরের সন্তান হিসাবে ডোমার ডিমলায় নির্বাচন করতে পারবনা। আমার উত্তর শুনে রাষ্ট্রপতি জিয়া অবাক এবং মুগ্ধ হয়ে যান। পার্লামেন্টি বোর্ডে আমি দুঃখ করে বলি আমি যখন রাজনীতি শুরু করেছিলাম রাজনৈতিক কারণে ষাটের দশকে পাকিস্তানের কারাগারে রাজনৈতিক নেতা

www.pathagar.com

হিসাবে বন্দি ছিলাম তখন আজকের এই বি,এন,পি পার্লামেন্টি বোর্ডের অনেক সদস্যই রাজনীতি শুরু করেন নাই। বি,এন,পি পার্লামেন্টি বোর্ডের প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ কে সাক্ষী মেনে বলি শাহ ভাই পাকিস্তান পার্লামেন্টে পাকিস্তানের বিরোধী দলের নেতা হিসাবে আপনি রাজবন্দি খালেকুজ্জামান দুদু এর মুক্তি চাননি। আমার কথায় শাহ আজিজুর রহমান মুক্তি চেয়েছি বলে স্বীকার করেন। পার্লামেন্টি বোর্ডের অপর সদস্য কে এম ওবায়দুর রহমানকে প্রশ্ন করি ওবায়েদ ভাই যাদু ভাইয়ের ছেলে স্বপনকে আপনি সি-ট্রলার দিয়েছেন। এবার একটা উড়োজাহাজ দিয়ে দেন। একথা শুনে এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী সহ সকল সদস্য অট্ট হাসিতে ফেটে পড়েন। আমার ধারনা ছিল ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ আমাকে হয়তো সমর্থন করবেন না মনোনয়নের ব্যাপারে। যাদেরকে মনেকরেছিলাম সমর্থন করবে তারা আমাকে সমর্থন না করে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখল। ব্যারিষ্টার মওদুদ ভাইকে দেখলাম আমার স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যে জোরালে ভাবে সমর্থন করলেন রাষ্ট্রপতি জিয়ার নিকট। মওদুদ ভাইয়ের সেই আচরনের কথা আজও আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করি। রাষ্ট্রপতি জিয়া পার্লামেন্টি বোর্ডের সভা আধা ঘন্টা বিরতি দিলেন এবং প্রধান মন্ত্রী শাহ আজিজ কে আমার রুমে পাঠালেন এবং সিগারেট খেতে খেতে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বললেন আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু শাহ আজিজুর রহমান সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারনা নেই রাষ্ট্রপতি জিয়ার। কিন্তু খালেকুজ্জামান দুদু সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি জিয়ার উচ্চ ধারণা আছে। এবং বললেন বি,এন,পি সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে খালেকুজ্জামান দুদু কে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছি। এত কাজ করার ফলে বি,এন,পি জয়লাভ করেছে। এখন খালেকুজ্জামান দুদুকে হারাতে পারব না ওকে মন্ত্রী, রাষ্ট্রদুত, বি,এন,পি এর বড় কর্মকর্তা আমাকে দিতে হবে। ঐ কথাগুলো বললেন রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। তারপর বি,এন,পি কেন্দ্রীয় অফিস ধানমন্ডি ২৭ থেকে

www.pathagar.com

আমার রুম থেকে রাগে রাস্তায় নেমে আসলাম। তারপর রাষ্ট্রপতি জিয়া মন্ত্রী কে,এম ওবায়দুর রহমানকে আমার নিকট পাঠালেন। ওভায়েদ ভাই আমাকে বললেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান তোকে মনোনয়ন দিতে রাজি হয়ে গেছেন। এই বলে আমাকে রাষ্ট্রপতির নিকট নিয়ে গেলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওনার গাড়িতে তুললেন এবং গাড়িতে করে ওনার পাশে বসিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে নিয়ে আসলেন এবং বাসায় নিয়ে আলোচনা করলেন আগামীকাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশাই আসবে, মনোনয়ন নিয়ে। দেশাই চলে যাওয়ার পর তোমার সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিব। তার আগে আমাকে স্বরণ করিয়ে ছিলেন তুমি ডোমার ডিমলায় মনোনয়ন চাবে একথা আমাকে বল নাই আমি আগেই যাদু মিয়ার পরিবারের সদস্যদের কথা দিয়ে ফেলেছি। তারপরও প্রেসিডেন্ট জিয়া বললেন দেশাই চলে যাওয়ার পর বসে সিদ্ধান্ত নেব। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পরদিন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে আমার আলোচনা হয় এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াকে বলি মশিউর রহমান যাদু ভাইয়ের ছেলে শফিকুল গনি স্বপনকে মনোনয়ন দেন। এবং আমার বক্তব্য শোনার পরই স্বপনের নাম এম,পি প্রার্থী হিসাবে ঘোষনা হয়। ডোমার ডিমলায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়া আহবান করলেন এবং আমি রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে হেলিকপ্টার যোগে ডোমার ডিমলার নির্বাচনী সভায় যোগ দেনই। বক্তৃতায় আমি যাদু ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভোট দেওয়ার আহবান জানালাম। স্বপন বিপুল ভোটে জয়লাভ করে।

www.pathagar.com

বি,এন,পি এর থানা কমিটি ও বি,এন,পি রাজনৈতিক জেলা গুলোর পুর্নাঙ্গ কমিটি ইতিমধ্যে প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। বি,এন,পি চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন করার লক্ষ্যে বি,এন,পি সর্বস্তরের নেতা কর্মী ও কর্ম কর্তাদের আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। **বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এম,পি, মন্ত্রী, জেলা বি,এন,পি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে বঙ্গভবনে কাদেরকে বি,এন,পি কর্মকর্তা নিয়োগ করা যায়।** তার জনা মতামত নেওয়া শুরু করলেন। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমাকে (খালেকুজ্জামান দুদু) বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী নিযুক্ত করেছেন। আমি বি,এন,পি ধানমন্ডি-২৭ কেন্দ্রীয় কার্যালয় দায়িত্ব গ্রহন করেছি। বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বি,এন,পি জেলা পর্যায়ে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনার জন্য দশ বারো জনকে পাঠানো শুরু করলাম। ইতিপূর্বে এই সাক্ষাৎকার পর্ব চলা অবস্থায় যশোর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর রনক আমাকে ফোন করে জানালেন যশোর বি,এন,পি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হবে। সিনিয়র উপ-প্রধান মন্ত্রী বি,এন,পি নেতা এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং বি,এন,পি নেতা খালেকুজ্জামান দুদু কে বিশেষ অতিথি করা হয়েছে। কিন্তু প্রধান অতিথি বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে থাকবেন। সেই কারণে তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে যশোরে বি,এন,পি সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না। বি,এন,পি যশোর জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর রনক আরও বললেন খালেকুজ্জামান দুদুকে বিশেষ অতিথির স্থলে প্রধান অতিথি করা হয়েছে। আপনি আগামীকাল সকাল দশটায় বাংলাদেশ বিমানে আসুন। বি,এন,পি যশোর নেতা কর্মীরা আপনাকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাবে। আমি সকালের বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে করে যশোর বিমান বন্দরে পৌছলাম, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতা হিসাবে এটাই ছিল আমার

www.pathagar.com

প্রথম সাংগঠনিক সফর। বিমান বন্দরে পৌছে অবিভুত হয়ে গেলাম। হাজার হাজার নেতা কর্মী, বি,এন,পি দুইজন কেবিনেট মন্ত্রী আব্দুল আলীম ও ব্যারিষ্টার আব্দুল হক উপস্থিত হয়েছেন। দুই মন্ত্রীকে উপস্থিত দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে হাসলাম যে আমাকে বাদ দিয়ে হয়ত মন্ত্রীদের প্রধান অতিথি করবে। বিমানবন্দর থেকে আমাকে নিয়ে গাড়ির বহর যশোর সভা স্থলে এগিয়ে চলল। সভা স্থলে পৌছানোর পর জেলা বি,এন,পি সভার কাজ শুরু হল। বি,এন,পি সর্বস্তরের নেতা কর্মী, এম,পি, যুবদল, ছাত্রদল, মহিলা দল, শ্রমিক দল নেতাদের বক্তব্য প্রথম অধিবেশন পর্যন্ত চলল। জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাক প্রফেসর রনক, এম,পি নাজিমউদ্দীন আল আজাদ খুব ভাল বক্তব্য উপস্থাপন করলেন, যুবনেতা এ্যাডভোকেট ইসাহাক, কেন্দ্রীয় যুবনেতা তছলিম উদ্দীন আবেগময় ভাষন যুব কর্মীদের উৎসাহিত করে ২য় অধিবেশনে বক্তব্য দিলেন বিশেষ অতিথি ব্যারিষ্টার আব্দুল হক। ব্যারিষ্টার আব্দুল হকের বক্তৃতা শুরু হল। আমি তখন মনে মনে ভাবছি এরপরে হয়তো আমাকে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা দেওয়ার আহবান জনাবে। কিন্তু মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দুল হকের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অপর বিশেষ অতিথি হিসাবে মন্ত্রী আব্দুল আলীমের নাম ঘোষনা করা হলো। সম্মেলন শুরর আগে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষনা করা হয়নি। মন্ত্রী আব্দুল আলীমের বক্তব্য শেষে বি,এন,পি জেলা সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদুকে সম্মেলনের প্রধান অতিথির ভাষন দেওয়ার আহবান জানালেন। এই ঘোষনা শুনে আমি অবিভুত ও আশ্চার্য হয়ে গেলাম। বক্তৃতা শুরুর সময় বললাম যে সংগঠনের নেতা কর্মীরা জেলা সম্মেলনে দুই মন্ত্রী উপস্থিত থাকা সত্বেও বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতাকে প্রধান অতিথি করার সাহস রাখে সেই জেলায় একদিন বি,এন,পি-র বিরাট সংগঠন গড়ে উঠবে। বিকালের ফ্লাইটে দুই মন্ত্রীসহ আমি ঢাকায় ফিরে এলাম। প্রতিদিন বঙ্গভবনে কে জাতীয় নির্বাহী কমিটির মহাসচিব হবেন, কে জাতীয় নির্বাচনী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক হবেন,

www.pathagar.com

কে ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হবেন, কে যুব বিষয়ক সম্পাদক হবেন, কারা কারা দলের ভাইস চেয়ারম্যান হবেন, কারা জাতীয় স্থায়ী কমিটর সদস্য হবেন, জেলা সভাপতি, সম্পাদক, এম,পি ও নেতাদের মতামত নেওয়া অব্যাহত রাখলেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। চার বিভাগের মতামত নেওয়া শেষ করে জাতীয় পর্যায়ের কিছু বি,এন,পি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। একদিন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বঙ্গভবন থেকে ফোন করে আমাকে বললেন জাতীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে কথা বলে রাখতে পত্রিকায় প্রকাশ হবে বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটি ১২০ জন সদস্যের নাম।

নাম প্রকাশের জন্য সংবাদ পত্রের কিছু অংশ খালি রাখা হয় রাত ২টা পর্যন্ত। রাতে আমাকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বঙ্গভবনে ঢেকে নেন কিন্তু ঐদিন রাত ২ টার মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটির ১২০ জনের নাম পত্রিকায় দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পরদিন সকালে বঙ্গভবন থেকে রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা বি,এন,পি জনসভা রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে করতে যাই। জনসভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে স্পীকার মীর্জা গোলাম হাফিজ, মন্ত্রী এমরান আলী সরকার, মন্ত্রী মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম, বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী, প্রধান সমন্বয়কারী খালেকুজ্জামান দুদু ঐদিনই বিকালে ঢাকায় ফিরে আসি। পরদিন সকাল থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত ধানমন্ডি ২৭ বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কার্যালয় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অবস্থান করেন এবং তিনি ফোনে বিভিন্ন নেতাদের সাথে আবারও কথা বলেন। বি,এন,পি অফিসে উপ-রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, সিনিয়র উপ-প্রধান মন্ত্রী এ,কিউ,এম, বদরুদ্দোজা চৌধরী, উপ-প্রমানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, মন্ত্রী কে,এম, ওবায়দুর রহমান, ঢাকার মেয়র

www.pathagar.com

মহানগর বি,এন,পির সভাপতি ব্যারিষ্টার আবুল হাসানাত, বি,এন,পির অফিস সচিব কর্ণেল আলাউদ্দিন, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা খালেকুজ্জামান দুদু এর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আলোচনা হয়। বিকাল ৩টার পর বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বি,এন,পির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসেন। আমরা সকলে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে গাড়ীতে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে আসি। রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পির চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান দোতলা সিড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ আমার হাতে একটি খাম দিয়ে বলেন, আমি চলে যাওয়ার পর এই খাম খুলবে। এইখানে কিছু নেতাদের নাম আছে। সংবাদপত্রে এবং রেডিও, টেলিভিশনে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবে। এই কথা বলে রাষ্ট্রপতি জিয়া গাড়ীতে উঠে বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া চলে যাওয়ার পর খাম খুলে দেখি প্রথম জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের নাম।

বি,এন,পি প্রথম জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে দলের ভাইস চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানকে ভাইস চেয়ারম্যান, সিনিয়র উপ-প্রধানমন্ত্রী এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে দলের মহাসচিব, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা খালেকুজ্জামান দুদুকে বি,এন,পি এর প্রথম জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, মন্ত্রী চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীকে কোষাধ্যক্ষ, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা তরিকুল ইসলাম এম,পিকে বিশেষ সম্পাদক, ব্যারিষ্টার কে,এম, হাসানকে আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, কর্ণেল আলাউদ্দিনকে বি,এন,পি এর অফিস সচিব নিয়োগ করে রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পির চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান নিম্নলিখিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি) জাতীয় স্থায়ী কমিটির কর্মাকর্তাদের নাম ঘোষনা করেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি,এন,পি প্রথম জাতীয় স্থায়ী কমিটি

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (চেয়ারম্যান)

১। উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (সদস্য)।
২। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান (সদস্য)।
৩। ডঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী (সদস্য)।
৪। মিসেস তসলিমা আবেদ এম,পি (সদস্য)।
৫। ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার এম,পি (সদস্য)।
৬। ডঃ এ,এফ, এম ইউসুফ (সদস্য)।
৭। শেখ রাজ্জাক আলী এম,পি (সদস্য)।
৮। প্রফেসর একরামুল হক (সদস্য)।
৯। সৈয়দ মহিবুল হাসান এম,পি (সদস্য)।
১০। আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী (সদস্য)।
১১। ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা (সদস্য)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি,এন,পি প্রথম জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (চেয়ারম্যান)
উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (ভাইস চেয়ারম্যান)
প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান (ভাইস চেয়ারম্যান)
অধ্যাপিকা মিসেস ফরিদা রহমান, হুইপ (ভাইস চেয়ারম্যান)
মাহমুদুল করিম, এম,পি (ভাইস চেয়ারম্যান)
কাজী গোলাম মাহবুব (ভাইস চেয়ারম্যান)
অধ্যাপক এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী (মহাসচিব)
খালেকুজ্জামান দুদু (সাংগঠনিক সম্পাদক)
আহামেদ আলী, এম,পি (সাংগঠনিক সম্পাদক)
শাহ্ আব্দুল হালিম (সাংগঠনিক সম্পাদক)
মোবারক হোসেন (সাংগঠনিক সম্পাদক)
তরিকুল ইসলাম (বিশেষ সম্পাদক)
চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী (কোষাধ্যক্ষ
ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া (প্রচার সম্পাদক)
ব্যারিষ্টার কে এম হাসান (আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক)
মিসেস সুলতানা ইসলাম (সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক)
সিদ্দিকুর রহমান, এম,পি (ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক)
কর্ণেল (অবঃ) আলাউদ্দিন মিয়া (অফিস সচিব)
সাইফুর রহমান (যুব বিষয়ক সম্পাদক)
অধ্যক্ষ হামিদা আলী (মহিলা সম্পাদিকা)
ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন (ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক)
নজরুল ইসলাম খান (শ্রম বিষয়ক সম্পাদক)
আফছার আহমেদ সিদ্দিকী (কৃষি বিষয়ক সম্পাদক)
লোকমান হোসেন ফকির (সাংস্কৃতিক সম্পাদক)

www.pathagar.com

পরিদিন জাতীয় পত্রিকায় রেডিও, টেলিভিশনে বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা ঘোষনা করা হয়। এ,কিউ,এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী বি,এন,পি মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহন করার সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সংসদের উপনেতা ও বি,এন,পি মহাসচিবের দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন। ২-৩ দিন পর বি,এন,পি এর কয়েকজন কর্মকর্তাসহ বি,এন,পির ধানমন্ডি-২৭ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসেন আমার রুমে, আমার পাশের চেয়ারে বসেন। ঐ রুমটি সাংগঠনিক সম্পাদক হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি জিয়া, বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, সিনিয়র উপ-প্রধানমন্ত্রী এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, অফিস সচিব কর্ণেল আলাউদ্দিনের উপস্থিতিতে আমার জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। রুমটিতে যাবতীয় দরকারী সরঞ্জাম দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে আমার রুমে আসা দেখে বুঝতে পারলাম এই রুমেটি এখন থেকে বি,এন,পি মহাসচিবের অফিস রুম হবে। তাই আমি অন্য কর্মকর্তাদের কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমার চেয়ার থেকে উঠে এসে বি,এন,পির মহাসচিবকে বসিয়ে দিলাম। কিন্তু ঐ রুম ও চেয়ারে বি,এন,পির মহাসচিব শুধু ঐদিনই ২-৩ ঘন্টা বসেছিলেন। আর কোন দিন মহাসচিব হিসাবে আমার ঐ আসনে বসেন নাই। যখনই মহাসচিব হিসাবে আসতেন ঐ রকমই আরেকটি চেয়ারে আমার পাশে বসতেন। বি,এন,পির মহাসচিব বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সাথে বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে তার সাথে কাজ করে তার সাংগঠনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক আচরন, ব্যবহার, মার্জিত রুচিশীল আচরন, নেতাকর্মীদের সঙ্গে আচরন করার অনেক শিক্ষাই তার নিকট হতে গ্রহন করেছি। বি,এন,পির মহাসচিব বদরুদ্দোজা চৌধুরী বি,এন,পি-কে সংগঠিত করার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে পরিশ্রম করে গেছেন মেধাবৃদ্ধি, সাহস দিয়ে জাতী তা চিরদিন স্মরণ রাখবে। বি,এন,পিএর সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহন করে উত্তর বঙ্গের ১৬টি রাজনৈতিক জেলায়

www.pathagar.com

সাংগঠিক সফর শুরু করি। প্রথম পাবনা বি,এন,পি জেলা অঙ্গ দল সমূহের ছাত্রদল, যুবদল, শ্রমিক দল, মহিলা দল সহ সর্বস্তরের বি,এন,পি নেতার পক্ষ থেকে সাংগঠনিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা এ্যাডওয়ার্ড কলেজ মিলনায়তনে আমার সফর সঙ্গী ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় মহিলা সম্পাদিকা অধ্যাক্ষ হামিদা আলী, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সমাজ সেবা সম্পাদিকা সুলতানা ইসলাম প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। ঢাকা থেকে ভোর ৪ টায় সড়ক পথে পাবনা জেলা বি,এন,পির কর্মীসভার উদ্দেশ্যে বি,এন,পি কেন্দ্রী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে পাবনার উদ্দেশ্যে সফর শুরু করলাম। আরিচা হয়ে আমরা যখন নগর বাড়ীতে নামলাম তখন দেখলাম বৃহত্তর পাবনার হাজার হাজার নেতা কর্মী আমাদের নিয়ে আসার জন্য অগন্তী গাড়ীর বহর নিয়ে নগরবাড়ীতে এসেছেন। পুরো এলাকাটি শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত ছিল। সেই দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে অন্যদেরকে বুঝানো যাবে না। আমাদেরকে নিয়ে গাড়ীর বহর উপজেলা বেড়া হয়ে পাবনা উদ্দেশ্যে রওনা হলাম সকাল ১০টায় বি,এন,পির কর্মী সমাবেশে যোগদান করলাম এ্যাডওয়ার্ড কলেজ মিলনায়তনে পাবনা জেলা বি,এন,পি সর্বস্তরের কর্মী সমাবেশে নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সম্পাদকের সম্বধনা সভা সভাপতিত্ব করেন পাবনা জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ মাহতাব উদ্দিন বিশ্বাস। সভায় বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে বক্তব্য দেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী সভার মন্ত্রী ডঃ এম,এ মতিন, প্রতিমন্ত্রী মীর্জা হালিম, বি,এন,পির মহিলা সম্পাদিকা অধ্যাক্ষা হামিদা আলী, বি,এন,পির সমাজকল্যান সম্পাদিকা সুলতানা ইসলাম, পাবনা জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী মিসেস হাসিনা কোরাইশি ও যুবনেতা আব্দুল হাই, পাবনা পৌরসভার চেয়ারম্যান বীরেশমিত্র, আব্দুল বারী সরদার এম,পি, আনোয়ারুল ইসলাম এম,পি, মীর্জা আউয়াল এম,পি, মীর্জা আব্দুর রশিদ এম,পি আরও ছাত্রদল, যুবদল, মহিলা দল, শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ। পাবনা কর্মীসভা শেষে হাজার হাজার বি,এন,পি কর্মীদের নিয়ে পাবনা শহরের

www.pathagar.com

প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, ডাঃ এম,এ মতিন, হামিদা আলী, হাসিনা কোরাইশি, মীর্জা আউয়াল এম,পি, জেলা বি,এন,পির সভাপতি মাহাতাব উদ্দিন বিশ্বাস, পাবনা কর্মী সভা ও মিছিল শেষে ঐদিন বিকেল ৪টায় সিরাজগঞ্জ জেলা বি,এন,পি কর্মীসভার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। সন্ধ্যা ৭টায় সিরাজগঞ্জ সিনেমা হলের জেলা বি,এন,পির সর্বস্তরের কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মীসভার প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন খালেকুজ্জামান দুদু, পাবনা জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী বি,এন,পির নেতা ডাঃ এম,এ মতিন, বি,এন,পির মহিলা সম্পাদিকা অধ্যক্ষা হামিদা আলী, বি,এন,পির সমাজকল্যান সম্পাদিকা মিসেস সুলতানা ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সিরাজগঞ্জ জেলা বি,এন,পির সর্বস্তরের কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ তাহাজ্জাত হোসেন, সভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির নেতা ও অঙ্গ দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। পাবনা-সিরাজগঞ্জ উভয় কর্মী সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভাষন দেন। এই সমাবেশ দুটিতে নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে বহুদলীয় গণতন্ত্র, উৎপাদনমুখী রাজনীতি ১৯ দফা বাস্তবায়নের জন্য দলের আদর্শ কর্মসূচীকে জনগনের মাঝে পৌছে দেওয়ার শপথ গ্রহন করা হয়। সিরাজগঞ্জ রেষ্ট হাউজে রাত্রি যাপন শেষে সকালে রাজশাহী জেলা বি,এন,পি ও রাজশাহী নগর বি,এন,পি এর কর্মী সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রাজশাহী পৌছার আগে সকাল ৯টায় পাবনাতে যাত্রা বিরতি করি। আমার মামাতো বোনের স্বামী ছোট ভগ্নিপতি তৎকালীন পাবনার এডিশনাল এস,পি আশরাফুল হুদা (বর্তমানে বিদায়ই আই,জি,পি) বাড়ীতে সফর সঙ্গীসহ তার বাসায় উঠি। সেখানে নাস্তা খেয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা শুরু করি। রাজশাহী পৌছাতে দেরী হয়ে যায় প্রায় ১২টায় কর্মী সমাবেশের স্থানে পৌছাই। পৌছে দেখি সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে। উভয় যৌথ কর্মী সমাবেশে হঠাৎ করে বি,এন,পির

www.pathagar.com

মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী আমার আগেই উপস্থিত হয়েছেন। রাজশাহীর ঐ যৌথ কর্মী সমাবেশে বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু প্রধান অতিথি ছিল। কিন্তু আমার আসতে দেরী হওয়ার কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নির্দেশে বিশেষ সাংগঠনিক কাজে এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাজশাহী সার্কিট হাউজে ছিলেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরী খুব বড় মাপের নেতা ছিলেন। আমার দেরী দেখে রাজশাহী নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন আমি হয়তো উপস্থিত থাকতে পারছি না। সেই কারণে বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে দিয়ে সভার কাজ শুরু করেছিলেন। আমি বিলম্বে বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ দুপুর ১২টায় পৌছাই। আমাকে দেখে সভাস্থলের নেতাকর্মীরা শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে রাখেন। আমি সভাস্থলে পৌছলে বি,এন,পি এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদুকে প্রধান অতিথি ঘোষনা করা হয় বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নির্দেশে। **রাজশাহী নগর বি,এন,পি, রাজশাহী জেলা বি,এন,পি ও অঙ্গ দল সমুহের সভা উদ্বোধন করেন বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, প্রধান অতিথি বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু**। উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী নগর বি,এন,পির সভাপতি ও বি,এন,পির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক একরামুল হক। সমাবেশে বক্তৃতা করেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় মহিলা সম্পাদিকা অধ্যাক্ষা হামিদা আলী, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সমাজকল্যান সম্পাদিকা সুলতানা ইসলাম, রাজশাহী জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট কবীর হোসেন (বর্তমানে এম,পি ও সাবেক মন্ত্রী), জেলা বি,এন,পির সভাপতি এডভোকেট মোখলেছুর রহমান এম,পি, বি,এন,পির নেতা আজিজুর রহমান, যুবনেতা মিজানুর রহমান মিনু (বর্তমানে রাজশাহী মেয়র), ছাত্রনেতা নওশাদ, ছাত্রনেতা রিজভী আহমেদ, রাজশাহী মহিলা

www.pathagar.com

দলের সভানেত্রী হাসিনা বেগমসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রাজশাহী সভা শেষে বিকালে চাপাইনবাবগঞ্জের জেলা বি,এন,পির কর্মী সমাবেশে যোগদান করি। জেলা বি,এন,পির কর্মী সমাবে সভাতিত্ব করেন জেলা বি,এন,পির সভাপতি এ্যাভোকেট সুলতান-উল-ইসলাম মনির, কর্মী সমাবেশের প্রধান অতিথি ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বিশেষ অতিথি ছিলেন বি,এন,পির মহিলা সম্পাদিকা অধ্যাক্ষা হামিদা আলী, বি,এন,পির সমাজ কল্যান সম্পাদিকা সুলতানা ইসলাম, সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন এম,পি (সাবেক মন্ত্রী), শাহজাহান মিয়া (সাবেক হুইপ), এহসান আলী খান এম,পি। সভায় নেতৃবৃন্দ বি,এন,পিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দলকে ইউনিয়ন পর্যায়ে, গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চাপাইনবাবগঞ্জের ডাক বাংলাতে রাত্রিযাপন শেষে নওগাঁ জেলা বি,এন,পি সর্বস্তরের কর্মী সমাবেশে সকাল ১১টায় যোগদান করি। নওগাঁ জেলা বি,এন,পি ও সকল অঙ্গ সংগঠনের কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। নওগাঁ জেলা বি,এন,পির কর্মী সমাবেশে ভাষন দেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় মহিলা সম্পাদিকা অধ্যাক্ষা হামিদা আলী, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা সুলতানা ইসলাম, জেলা বি,এন,পির সহসভা নেত্রী হামিদা বেগম এম,পি, সহসভাপতি মোখলেছুর রহমান এম,পি, সহসভাপতি এ্যাডভোকেট মকবুল হোসেন এম,পি, জেলা বি,এন,পির সহসভাপতি পৌরসভার চেয়ারম্যান গোলাম মোর্শেদ, নওগাঁ জেলা বি,এন,পির সহ সভাপতি আলগীর কবীর (বর্তমানে এম,পি ও মন্ত্রী), জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম প্রমুখ জাতীয় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নওগা জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যাপক, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জোরালো ও গঠনমুলাক বক্তব্য রাখেন। ঐদিন বিকালে বগুড়া জেলা বি,এন,পির সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও অঙ্গ সংগঠনের কর্মী সমাবেশ হয় বগুড়া টিটু মিলনায়তনে।

www.pathagar.com

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বি,এন,পির সভাপতি ও পৌরসভার চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট জহুরুল ইসলাম (পরবর্তীতে এম,পি), **বগুড়া জেলা বি,এন,পির কর্মী সমাবেশের প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু**। বগুড়া জেলা বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বি,এন,পি মহিলা সম্পাদিকা অধ্যক্ষ হামিদা আলী, কেন্দ্রীয় বি,এন,পি সমাজল্যাণ সম্পাদিকা সুলতানা ইসলাম, তৎকালীন মহিলা এম,পি, বগুড়া বি,এন,পি কেন্দ্রীয় মহিলা নেত্রী শাহারা মজিদ (পরে বি,এন,পি কেন্দ্রীয় মহিলা সম্পাদিকা) জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এস,এম ফারুক এম,পি, আজিজুল হক এম,পি, এ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান (সাবেক মন্ত্রী), এ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান (বর্তমানে বগুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ও জেলা বি,এন,পি সভাপতি), ছাত্র দলের সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা, বগুড়া জেলা যুবদলের সভাপতি ধলু, যুবনেতা তপন।

বগুড়ায় রাত্রি যাপন করা হয়। **পরদিন সকালে গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের সমাবেশে সকাল এগারটায় গাইবান্ধা বিডি হলে যোগদান করি**। গাইবান্ধাতে যখন প্রবেশ করি হাজার হাজার নেতা কর্মীর জনতার ঢল নামে মানুষ আনন্দে শ্লোগানে মুখরিত করে তোলে, সারা জেলা শহর, গাইবান্ধা জেলায় আমার (খালেকুজ্জামান দুদু) জন্মস্থান। সকাল এগারটায় গাইবান্ধার বিডি হলে বি,এন,পি পক্ষ থেকে নব নিযুক্ত বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু গাইবান্ধায় আগমন উপলক্ষ্যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় দলের সর্বস্তরের নেতা কর্মী ও জনতার পক্ষ থেকে। বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বিশেষ অতিথি ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় মহিলা সম্পাদিকা অধ্যক্ষা হামিদা আলী (ভিকারুন নিসা নুন স্কুল কলেজের অধ্যক্ষ) বি,এন,পি কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা সুলতানা ইসলাম, কর্মী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এম,পি। রুস্তম আলী মোল্লা এম,পি, অধ্যক্ষ মোকলেছুর রহমান এম,পি, জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সোবহান ছকু প্রমুখ জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন জেলা বি,এন,পির সভাপতি ফারুকুল ইসলাম। খালেকুজ্জামান দুদু সম্বর্ধনার জবাবে বলেন রাজশাহী বিভাগের ১৬টি রাজনৈতিক জেলায় বি,এন,পি সাংগঠনকে জোরদার করতে হবে। ১৯ দফা কর্মসূচী, খাল কাটা কর্মসূচী, উৎপাদনমূখী জাতীয়তাবাদ এর ভিত্তিতে জাতিকে ইস্পাত কঠিন সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। বিকালে গাইবান্ধার ঐতিহাসিক শহীদ পার্কে জেলা বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় খালেকুজ্জামান দুদুকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। নাগরিক সম্বর্ধনায় বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু এর নিকট গাইবান্ধা মহকুমাকে জেলা ঘোষনা, গাইবান্ধায় ভ্যাটেনারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, গাইবান্ধা সরকারী কলেজ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবী, বালাসী নৌবন্দর সহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবী করেন গাইবান্ধা জেলার নেতৃবৃন্দ ও সর্ব স্তরের জনগন। **খালেকুজ্জামান দুদু ঘোষনা দেন গাইবান্ধাকে জেলা, গাইবান্ধা কলেজকে সরকারী কলেজ, বালাসী নৌ-বন্দর, জজ কোর্ট স্থাপনের ঘোষনা দেন।** এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিকট হতে খালেকুজ্জামান দুদু গাইবান্ধাকে জেলা ঘোষনা ও গাইবান্ধা সরকারী কলেজ স্থাপন, বালাসী নৌবন্দর স্থাপন, ভেটেনারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট আরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদী ভাঙ্গন রোধ বাস্তবায়ন করেন।

এই ঐতিহাসিক লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটে। সভায় বক্তব্য রাখেন বি,এন,পি মহিলা সম্পাদিকা অধ্যক্ষ হামিদা আলী। বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা সুলতানা ইসলাম। রুস্তম আলী এম,পি,

www.pathagar.com

এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এম,পি, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সোবহান সকু। শহর বি,এন,পি সভাপতি আব্দুর রশিদ সরকার প্রমুখ জেলা বি,এন,পি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দুপুরে ও রাতে আমার নিজস্ব বাসভবনে নেতৃবৃন্দের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রাত ১২টার সময় হাজার হাজার জনগরে ভিড়ের কারণে গাইবান্ধার বাসভবনে রাত্রে থাকতে পারি নাই। রাতে জনগনকে নিয়ে গাইবান্ধা ডাক বাংলায় থাকি, ডাক বাংলা ময়দানে নেতা কর্মীদের সাথে মত বিনিময় হয়। পরদিন সকাল বেলা রংপুরে রংপুর জেলা বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে যোগদান করি। কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে। রংপুর জেলা বি,এন,পি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন খালেকুজ্জামান দুদু, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় মহিলা সম্পাদিকা অধ্যক্ষ হামিদা আলী, আরও উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সমাজকল্যান সম্পাদিকা মিসেস সুলতানা ইসলাম। আরও বক্তব্য রাখেন এ্যাডভোকেট রেজাউল হক সরকার রানা এম,পি, ময়নউদ্দিন সরকার এম,পি, রহিম উদ্দিন ভরসা এম,পি, রংপুর জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী রেবাকা মাহমুদ, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা জ্যোস্না, যুবদলের জেলা সভাপতি মোজাফফর হোসেন, যুবদলের জেলা সাধারণ সম্পাদক আজগর পিন্টু, রংপুর জেলা ছাত্র দলের সভাপতি আলাউদ্দিন, রংপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রনেতা ডঃ বকুল, সভায় বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বি,এন,পি কে একটি গতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনে পরিনত করতে হবে, তিনি আরও বলেন, রংপুর জেলার ভাল ভাল নেতা কর্মীকে বি,এন,পি এর পতাকা তলে আনতে হবে। রংপুর থেকে বিকালে কুড়িগ্রাম ও লালমনির হাট বি,এন,পি এর কর্মী সমাবেশে যোগদান করি। লালমনিরহাট তৎকালীন সময় থানা ছিল, কুড়িগ্রাম বি,এন,পি জেলা কর্মী সমাবেশে

www.pathagar.com

সভাপতিত্ব করেন কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সভাপতি প্রিন্সিপাল আবুল কাশেষ আকন্দ, জেলা বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় মহিলা সম্পাদিকা অধ্যক্ষা হামিদা আলী ও বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সমাজকল্যান সম্পাদিকা সুলতানা ইসলাম, প্রধান অতিথির ভাষনে খালেকুজ্জামান দুদু বলেন ১৯ দফা কর্মসূচী, বহুদলীয় গনতন্ত্র, গণশিক্ষা কর্মসূচী, উৎপাদনমূখী অর্থনীতি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিভেদের রাজনীতি বর্জন করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহবান জানাই, সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বি,এন,পি নেতা তাজুল ইসলাম চৌধুরী, এম,পি অধ্যক্ষ নুরুজ্জামান এম,পি, এ্যাডভোকেট ইদ্রিছ আলী, জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক, কুড়িগ্রাম মহিলা দলের সভানেত্রী লিলি চৌধুরী বি,এন,পি নেতা আব্দুল বারী ও আব্দুল মান্নান প্রমুখ জাতীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। কুড়িগ্রামে রাত্রি যাপন, সকাল ১১টায় নীলফামারী জেলা বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে যোগদান করি। এই বিরাট কর্মী সমাবেশে হাজার হাজার কর্মী নেতার সমাবেশ ঘটে, নীলফামারী জেলা বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বি,এন,পির সভাপতি এহছান আলী প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় কমিটি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। নীলফামারী থেকে বিকাল ৩টায় দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি নেতা কর্মীর সমাবেশে যোগদান করি। দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুর জেলা বি,এন,পির সভাপতি পৌর চেয়ারম্যান মহসিন উদ্দিন, কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম (নবাব), জিলা বি,এন,পি সহ সভাপতি এ্যাডভোকেট নইম, এ্যাডভোকেট এম,এ হালিম, মহিলা দলের সভানেত্রী মিসেস হাসিনা এম,পি, জেলা

www.pathagar.com

ছাত্রদলের সভাপতি রিজু (পরবর্তীতে এম,পি) জেলা বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক সহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ। কর্মী সমাবেশে প্রচুর নেতা কর্মীর সমাবেশ ঘটে। রাতে দিনাজপুর সার্কিট হাউজে রাত্রি যাপন করি। দিনাজপুর সার্কিট হাউজে রাত্রি যাপন করি। দিনাজপুরে হঠাৎ করে তৎকালীন পাটমন্ত্রী আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে (পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন) দেখা হয় রাতে দীর্ঘক্ষন দেশ জাতি ও দলের সম্বন্ধে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা করি এবং বিভিন্ন বিষয় রাজনৈতিক আলোচনা করে রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা বি,এন,পি নেতা পাটমন্ত্রী আব্দুর রহমান বিশ্বাসের নিকট থেকে গ্রহন করি ও কাজে লাগাই।

পরদিন ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় কর্মী সমাবেশে যোগদান করি। পঞ্চগড় তৎকালীন সময় থানা ছিল। কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরগাঁর সিনেমা হল মিলনায়তনে। ঠাকুরগাঁও জেলা বি,এন,পি সমাবেশে খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুরগাঁও জেলা বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বি,এন,পির প্রবীন নেতা মীর্জা রুহুল আমিন এম,পি ও ইদু চৌধুরী এম,পি, কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক মোঃ ইয়াছিন, সারাদিন কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে এবং রাতে বি,এন,পির প্রবীন নেতা মীর্জা রুহুল আমিন এম,পি, এর বাসভবনে খাওয়া দাওয়া করি। জয়পুর হাট জেলা বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আলম, জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পি কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। কর্মী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হাসান মাহমুদ চৌধুরী এম,পি, বি,এন,পি নেতা খালিলুর রহমান (বর্তমানে এম,পি), বি,এন,পি যুবদল, ছাত্র দল, মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

ঐ দিনই বিকালে বিভাগীয় রাজশাহীতে সাংগঠনিক সফরে আসি। চার দিন পরেই বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাজশাহী সফর, বি,এন,পি সারাদেশের জেলা কমিটির সকল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বি,এন,পি থানা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বি,এন,পি প্রায়ই ২৫০ জন সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর মন্ত্রী সভার সকল সদস্য নিয়ে জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সেই কারণেই প্রতিনিধি সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে চারদিন আগেই রাজশাহীতে উপস্থিত থাকতে হয়। তখন রাজশাহী জেলা বি,এন,পি, নগর বি,এন,পি, ছাত্রদল, যুবদল, মহিলা দল এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে নিজেদের বিভেদ ছিল। সেই সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চারদিন আগেই বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়ার নির্দেশক্রমে এবং দায়িত্ব নিয়ে রাজশাহীতে অবস্থান করি। প্রতিদিন বি,এন,পি নেতা কর্মীর ছাত্রদল, যুবদল, মহিলা দল নেতা কর্মীদের নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত রাজশাহী সার্কিট হাউজে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের জন্য মতবিনিময় করি। এই সব আলোচনার সময় রাজশাহীতে সবচেয়ে যাদের বেশি সহযোগিতা পেয়েছিলাম, নগর বি,এন,পি সভাপতি ও বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রফেসর একরামুল হক, জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট কবীর হোসেন, (পরে এমপি,মন্ত্রী)। রাজশাহীতে সত্যিই তখন নেতাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বহু ছাত্রদল নেতা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ করে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। এই সকল দলীয় সমস্যা ও রাষ্ট্রপতি জিয়ার রাজশাহীতে আসার আগেই শেষ করতে হবে। রাজশাহীতে আমার সাথে রাজশাহী প্রবীন নেতা মন্ত্রী এমরান আলী সরকার রাজশাহী সার্কিট হাউজে উপস্থিত থেকে বি,এন,পি এর কোন্দল মেটাতে আমাকে পর্দার আড়াল থেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন রাজশাহীতে বি,এন,পির ইতিহাসে তা চিরদিন স্বরণ রাখার মত ঘটনা। এত বড় মাপের নেতা

www.pathagar.com

রাজশাহীতে ২য় টি নেই। এই চার দিনের মতবিনিময় সভাগুলোতে উপস্থিত থাকতেন বিশেষ করে অধ্যাপক একরামুল হক এবং সব সময় বি,এন,পি নেতা কবীর হোসেন আমার সঙ্গে থেকে রাত দিন যে সহযোগিতা করেছেন তা কোন দিন ভুলব না। তখনি বুঝতে পেরেছিলাম এই বৃহত্তম রাজশাহীতে বি,এন,পি নেতা কবীর হোসেন নেতৃত্ব দেবেন সেই সভাগুলোতে আরও যারা উপস্থিত ছিলেন জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট মোকলেছুর রহমান এম,পি, আফজাল হোসেন এম,পি, যুবনেতা কামরুল মনি, যুবনেতা মিজানুর রহমান মিনু, ছাত্রনেতা নওশাদ, রিজভি আহমেদ, মহিলা দলের সভানেত্রী হাসিনা বেগম আরও হাজার হাজার নেতা কর্মীদের সহযোগিতা পেয়েছি। রাজশাহীতে বি,এন,পি এর প্রথম জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং মিলনায়তনে, বি,এন,পির হাজার হাজার নেতা কর্মীর এম,পি, ছাত্র শিক্ষক, সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আনন্দ উৎসবে মুখরিত হয়ে শিক্ষা নগরী রাজশাহী। সকাল ১১ টায় রাষ্ট্রপতি জিয়া সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দ সহ রাজশাহী টিচার্স ট্রেননং মিলনায়তনের সভা স্থলে এসে উপস্থিত নন।

www.pathagar.com

রাজশাহীতে বি.এন.পি. প্রথম জাতীয় সম্মেলনে বি.এন.পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান, বি.এন.পি মহাসচিব অধ্যাপক বি. চৌধুরী, বি. এন. পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু, মন্ত্রী এমরান আলী সরকার, বি.এন.পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, প্রতিমন্ত্রী আতাউদ্দিন খান।

www.pathagar.com

রাজশাহীতে বি.এন,পি প্রথম জাতীয় সম্মেলনে আলাপরত বি.এন.পির মহাসচিব বি. চৌধুরী ও বি.এন.পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু ।

www.pathagar.com

বি,এন,পি এই জাতীয় প্রথম বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলন সভাপতিত্ব করে বি,এন,পি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান, প্রতিনিধি সম্মেলনে বি,এন,পি সকল জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সকল থানা ও শহর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বি,এন,পি দলীয় সকল এম,পি, মন্ত্রী, বি,এন,পির সকল কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা ও বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যগন। প্রতিনিধি সম্মেলনে বিশেষ ভাবে উল্লেযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি এর ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, উপ-প্রধানমন্ত্রী এস,এ বারী এটি, উপ-প্রধান মন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ, মন্ত্রী এমরান আলী সরকার, অবদ্দুল আলীম, ঢাকা সিটি মেয়র ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত, বি,এন,পির জীতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার এম,পি, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যা মিসেস তছলিমা আবেদ, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী সাইফুর রহমান, মন্ত্রী কে,এম, মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর,এ গনি, প্রতিমন্ত্রী আতা উদ্দিন খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন পরিচালনা করেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি জিয়া সহ জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের মন্ত্রীদেরকে সভা শুরুর সময় প্রতিনিধির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দেই। বি,এন,পি এই জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে বি,এন,পির চেয়ারম্যান পাটি এবং জাতিকে দিক নির্দেশনা গঠনমূলক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বক্তব্য দেন। জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন সফল করার জন্য রাজশাহীর দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী বি,এন,পির প্রবীন নেতা এমরান আলী সরকার ও বি,এন,পির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু কে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন জানান বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। রাত্রি

www.pathagar.com

১০ টা পর্যন্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রতিনিধিদের বক্তব্য চলে। রাষ্ট্রপতি জিয়া রাত্রিতে রাজশাহী সার্কিট হাউজে অবস্থান করেন এবং রাতে রাজশাহী বি,এন,পি নেতা কর্মীদের নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ মতবিনিময়ের সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, নগর বি,এন,পির সভাপতি অধ্যাপক একরামুল হক, জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট কবীর হোসেন, আরও উপস্থিত দিলেন তৎকালীন মন্ত্রী, এম,পি ও বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ।

পরদিন সকালে ঢাকায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সহ সকল সফর সঙ্গীরা ফিরে আসি। দুইদিন পর বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর সহ শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা বি,এন,পি প্রতিনিধি সভা ময়মনসিংহ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বক্তৃতা করেন বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির নেতা মন্ত্রী শামছুল হুদা চৌধুরী, যুবমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল হামিদ, মন্ত্রী আব্দুর রহমান, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, প্রতিমন্ত্রী নুর মোহাম্মদ খান, উপমন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুস সালাম, এ্যাডভোকেট টি,এইচ খান এম,পি, সুলতান এম,পি আরও প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথির ভাষনে বি,এন,পির চেয়ারম্যান বলেন, বি,এন,পিকে একটি আদর্শবান রাজনৈতিক সংগঠনে পরিনত করতে হবে, দেশ ও জাতির সুনাম বৃদ্ধি পায় সে রকম ভাবে বি,এন,পি নেতা কর্মীদের সংগঠিত হতে হবে। কিছুদিন পর বৃহত্তর ফরিদপুর বি,এন,পির প্রতিনিধি সম্মেলন ফরিদপুর স্টেডিয়াম ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল দশটা

www.pathagar.com

থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বি,এন,পি এর প্রতিনিধি সভা চলে। বৃহত্তর ফরিদপুরে প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহন করে ফরিদপুদ সদর রাজনৈতিক জেলা, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর রাজনৈতিক জেলায় বি,এন,পি এর প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও বি,এন,পির ভাইস চেয়ারম্যান শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পি মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী কে,এম, ওবায়দুর রহমান, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ এম,পি, সিরাজ মৃধা এম,পি, নাছির উদ্দিন এম,পি, মিসেস ফরিদা রহমান এম,পি প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। এর আগে বি,এন,পির জাতীয় নির্বাহী কমিটির, জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বর্ধিত সভা ঢাকার মিরপুরের বিউটি সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর সভাপতিত্বে। বি,এন,পির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখেন বি,এন,পির ভাইস চেয়ারম্যান উপ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, বি,এন,পির ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির মহাসচিব বদরুদ্দোজা চৌধুরী, উপ-প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ, মন্ত্রী কে, এম ওবায়দুর রহমান, ঢাকা নগর বি,এন,পি সভাপতি সিটি মেয়র ব্যারিষ্টর আবুল হাসনাত, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। **এর পর বি,এন,পির চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান, নওগাঁ চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী সহ তিন জেলায় জনসভা ও জনসংযোগ শুরু করলেন,** সকাল ১১ টায় নওগা কলেজ ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান ভাষন দেন। সেই সময় কিছুদিন থেকে বৃত্তর রাজশাহী সহ উত্তরবঙ্গে খরা চলছিল, মাটি পুড়ে যাচ্ছিল এবং খরার কারণে চালের দাম কিছুটা বেড়েছিল। নওগার এই বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার আহবান জানান। খরার কারণে জনসভায়

www.pathagar.com

বক্তৃতা দিতে রাষ্ট্রপতি জিয়া ও আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, খরার কারনে জনসভায় জনসাধারনের মধ্যে অনন্দ উৎসব কম ছিল, জনসভায় বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর রাজশাহীর দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী এমরান আলী সরকার, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ুম, এ্যাডভোকেট মকবুল হোসেন এম,পি, নওগা পৌরসভার চেয়ারম্যান গোলাম মোর্শেদ, নওগা জেলা বি,এন,পি সহ সভাপতি আলমগীর কবির (বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা) ঐ দিন দুপুর ১ টায় চাপাইনবাবগঞ্জের বিশাল জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সহ সভাস্থলে পৌছাই। প্রচুর জন সমাগম হয় কিন্তু খরার কারনে জনগনের ভিতর প্রাণের সঞ্চালন ছিল না। নওগা থেকে রওনা দেওয়ার সময় হেলিকপ্টারের মম্যে নওগার মিটিংয়ে আনন্দ উৎসব না থাকার কারণে আমার (খালেকুজ্জামান দুদু) সঙ্গে রাগারাগি ও খারাপ ব্যবহার করলেন আমি জনসভায় আগে থেকে দিক নির্দেশনা ও কাজ করিনি দেখেই জনসভার এই অবস্থা। চাপাইনবাগঞ্জের জনসভার স্টেজে রাগারাগি করলেন এবং বললেন এত বড় দায়িত্ব দিয়েছি, দায়িত্ব পেয়েই কাজে ফাকি দেওয়া শুরু করলে, এই চাপাইনবাবগঞ্জের জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া খুব ভাল বক্তব্য দিয়েছিলেন, জনসভায় আরও বক্তব্য দেন মন্ত্রী এমরান আলী সরকার বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, সৈদয় মঞ্জুর হোসেন এম,পি, এহছান আলী এম,পি, শাহজাহান মিয়া এম,পি, জেলা বি,এন,পির সভাপতি এ্যাডভোকেট সুলতান উল ইসলাম মনি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ঐ দিন বিকাল ৩টায় হেলিকপ্টার যোগে আমরা রাষ্ট্রপতি জিয়াকে নিয়ে রাজশাহী সার্কিট হাউজ ময়দানে পৌছালাম, রাজশাহী পৌছানোর পর দেখতে পেলাম হাজার হাজার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীরা মিছিল সহকারে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে দাবিনামা ও স্মারকলিপি দিতে এসেছেন। রাজশাহীতে সার্কিট হাউজ ময়দানে সর্বস্তরের কর্মচারী ও

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা সভায় যোগদান করেন ও দিক নির্দেশনা দেন তারপর সর্বস্তরের বি,এন,পির নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। বি,এন,পি এর এই মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী এমরান আলী সরকার, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রাজশাহী নগর বি,এন,পির সভাপতি অধ্যাপক একরামুল হক, জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক কবীর হোসেন, আফজাল হোসেন এম,পি। এ্যাডভোকেট মোকলেছুর রহমান এম,পি বি,এন,পির নেতা আজিজুর রহমান, যুবনেতা কামরুল মনি, যুবনেতা মিজানুর রহমান মিনু, ছাত্রনেতা নওশাদ, ছাত্রনেতা রিজভী আহমেদ। এই তিন রাজনৈতিক জেলায় জনসভা করার পর তখন বিকাল হয়েগেছে। কিন্তু দুপুরে খাওয়া রাষ্ট্রপতি জিয়া ও আরসফর সঙ্গীদের হয়নি, মতবিনিময় সভা শেষে সার্কিট হাউজ সংলগ্ন রাস্তায় বিরোধী ছাত্র সংগঠনের যে মিছিল এসেছে, সেখান থেকে দশ জন নেতৃস্থানীয় ছাত্র নেতাকে রাষ্ট্রপতির নিকট আনতে পারব কিনা আমি বললাম পরব এবং আমি একাই বিরোধী ছাত্র নেতাদের সঙ্গে কথা বললাম, ছাত্র নেতাদের বুঝালাম এত নেতা কর্মীদের নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তোমাদের মধ্যে থেকে দশজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র নেতা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে একান্ত আলাপ আলোচনা করে দাবি আদায় করতে পারবে। ছাত্র নেতারা আমার কথায় রাজি হয়ে দশজন ছাত্র নেতা আমার সঙ্গে এসে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সার্কিট হাউজের বেডরুমে একান্ত আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করলাম। রাষ্ট্রপতি জিয়া ছাত্র নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ দাবি পুরণ করে মেনে নিলেন এবং দাবি দাওয়া পুরনের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন। ছাত্রনেতা কর্মীরা খুশি হয়ে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে গেল আনন্দ মিছিল করতে করতে। এরা এসেছিল রাষ্ট্রপতিকে কালো পতাকা দেখাতে পরে সেই কালো পতাকার মিছিল আনন্দ মিছিলে রূপান্তরিত হলো। এরপর দুপুরের খাওয়া বিকালে খেতে বসলেন রাজশাহী সার্কিট হাউজে। খাওয়া শেষে আমরা রাষ্ট্রপতি সহ

www.pathagar.com

ঢাকায় ফিরে আসলাম। রাষ্ট্রপতি জিয়া হেলিকপ্টার থেকে বাসার বিমান ঘাটিতে নেমে আমাকে বললেন সন্ধ্যা ৭ টায় বি,এন,পি অফিসে উপস্থিত থাকতে। সেইদিন সন্ধ্যা ৭টায় যথারীতি আমি বি,এন,পি অফিসে আসলাম কিন্তু নিজের রুমে বসলাম সন্ধ্যা ৭টার সময়। **পরেই বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া ধানমন্ডি-২৭ বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কার্যালয়** আসলেন। কর্ণেল আলাউদ্দিন রাষ্ট্রপতি জিয়াকে রিসিপ করলেন। রাত ৯ টা পর্যন্ত বি,এন,পির বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী, এম,পি দের সঙ্গে কথা বললেন রাত ৯ টার দিকে অফিস সচিব কর্ণেল আলাউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, খালেকুজ্জামান দুদু আসে নাই। কর্ণেল আলাউদ্দিন রাষ্ট্রপতি জিয়াকে বললেন সন্ধ্যা ৭টা থেকেই নিজের রুমে না বসে আমার রুমে বসে আছে। রাষ্ট্রপতি জিয়া কর্ণেল আলাউদ্দিনকে বললেন কিছু কাগজ ও কলম দিয়ে খালেকুজ্জামান দুদুকে আমার নিকট পাঠান কর্ণেল আলাউদ্দিন রুমে এসে আমাকে বললেন রাষ্ট্রপতি আপনাকে ডাকছেন, যাওয়ার সময় কাগজ কলম নিয়ে যাবেন। রাষ্ট্রপতির নিকট গেলাম, যেয়ে দেখি সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির মহা-সচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, অল্প কিছুক্ষন পরেই অফিস সচিব কর্ণেল আলাউদ্দিন আসলেন, রাষ্ট্রপতি জিয়া আমাকে ওনার পাশে ঢেকে নিলেন এবং আমার কাধে হাত রেখে বললেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক খুব ভাল বক্তৃতা দেয়। দুদু বক্তৃতা দেয়ার পরই আমি বক্তৃতা দিতে উঠি। আমাকে বললেন তোমাকে আরও ভাল বক্তৃতা দিতে হবে তোমার বক্তৃতা দেওয়ার সময় আরও বেশি বরাদ্দ করা হলো। রাজশাহী, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ সফরের সময় আমার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির খারাপ আচরনের কারণে আমি কিছুটা রাষ্ট্রপতি জিয়ার প্রতি অসন্তোষ ছিলাম। আমি রাষ্ট্রপতির এই কথা শুনে বললাম বক্তৃতা দিয়ে এখন বি,এন,পিকে জিন্দাবাদ জনগনের মাঝে, জনসভার জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কেননা দেশে খরা মৌসুম চলছে

www.pathagar.com

উত্তরবঙ্গ সহ বিশেষ করে বৃহত্তর রাজশাহীতে মাটি পুড়ে যাচ্ছে, খাদ্য শস্যের দাম প্রতিদিন বেড়েই চলছে এই মহূর্তে জনসভা বন্ধ করতে হবে, আপনার দুই মাসের কর্মসূচী আছে সেটিও স্থগিত করতে হবে। আমি রাষ্ট্রপতিকে আরও বললাম প্রত্যেক জেলার ডিসি, ও ডিসি ফুড এর সঙ্গে আলাপ করে জানুন কোন জেলায় কত খাদ্য মজুদ আছে আর কোন জেলায় নাই, আমি এক নিশ্বাসে এই কথা গুলো বললাম আমার কথা শুনে রাষ্ট্রপতি কিছুক্ষন অবাক দৃষ্টিতে চুপ করে থাকলেন তারপরেই বি,এন,পি অফিস থেকে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারীকে ফোন করলেন মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরীকে ফোন করলেন এবং নির্দেশ দিলেন কিছুক্ষন পরেই আমরা বঙ্গ ভবনে আসব ডিসি এবং ডিসি ফুডদের সঙ্গে আলাপ করে জানুন কোন জেলায় এল,এস,ডি গোডাউনে কত খাদ্য শস্য মজুদ আছে কোন এল,এস,ডি গোডাউনে চাল মজুদ নাহ। ইতিপুর্বে কিছুক্ষন পড়েই দেশবাসী দুই মাসের জনসভার সফর স্থগিত ঘোষনা করলেন। দুই ঘন্টা পর আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি জিয়া আসলেন এই দুই ঘন্টার মধ্যে এম,এস,পি জেনারেল সাদেকুর রহমান কোন জেলায় কি কি পরিমান খাদ্য শস্য মজুদ আছে তার একটা হিসাব তৈরী করেছেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া ঐ রাতেই চাল গমের মুভমেন্ট এর নির্দেশ দিলেন এবং চট্রগ্রাম পোর্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত খাদ্য শস্য খালাস করার নির্দেশ দিলেন। এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়া দ্রুত খরা ও খাদ্য সমস্যা মোকাবেলা করতে সক্ষম ও সফল হয়েছিলেন এবং জাতিকে মহা দুর্যোগ ও দূর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করেছিলেন আল্লাহতায়ার অশেষ রহমতে। খরা সমস্যা মোকাবেলা করার দুইমাস পর আবার বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান এর মাসব্যাপী জনসভা ও সফর, শুরু হলো। প্রথমে রাষ্ট্রপতি জিয়া বৃহত্তম কুমিল্লা সদর, চাঁদপুর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জনসভা শুরু করলেন সকাল ১১ টায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান হেলিকপ্টার যোগে সফর সঙ্গীদের নিয়ে কুমিল্লার জনসভা ময়দানে পৌছালেন ষ্টেডিয়াম মাঠে

www.pathagar.com

কুমিল্লার জনসভায় লাখো মানুষের সমাবেশ ঘটে। খরা দুই মাস পর জনসভা হওয়ায় ভয়ে ছিলাম জনসভায় যদি প্রান না থাকে। দেখলাম লাখো মানুষের আনন্দমুখর এক জীবন্ত এক জনসভা। রাষ্ট্রপতি জিয়া বক্তৃতা দিয়ে খুব খুশি হলেন এবং আমাকে বললেন খুব ভালে হয়েছে জনসভা। কুমিল্লার জনসভাগুলোতে বক্তৃতা করেন তথ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ খান, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী কর্ণেল আকর হোসেন (অবঃ), বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন (বর্তমানে বি,এন,পির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও মন্ত্রীসভার সদস্য)।

কুমিল্লার জনসভা পরিচালনা করেন বি,এন,পির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। এরপর চাঁদপুর এর জনসভা হয় ঐদিনে চাদপুরের জনসভা আরও ভাল হয়। চাদপুরের জনসভায় প্রধান অতিথি বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী হাবিবউলাহ খান, মন্ত্রী কর্ণেল আকবর হোসেন বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, চাদপুর জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন আব্দুল করিম প্রমুখ স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। এরপর ঐ দিনে আবার ব্রাম্মনবাড়ীয়ার জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া যোগদান করেন। ব্রাম্মনবাড়ীয়ার বি,এন,পি জনসভা ছিল অভুতপূর্ব, স্মরণকালের ঐতিহাসিক জনসভা। এই জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া তার বক্তৃতায় বলেন দেশ জাতীকে উন্নয়নের চরম শিকড়ে বাংলাদেশকে আধুনিক হিসাবে পরিনত করতে হবে। জাতীয় ঐক্য আইনের শাসন, দেশের মানুষ রাতে দরজা জনালা খুলে নিদ্রা যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ খান, মন্ত্রী কর্ণেল আকবর হোসেন, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদ

www.pathagar.com

খালেকুজ্জামান দুদু, এ্যাডভোকেট হারুনুর রশিদ এম,পি (পরে চীফ হুইফ ও মন্ত্রী বর্তমানে রেডক্রিসেন্ট এর চেয়ারম্যান) মিসেস মাবুদ ফাতেমা কবির এম,পি প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ, কুমিল্লা-ব্রাম্মনবাড়ীয়া-চাঁদপুর জনসভাগুলো পরিচালনা করেন খালেকুজ্জামান দুদু। ব্রাম্মনবাড়ীয়া চাদপুর এর জনসভাগুলোকে সাফল্য মন্ডিত ও সঠিকভাবে সফল দায়িত্বে ছিলেন কর্ণেল আকবর হোসেন ও মন্ত্রী হাবিউল্লাহ খান।

দুইদিন পর বি,এন,পির চেয়ারম্যান বৃহত্তর যোশর জেলায় যশোর সদর নড়াইল জেলা, ছিনাইদাহ ও মাগুরায় সফর সঙ্গীদের নিয়ে জনসভাগুলোতে যোগদান করেন। প্রথমেই যশোর স্টেডিয়াম ময়দানে স্মরণকালের ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভাগুলোতে লাখো লাখো মানুষের সমাগম হয়। এত জীবন্ত সফল জনসভা এর আগে কোনদিন হয়নি। রাষ্ট্রপতি জিয়াকে নাগরিক ও দলের পক্ষ থেকে সোনার ধানের শীষ উপহার দেওয়া হয় এবং যশোর পৌরসভা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সোনার চাবি উপহার দেওয়া হয়। যশোর এর জনসভা এত ভাল হয়েছিল সভা শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। যশোর এর জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী মাজেদুল হক, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। তরিকুল ইসলাম এম,পি (বর্তমানে মন্ত্রী) নাজিবউদ্দিন আল আজাদ এমপি (পরে মন্ত্রী) জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর রনক প্রমুখ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। ঐ দিনে নড়াইল জেলা স্টেডিয়াম মাঠে বি,এন,পির জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন মন্ত্রী মাজেদুল হক, বি,এন,পির সাগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। যশোর এর তুলনায় নড়াইল এর জনসভা খারাপ হয়েছিল রাষ্ট্রপতি জিয়া জনসভা খারাপ হওয়ার কারেণ ক্ষোভ প্রকাশ

www.pathagar.com

করেন এর পর রাষ্ট্রপতি জিয়া ঐদিনে মাগুরার ঐতিহাসিক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন, জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী মাজেদুল হক, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মাগুরাতে জনসগরে পক্ষ থেকে সোনার ধানের শীষ উপহার এবং মাগুরা পৌরসভার পক্ষ থেকে সোনার চাবি উপহার দেওয়া হয়। মাগুরার এই জনসভা স্মরনকালের ঐতিহাসিক জনসভা। এর পরেই মাগুরা থেকে হেলিকপ্টার যোগে ঝিনাইদহ স্টেডিয়াম মাঠে রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জনসভায় লোক সমাগম এত হয়েছিল কল্পনা করা যায় না স্মরণকালের এই ঐতিহাসিক জনসভায় বক্তৃতা করেন মন্ত্রী মাজেদুল হক বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, ঝিনাইদহ জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান (বর্তমানে এম,পি ও বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক) এছাড়া স্থানীয় এম,পি ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ঝিনাইদহ জনসভায় সোনার ধানের শীষ ও ঝিনাইদহ পৌরসভার পক্ষ থেকে সোনার চাবি উপহার দেওয়া হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসেন। পরের দিন ময়মনসিংহ জেলার মুক্তগাছায় এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সভায় বক্তৃতা করেন মন্ত্রী শামছুল হুদা চৌধুরী টি, এইচ খান এম,পি, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু ময়মনসিংহ সদরের (উত্তর) সভাপতি রজব আলী ফকির, ময়মনসিংহের দক্ষিনের আজিজুল হক, শাহজাহান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। ঐ দিনে হেলিকপ্টার যোগে সদরে বিশাল জনসভায় যোগ দেই। জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, মন্ত্রী শামছুল হুদা চৌধুরী বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বিচারপতি টি,এইচ খান এম,পি, রজব আলী ফকির,

www.pathagar.com

আজিজুল হক শাহজাহান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। ঐ দিনই জামালপুরে বিশাল ঐতিহাসিক জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। জনসভায় বক্তৃতা করে মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল হামিদু, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, উপমন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুস সালাম, জামালপুর জেলা বি,এ,পির সভাপতি শাহ মোহাম্মদ খায়রুল বাশার চিশতী প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। রাষ্ট্রপতি জিয়া বিভেদের রাজনীতি পরিহার করে বহু দলীয় গনতন্ত্র সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা উৎপাদন মূখী রাজনীতির জন্য জনগনকে কঠোর পরিশ্রমের আহমান জানান। তারপরে শেরপুরে জেলা বি,এন,পির আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষনে বি,এন,পির রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঐতিহাসিক ১৯ দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আইনের শাসন গণমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের আহবান জানান। সভায় আরও বৃক্তৃতা করেন খন্দকার আব্দুল হামিদ মন্ত্রী বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দস সালাম তালুকদা, উপমন্ত্রী প্রফেসর আব্দুস সালাম, শেরপুর জেলা বি,এন,পির সভাপতি এ্যাডভোকেট হাবিুর রহমান এর পরেই হেলিকপ্টার যোগে কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোনা দুটি বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। বক্তৃতা করেন মন্ত্রী শামছুল হুদা চৌধুরী, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, প্রতিমন্ত্রী ফজলুল করিম, ফরহাদ আহমেদ কাঞ্চন এম,পি, আনিছুজ্জামান খোকন এম,পি, কিশোরগঞ্জ জেলা বি,এন,পির সভাপতি জালাল আহমেদ ও নেত্রকোনা জেলা বি,এন,পির সভাপতি খোরশেদ আলী চৌধুরী, বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর জামালপুর জেলায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার আগমন উপলক্ষ্যে লাখো লাখো মানুষের সমাগম হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, জনগনের মধ্যে আনন্দ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় ঐদিন সন্ধ্যায় হেলিকপ্টার যোগে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে

www.pathagar.com

ঢাকায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে ঢাকার কামরাঙ্গীর চরে বিশাল জনসভার আয়োজন করে ঢাকা মহানগর বি,এন,পির কামরাঙ্গীর চরে বিশাল ঐতিহাসিক জনসভার মূল দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা মহানগর বি,এন,পির সভাপতি ঢাকার প্রথম নির্বাচিত মেয়র ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত, কামরাঙ্গীর চর এই ঐতিহাসিক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া তার ঐতিহাসিক ভাষনে বলেন ঢাকা মহানগরীকে একটি আদর্শবান আধুনিক সিটিতে রূপান্তরিত করবেন। সেইভাবে জনগনকে ঢাকার মেয়র ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাতকে কাজ ও দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহানগর বি,এন,পির সভাপতি মেয়র ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত, জনসভা শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া মেয়র আবুল হাসনাত ও খালেকুজ্জামান দুদু কে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেটে পুরোনো ঢাকার লালবাগ জনসংযোগ করেন, লালবাগের হাজার হাজার ছেলে মেয়ে অবাল বৃদ্ধ মুহ মুহ করতালি দিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে স্বাগত জানায় তৎকালীন সময় ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত বি,এন,পি কে সংগঠিত করার জন্য দায়িত্ব পালন করেন, ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাতের নেতৃত্বে ঢাাা মহানগর বি,এন,পির একটি বিশাল রাজনৈতিক সংগঠনে পরিনত হয়। ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাতের সাংগঠনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক আচরণ, বি,এন,পির নেতা কর্মীদের নিকট অল্প দিনের মধ্যে আপন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গ্রহনযোগ্যতা এবং তরুন তাজা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ব্যারিষ্টার আবুল হাসানাতের মত কঠোর পরিশ্রমী নেতা দেখা যায় না। ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত রাষ্ট্রপতি জিয়ার খুব কাছের রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে এত কাছের সম্পর্ক খুব কম বি,এন,পির নেতার মধ্যে দেখা গেছে। কিছুদিন পরেই আবার নরসিংদী জেলার বাবুরহাটে বি,এন,পির আয়োজিত এক বিশাল জাতীয় তাতী সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথি হিসাবে

www.pathagar.com

যোগদান করেন। এই বিশাল তাতী সম্মেলনে আরও বক্তৃতা করেন প্রবীন বি,এন,পির নেতা মন্ত্রী আব্দুল মোমেন খান, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, নরসিংদী জেলা বি,এন,পির সভাপতি এ্যাডভোকেট কফিল উদ্দিন, তাতী দলনেতা তোজাম্মেল হোসেন প্রমুখ বি,এন,পির এম,পি ও বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। বি,এন,পির প্রবীন নেতা খাদ্য মন্ত্রী আব্দুল মোমেন খান বি,এন,পির সংগঠিত ও বি,এন,পির প্রতিষ্ঠালগ্নে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখেন।

www.pathagar.com

এর কিছুদিন পরেই পাবনাতে রাজশাহী বিভাগের নয়টি রাজনৈতিক জেলার বি,এন,পি এর প্রতিনিধি সম্মেলন পাবনা স্টেডিয়াম ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

বি.এন.পি থানা প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন খালেকুজ্জামান খান দুদু। মঞ্চে উপবিষ্ঠ প্রধান অতিথি বি.এন.পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

www.pathagar.com

রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী সদর জেলার বি,এন,পি, সিটি বি,এন,পি, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা বি,এন,পি, নওগা জেলা বি,এন,পি, নাটোর জেলা বি,এন,পি, সিরাজগঞ্জ জেলা বি,এন,পি এবং পাবনা জেলা বি,এন,পি সহ এই নয়টি রাজনৈতিক জেলার সকল থানা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন কমিটির বেশ কয়েক হাজার নেতা কর্মী (প্রতিনিধি), সভা সকাল দশটায় শুরু হয় এবং রাত ৮ টায় শেষ হয় প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। প্রতিনিধি সভায় বক্তৃত করেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা মন্ত্রী আব্দুল আলীম, মন্ত্রী ডাঃ আব্দুল মতিন, রাজশাহী নগর বি,এন,পি একরামুল হক, রাজশাহী জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল কালাম চৌধুরী, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা বি,এন,পির সভাপতি এ্যাডভোকেট সুলতান উল-ইসলাম মনি, পাবনা জেলার বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ মাহতাব উদ্দিন বিশ্বাস, সিরাজগঞ্জ জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ তাহাজ্জাত হোসেন, নওগা জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুল কাইউম, নাটোর জেলা বি,এন,পির সভাপতি এ্যাডভোকেট দীন মোহাম্মদ এম,পি হুইপ আব্দুল মান্নান এম,পি, নাটোর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম মোর্শেদ, রাজশাহী বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট কবীর হোসেন (পরে প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে এম,পি), নওগা জেলা বি,এন,পি সহ সভাপতি আলমগীর কবির (বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী ও এম,পি), নওগা পৌরসভার চেয়ারম্যান ও জেলা বি,এন,পির সহ-সভাপতি গোলাম মোর্শেদ, নওগার এম,পি চৌধুরী মোতাহার হোসেন, পাবনা পৌরসভার চেয়ারম্যান বি,এন,পি নেতা বীরেশ মিত্র পাবনার ইশ্বরদীর এম,পি, আব্দুল বারী, চাপাই নবাবগঞ্জে এম,পি এহছান আলী খান, প্রতিমন্ত্রী মীর্জা আব্দুল হালিম, মীর্জা আব্দুল আউয়াল এম,পি মীর্জা আব্দুর রশিদ এম,পি,

www.pathagar.com

আনোয়ারুল ইসলাম এম,পি, পাবনা জেলা যুবদলের সভাপতি আব্দুল হাই জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী হাসিনা কোরেয়সী প্রমুখ বি,এন,পির নেতা ও প্রতিমন্ত্রী বৃন্দ। প্রতিনিধি সম্মেলন পরিচালনা করেন বি,এন,পির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী খালেকুজ্জামান দুদু, প্রধান অতিথির ভাষনে **বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ইস্পাত কঠিন গণঐক্য, স্বাধীনতা সার্বভোমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা গনতন্ত্র সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, সুরক্ষিত করতে হবে, রাষ্ট্রপতি জিয়া আরও বলেন গণতান্ত্রিক জীবনধারা গণ নির্বাচিত সার্বভোম আইন পরিষদের ভিত্তি এবং জনগনের মৌলিক অধিকার সহ রক্ষা করার আহবান জানান** বি,এন,পির রাজশাহী বিভাগের এই নয়টি রাজনৈতিক জেলার সার্বিক ভাবে দায়িত্বে ছিলেন মন্ত্রী ডঃ এম,এ মতিন এবং বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। এই প্রতিনিধি সম্মেলন যাদের চেষ্টায় প্রতিনিধি সম্মেলন সাফল্য মন্ডিত করতে পেরেছিলাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন পাবনা জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ মাহাতাব উদ্দিন বিশ্বাস, সিরাজগঞ্জ জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ তাহাজ্জাত হোসেন, প্রতিমন্ত্রী মীর্জা হালিম, মীর্জা আউয়াল, আনোরুল ইসলাম এম,পি, মীর্জা আব্দুর রশিদ এম,পি, আব্দুল বারী এম,পি এ সকল বি,এন,পির নেতা সাহায্য সহযোগিতায় মেধা বৃদ্ধি, পরিশ্রম সহযোগিতা দিয়ে সফলতা লাভ করেছিল এই প্রতিনিধি সম্মেলন।

পরদিন রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন, আবার **কিছুদিন পর রাজশাহী বিভাগের বাকী ১১ টি রাজনৈতিক জেলা বি,এন,পি প্রতিনিধি সম্মেলন দিনাজপুর সার্কিট ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।** রাজশাহী বিভাগের ১১টি রাজনৈতিক জেলা বি,এন,পির প্রতিনিধি সম্মেলন

www.pathagar.com

দিনাজপুর সার্কিট হাউজ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিভাগের ১১টি রাজনীতিবিদ জেলাগুলো ছিল যথাক্রমে-পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী, রংপুর সদর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাট, জেলাসহ সকল ১১টি রাজনৈতিক জেলার সকল থানা কমিটির, পৌর কমিটির বি,এন,পি প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন। রাজাশী বিভাগের এই ১১টি রাজনৈতিক জেলার প্রতিনিধি সম্মেলন সকাল ১০টায় দিনাজপুর সার্কিট হাউজ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই প্রতিনিধি সম্মেলনে বি,এন,পির জাতীয় স্থায়ী কমিটির বেশিরভাগ সদস্য, বি,এন,পির জাতীয় নির্বাহী কমিটির বেশির ভাগ কর্মকর্তা বৃন্দ, মন্ত্রী পরিষদের বেশিরভাগ সদস্য প্রায় শ'খানেক এম,পি উপস্থিত ছিলেন। বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু প্রতিনিধি সভা পরিচালনা করেন। আমি বি,এন,পির প্রতিনিধি সম্মেলনে সদস্যদের সামনে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বি,এন,পির জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা মন্ত্রী সভার সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেই দলীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রতিনিধি সম্মেলনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তৃতা করেন বি,এন,পির ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির সাগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, উপ প্রধানমন্ত্রী এস,এ বারী এটি, মন্ত্রী আব্দুল আলীম, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তৃতা করেন দিনাজপুর জেলা বি,এন,পির সভাপতি মোঃ মোহসিন, ঠাকুরগাঁ জেলা সভাপতি অধ্যাপক আবু ইয়াছিন, আতিয়ার রহমান এম,পি, মীর্জা রুহুল আমিন এম,পি, রেজানুল হক এম,পি, (ইদু চৌধুরী), বগুড়া জেলা বি,এন,পির সভাপতি জহুরুল ইসলাম, কুমিগ্রাম জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কাশেম তালুকদার, জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পির

www.pathagar.com

সভাপতি খন্দকার ওয়ালিউজ্জামান আলম, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর এর মহিলা আসনের এম,পি মিসেস হাসিনা বেগম, হাজী মনছুর এম,পি, মীর্জা রুহুল আমিন এম,পি, রংপুর জেলা বি,এন,পির সভাপতি কাজী মোহাম্মদ ইয়াহিয়া উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন- তছলিমা আবেদ এম,পি, কারুন নাহার জাফর এম,পি, মন্ত্রী এ,কে,এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, প্রতিমন্ত্রী আর,এ গনি, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, জেলা ও থানা বি,এন,পির প্রতিনিধি গন। এই প্রতিনিধি সম্মেলনে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সহ রাষ্ট্রপতি জিয়া গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য আধা ঘন্টার বিরতি দেওয়া হয়। মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে যখন সভাস্থলে আসছি গেটের বাইরে একটি লোক বাঁশি নিয়ে একটি মেয়েকে নিয়ে সভা স্থলের গেটের বাইরে দাড়িয়ে আছে। মেয়েটি এবং বাঁশি হাতে লোকটি আমাকে বলল আমাদের বাড়ী আপনার জেলা রংপুরে, আমার মেয়েকে আপনাদের সভায় একটি গান গাওয়ার সুযোগ করে দিন, রাষ্ট্রপতি জিয়ার সামনে আমি মেয়েটিকে এবং তার বাবাকে বললাম তোমাদের গান এবং দোতরা আমি শুনিনি হঠাৎ কিভাবে রাষ্ট্রপতির সামনে হাজার হাজার নেতা কর্মীদের সামনে গান গাওয়ার সুযোগ করে দেই এটা সম্ভব নয়। তারপরও মেয়েটি এবং তার বাবা আমার জেলার লোক হিসাবে বারবার আকুতি মিনুতি করল অমি বললাম ঠিক আছে রাষ্ট্রপতির সামনে গান গাওয়ার আগে আমাকে একটি গান গেয়ে শোনায় মেয়েটিকে বললাম। মেয়েটি একটি কাওয়ালী গান গেয়ে শুনাল, কাওয়ালী গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এত ছোট মেয়ে এত ভাল গান গাইতে পারে বিশ্বাস হচ্ছিল না এর মধ্যে সভা স্থলে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে নেতৃবৃন্দ সহ রাষ্ট্রপতি জিয়া উপস্থিত ইয়েছেন। মেয়েটির বাবা সহ স্টেজের কাছে আসার অনুমতি দিলাম। বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কে বললাম আমার জেলার একটি মেয়ে তার বাবার সঙ্গে আমাদের এই মিটিং এ এসেছে। মেয়েটির ইচ্ছা আপনার

www.pathagar.com

সামনেই একটি গান শোনাবে। প্রতিনিধি সম্মেলনে আমি রাষ্ট্রপতিকে বললাম মেয়েটির একটি কাওয়ালী গান কিছুক্ষন আগেই আমি শুনেছি। এই কাওয়ালী গানটি গাওয়ার সুযোগ করে দিলে আমার মনে হয় অনুষ্ঠান মাত করে দেবে। রাষ্ট্রপতি জিয়া আমার কথা শুনে কাওয়ালী গান গাওয়ার অনুমতি দিলেন। রাষ্ট্রপতির ভাষনের আগ মুহূর্তে পরিবেশনের জন্য, মেয়েটি গান পরিবেশন করল হাজার হাজার বি,এন,পি নেতা কর্মীদের সামনে। হাজার হাজার বি,এন,পি নেতা কর্মীদের সামনে মেয়েটির গান সম্মেলন স্থল মাত করে দিল। জানেন ছোট মিয়েটি সে দিনের কাওয়ালী গান পরিবেশন করা মেয়েটি কে, বাংলাদেশের স্বনাম ধন্য গায়িকা বেবী নাজনীন। রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রতিনিধি সম্মেলনে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন জাতীয় জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের পূর্ন্য জীবন এবং সৃজনশীল উৎপাদনমূখী জীবনবোধ ফিরিয়ে আনা। জাতীয় জীবনে ন্যায় বিচার ভিত্তিক সুষম অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা, সকল বাংলাদেশী নাগরিক অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার নূন্যতম মানবিক চাহিদা পুরনের সুযোগ পায়, বাংলা ভাষা সাহিত্য, সাংস্কৃতি, সভ্যতা, ক্রীড়া সংরক্ষন উন্নয়ন ও শক্তিশালী করার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রের জোট নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সমতা রক্ষা করা। প্রতিনিধি সভায় প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ও বি,এন,পি মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ভাষন প্রতিনিধিদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে জেলা থানা শহর কমিটির অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া এই ঐতিহাসিক প্রতিনিধি সম্মেলন সফল করার জন্যে নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ দিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন সমাপ্ত ঘোষনা করেন। পরদিন রাষ্ট্রপতি জিয়া হেলিকপ্টার যোগে সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন।

www.pathagar.com

আবার শুরু হলো ব্রহত্তর ফরিদপুর জেলার বি,এন,পি শরীয়তপুর, গোয়ালন্দ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর সদর বি,এন,পি প্রতিনিধি সম্মেলন।

বি.এন.পি আয়োজিত ফরিদপুরের প্রতিনিধি সম্মেলনে ভাষন দিচ্ছেন বি.এন.পি প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি বি.এন.পি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

www.pathagar.com

শরীয়তপুর এর জনসভায় বিপুল জনসমাগম ঘটে। জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বক্তৃতা করেন মন্ত্রী কে,এম ওবায়দুর রহমান, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পির নেতা আমীর হোসেন মিয়া, বি,এন,পির নেতা এ,টি,এম গিয়াসউদ্দীন ঐদিন শরীয়তপুর এর বালিয়াডাঙ্গীতে এক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন সুষ্ঠ এবং সুপরিচালিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে না। মানব সম্পদ যাতে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে সেজন্য জাতির অর্থনীতি, রেল, সড়ক, বিমান, নৌ পরিবহন সহ সকল যোগাযোগ পরিবহন ব্যবস্থাকে সর্বাত্নক ভাবে উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। সভায় আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী বি,এন,পির নেতা কে,এম ওবায়দুর রহমান, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, সিরাজুল ইসলাম মৃধা এম,পি প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। এর পরে গোপালগঞ্জের জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন বাংলাদেশী জনগন ১৯ দফাকে বাস্তবায়িত দেখতে চায়। জনগন সবাত্মক ভাবে এদেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভোমত্বকে সংরক্ষিত দেখতে চান জনগন সর্বশক্তিমান আল্ল্যহর প্রতি বিশ্বাস, আস্থা, গনতন্ত্র জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে প্রতিফলিত হোক। সভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা মন্ত্রী কে,এম ওবায়দুর রহমান, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, গোপালগঞ্জ জেলা বি,এন,পির সভাপতি বিশ্বাস মুস্তায়িম বিল্লা (টুকু বিশ্বাস) জেলা বি,এন,পির সাধারন সম্পাদক মোঃ কাবিল আহমেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ঐদিন বিকেলে গোয়ালন্দে রাজবাড়ীতে এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। গোয়ালন্দ জেলা বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন উৎপাদনের রাজনীতি

www.pathagar.com

এবং জনগনের গণতন্ত্র ননগনের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী কে,এম, ওবায়দুর রহমান, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, গোয়ালন্দ বি,এন,পির সভাপতি এম,এ মোমেন প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ এই চারটি জেলা সফর শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। পরদিন আবার বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডঙ্গা বিশাল বিশাল বি,এন,পির আয়োজিত জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কুষ্টিয়ার দৌলতপুর এর হরিপুরে জন সভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি উৎপাদন স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিনত করতে হবে। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মাসুদ রুনী এম,পি, আব্দুর রহিম এম,পি, কুষ্টিয়া জেলা বি,এন,পির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহিম এম,পি প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। ঐ দিনে চুয়াডাঙ্গায় বিশাল বি,এন,পির আয়োজিত এক জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন গ্রামীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অক্ষর জ্ঞান জীবন উপযোগী বিস্তার ঘটাতে হবে জাতি গঠনে যুব শক্তির সৎব্যবহার করতে হবে, সভায় আরও বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, চুয়াডাঙ্গা জেলা বি,এন,পির সভাপতি আবু সাইদ খান এম,পি, মোজাম্মেল হক এম,পি এবং আরও অন্যান্য বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ ঐ দিন বিকালে মেহেরপুরে জেলা বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল এক জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মেহেরপুর

www.pathagar.com

জেলা বি,এন,পির সভাপতি আহমেদ আলী প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। ঐদিন রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকা ফিরে আসেন। পরদিন শুরু হল টাঙ্গাইল, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ এর বিভিন্ন স্থানে বি,এন,পির আয়োজিত বিশাল বিশাল জনসভা। প্রথম মুন্সীগঞ্জে বি,এন,পির আয়োজিত বিশাল এক জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান এম,পি, উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান এম,পি এবং মুন্সী জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই এম,পি প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। মানিকগঞ্জ জেলা বি,এন,পির আয়োজিত বিশাল এক জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন মহান মুক্তি সংগ্রামের সেনানীরা আমাদের জাতীয় জীবনে উপলব্ধি এবং সংহতি কেন্দ্রীয় উপাদান, তিনি আরও বলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে তাদেরকে নিজ এবং পরিবারের ও জাতীয় উন্নতির সমৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করার কর্মপন্থাকে বলিষ্ট করতে হবে। জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির মহাসচিব অধ্যাপক . এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা মন্ত্রী ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী, মানিকগঞ্জ জেলা বি,এন,পির সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসেন (বর্তমানে চীফ হুইপ ও বি,এন,পির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য), নিজাম উদ্দিন এম,পি প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। এরপর টাঙ্গাইল জেলা বি,এন,পির আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথিত ভাষন দেন। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী আব্দুর রহমান, প্রতিমন্ত্রী

www.pathagar.com

নূরমোহাম্মদ খান, নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী এম,পি, টাঙ্গাইল জেলা বি,এন,পির সভাপতি হামিদুল হক মোহন, টাঙ্গাইল জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু (বর্তমানে উপ-মন্ত্রী) প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। ঐদিন বিকেলে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে টাঙ্গাইল থেকে হেলিকপ্টার যোগে নারায়নগঞ্জ জেলা বি,এন,পির আয়োজিত বিশাল জনাসভায় যোগদান করেন। জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পির নেতা আব্দুল মতিন চৌধুরী এম,পি (বর্তমানে মন্ত্রী ও জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য), নারায়নগঞ্জ নগর বি,এন,পির সভাপতি হাজী জালাল উদ্দিন প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। সভা শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে রাষ্ট্রপতি জিয়া সৈয়দপুর বিমানবন্দর উদ্বোধনের মাধ্যমে নীলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলা সহ বৃহত্তর রংপুর এর ৫টি জেলা সফর ও জনসংযোগ শুরু করলেন। ঢাকা থেকে বিমানে করে রাষ্ট্রপতি জিয়া আমাকে সহ ঢাকা বিমানবন্দরের আনুষ্ঠিকতা শেষে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে পৌছালেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে বিমানবন্দর উদ্বোধন করলেন। সৈয়দপুর বিমানবন্দরে সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা করলেন। সৈয়দপুর থেকে সড়ক পথে নীফামারী দারোয়ানী টেক্সটাইল মিল প্রাঙ্গনে বিশাল এক কর্মী সমাবেশে ভাষন দিলেন। উক্ত কর্মী সমাবেশে আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী কে,এম, মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী তছলিমা আবেদ, নীলফামারী জেলা বি,এন,পির সভাপতি আহছান আহমেদ, সফিকুল গনি স্বপন এম,পি, মোয়েন উদ্দিন সরকার এম,পি, রংপুর জেলা বি,এন,পির সভাপতি কাজী মোঃ ইয়াহিয়া প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। নীলফামারী দারোয়ানী কর্মী সমাবেশ শেষে সফরসঙ্গীদের নিয়ে হেলিকপ্টার

www.pathagar.com

যোগে কুড়িগ্রামের লালমনির হাটে বি,এন,পির আয়োজিত বিশাল এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া ভাষন দেন। লাখো মানুষের সমাবেশে রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন দেশ প্রেমিক শক্তি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলতে হবে। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পির নেতা মন্ত্রী কে,এম, মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজউদ্দিন ভোলা মিয়া, তাজুল ইসলাম চৌধুরী এম,পি (পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের মন্ত্রী), অধ্যক্ষ নুরুজ্জামান এম,পি, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস আলী, কুড়িগ্রামের লালমনিরহাট থেকে গাইবান্ধা জেলার মহিমাগঞ্জের হাইস্কুল ময়দানে (সুগার মিল সংলগ্ন), বি,এন,পির আয়োজিত মহিমাগঞ্জের এই বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষনে **বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন জনগন নিজেরাই চিন্তা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করবে। জনগনই নেতৃত্ব সৃষ্টি করবে এবং গণমুখী নেতৃত্ব প্রতি এলাকা, প্রতি অঞ্চলে, তাৎপর্যময় গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলবে যার প্রকাশ ঘটবে** জাতীয় জীবনে। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়ার বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পির নেতা মন্ত্রী এ,কে,এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর,এ গনি, গোবিন্দগঞ্জ এলাকার এম,পি এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, দৌলতুন নেছা এম,পি, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সভাপতি ফারুকুল ইসলাম, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস ছোবহান ছুকু, ফলছড়ি সাঘাটার এম,পি রুস্তম আলী মোল্লা, মোকলেছুর রহমান এম,পি, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। ঐ জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া মহিমাগঞ্জকে থানা ঘোষনা করেন আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয় নাই। রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর লক্ষ্মীপুর থানাকে মহকুমায় উত্তীর্ণ করার মাধ্যমে বৃহত্তর

www.pathagar.com

নোয়াখালী ও ফেণী রানৈতিক জেলায় রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর শুরু করলেন, প্রথমে লক্ষ্মীপুর এর শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে যতদুর মনে পড়ে রাষ্ট্রপতি বি,এন,পির চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান বিশাল জনসভায় যোগদান করেন সফর সঙ্গীদের নিয়ে। আনন্দ উৎসবের এই পরিবেশে রাষ্ট্রপতি জিয়া হেলিকপ্টার থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর নোয়াখালীর দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী উপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ রাষ্ট্রপতিকে স্বাগতম জানালেন। তখন রাষ্ট্রপতির সফর সঙ্গী ছিলেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। মওদুদ ভাই আমাকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আসতে দেখে খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরলেন তৎকালীন সময় বি,এন,পির প্রতিষ্ঠালগ্নে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের অবদান জাতী চিরদিন স্বরণ করবে। তৎকালীন সময় বি,এন,পির প্রতিষ্ঠালগ্নে দুই তিনজন প্রথম সারির নেতা রাষ্ট্রপতি জিয়াকে সাহায্য সহযোগিতার মেধা বৃদ্ধি ও বীচক্ষনতা দিয়ে সরকার ও দল গঠনে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের বলিষ্ট নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে ও জাতিকে মুগ্ধ করেছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়া তরুন তাজা টগবগে নেতা ব্যারিষ্টার মওদুদকে পেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বড় আকারে বি,এন,পি কে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার অতি কাছে থেকে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড দেখার সুযোগ হয়েছে। ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ ৭৯ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ এর সদস্য নির্বাচিত হয়ে তার মেধা বৃদ্ধি বিচক্ষনাতা ভাল ব্যাবহার ও আচরনের কারনে বিএনপি এর চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রথমেই ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদকে উপ-প্রধান মন্ত্রী করেছিলেন। লক্ষীপুর থানাকে মহুকুমায় উত্তীর্ন করলেন রাষ্ট্রপতি জিয়া। লক্ষীপুর এর জনসভায় আরও বক্তিতা করেন উপ-প্রধান মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ। বিএনপির সাংগঠিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, এভকোটে ইসমাইল হোসেন এম,পি (পরে প্রতিমন্ত্রী), কর্ণেল জাফর ঈমাম এম,পি (পরে উপ-মন্ত্রী), মোস্তাক এমপি, নোয়াখালী জেলার বিএনপির সভাপতি প্রফেসার মাহমুদুর রহমান, লক্ষীপুরের

www.pathagar.com

সভাপতি খুরশেদ আলম চৌধররী প্রমুখ বিএনপির নেতৃবৃন্দ। ঐ দিনই ফেনীতে জেলা বিএনপির আয়োজিত বিশাল জনসাভায় প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় আরও বক্তিতা করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিষ্ট্রার মওদুদ আহমেদ, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, ফেনী জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট আবুল হাসেম মজুমদার সহ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ। ঐ দিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন।

www.pathagar.com

বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা সফর শেষ করার পর আবার কিছু দিনের মধ্যেই বৃহত্তর সিলেটে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর ও জনসংযোগ শুরু করলেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়া সোনামগঞ্জ জেলা সফরের মধ্যে দিয়ে সিলেট রাজনৈতিক সফর শুরু করলেন। প্রথমে সকালে সোনামগঞ্জ জেলা বিএনপির আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষনে কৃষি ও খাদ্য বিপ্লবের সুচনা করতে হবে ৫ বৎসরের মধ্যে, খাদ্য উৎপাদন দ্বীগুন করতে হবে, খাল কাটতে হবে, সবদিকে শীতের মৌসুমের জন্য পানি আটকাতে হবে। ১৯ দফা কর্মসূচী সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্য পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ, অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান এর ব্যবস্থা করতে হবে। জনসভায় বক্তৃতা করেন সিলেট এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাইফুর রহমান। বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম,এ, ওয়াদুদ, আরও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনই মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। মৌলভীবাজার জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর সিলেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাইফুর রহমান। বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মৌলভী বাজার জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ আব্দুল মতিন প্রমুখ বিএনপির নেতৃবৃন্দ। জনসভা শেষ করে সর্ব সম্মতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়া হেলিকাপ্টার যোগ হবিগঞ্জের এক বিশাল জনসভায় বিএনপির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। হবিগঞ্জের জনসভায় সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়। জনসভাটি হয়েছিল নদীর পাড়ে। হাজার হাজার নৌকায় করে মানুষ সভাস্থলে

www.pathagar.com

এসেছিল। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বৃহত্তর সিলেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাইফুর রহমান, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, আব্দুল মোতালেব এমপি, হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট মোঃ আতিক উল্লাহ, আরও স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এর পর বিকালে সিলেট জেলা বিএনপির আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন মন্ত্রী বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা সাইফুর রহমান, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, সৈয়দ মহিবুল হাসান এম,পি, মেজর ইকবাল এম,পি, সিলেট জেলা বি,এন,পির সভাতি সৈয়দ শহীদ আলী এ্যাডভোকেট প্রমুখ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন আমাদের দলের দৃঢ় বিশ্বাস সংগঠিত জাতীয় উন্নয়ন আন্তর্জাতিক জগতে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার আসনে বাংলাদেশকে সমাশীন করতে হবব। বি,এন,পির প্রতিষ্ঠালগ্নে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে মন্ত্রী সাইফুর রহমান, বি,এন,পি কে সংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রচুর অবদান রেখেছিলেন। সেই কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়া একজন যোগ্য কর্তব্যনিষ্ট হিসাবে তাকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর রাষ্ট্রপতি জিয়া বৃহত্তর বগুড়া, জয়পুর হাট জেলার বিশাল বিশাল বি,এন,পির আয়োজিত জনসভায় ভাষন দিলেন। বগুড়ার আদমদিঘীতে এক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। সভায় আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী আব্দুল আলীম, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, আজিজুল হক এম,পি, বগুড়া জেলা বি,এন,পির সভাপতি ও বগুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম, বগুড়া জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক এস,এম ফারুক এম,পি, প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। বি,এন,পির চেয়ারম্যান বলেন জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব গণতান্ত্রিক অধিকার আভ্যন্তরীন শান্তি রক্ষার জন্য বি,এন,পি এর

www.pathagar.com

নেতাকর্মীদের কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রপতি জিয়া আরও বলেন স্থিতিশীলতা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে হবে গোপন রাজনৈতিক সংগঠনের তৎপরতাকে নিশ্চহ্ন করতে হবে। এরপরে বগুড়া টিটু মিলনায়তনে বগুড়া জেলা বি,এন,পির আয়োজিত বি,এন,পির প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষন দেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী আব্দুল আলীম (রেল ও যোগাযোগ), বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, আজিজুল হক এম,পি, জেলা বি,এন,পির সভাপতি এ্যাডভোকেট জহুরুল ইসলাম, জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক এস,এম, ফারুক এম,পি, বিকালে জয়পুর হাটে বিশাল জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। সভায় আরও বক্তৃতা করেন বৃহত্তর বগুড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আব্দুল আলীম, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, আবুল হাসানাত চৌধুরী এম,পি, জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পির সভাপতি খন্দকার ওয়ালিউজ্জামান আলম। সন্ধ্যায় বগুড়া, জয়পুর হাট সফর শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া ঢাকায় ফিরে আসেন। এরপর শুরু করলেন বৃহত্তর দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁ জেলার রাজনৈতিক সফর ও জনসংযোগ। প্রথমে সকালের দিকে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার যোগে এসে পৌছলাম সকাল ১০ টায়। দিনাজপুরের একটি প্রেক্ষা গৃহে জেলা বি,এন,পির আয়োজিত প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। সভায় বি,এন,পি প্রতিনিধি সম্মেলনে আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা উপ প্রধানমন্ত্রী এস,এ,বারী এটি, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, হাজী মনছুর এম,পি, হাসিনা বেগম এম,পি, অধ্যক্ষ আতিয়ার রহমান এম,পি, জেলা বি,এন,পির সভাপতি মহসিন আলী, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম (নবাব) প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। বিকালে দিনাজপুরে আটমাইল খ্যাত রাস্তার হাইস্কুল ময়দানে দিনাজপুর জেলা

www.pathagar.com

বি,এন,পির আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দেন। দিনাজপুর এর জনসভায় বক্তৃতা করেন উপ প্রধানমন্ত্রী এস,এ বারী এটি, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, হাজী মনছুর এম,পি, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পির সভাপতি মহসিন আলী, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম নবাব প্রমুখ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। পরদিন ঠাকুরগাঁও জেলায় ২টি বিশাল বি,এন,পির আয়োজিত জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই ২টি জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম, বদরুদোজা চৌধুরী, বি,এন,পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, উপ প্রধানমন্ত্রী এস,এ বারী এটি, ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার এম,পি (বর্তমানে জাতীয় সংসদের স্পীকার), মীর্জা রুহুল আমিন এম,পি, রেজানুল হক (ইদু চৌধুরী), ঠাকুরগাঁও জেলা বি,এন,পির সভাপতি অধ্যাপক আবু ইয়াসিন প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। ২টি জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন, উৎপাদন মূখী জীবন নির্ভর রাজনীতি করতে হবে। জনগন নিজেরাই চিন্তা প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করবে। জনগনই নেতৃত্ব সৃষ্টি করবে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলবে যার বিকাশ ঘটবে জাতীয় জীবনে। পার্টি মনে করে সচেতন এবং সংগঠিত জগনই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। জাতীয়তাবাদ ঐক্যের ভিত্তিতে গ্রামের জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও সংগঠিত করতে হবে। উন্নয়নমূহী পরিকল্পনা, প্রকল্প রচনা বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেওয়া পার্টি জনগনের গণতান্ত্রিক অধিকার মনে করে। রাষ্ট্রপতি জিয়া আরও বলেন পার্টির উদ্দেশ্য হবে গণতন্ত্রের শিকড় মৌলিক অধিকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগোরিষ্ঠ মানুষের মনে দৃঢ় ভাব পতিত করতে হবে। জনগন জাগ্রত হয়ে উঠলে জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব গণতান্ত্রিক অধিকার দৃঢ় ভাবে সংকল্পবদ্ধ রক্ষকের ভূমিকা রাখবে। ঐ দিন বিকালে সফর সঙ্গীদের নিয়ে

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়া ঢাকায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পর আবার শুরু হলো খুলনা নগর, বাগের হাট, খুলনা সদর ও সাতক্ষীরা জেলা সমূহে জনসভা ও বি,এন,পির প্রতিনিধি সম্মেলন। সকল ১০টায় খুলনার একটি প্রেক্ষাগৃহে (পনিক প্যালেস) খুলনা নগর বি,এন,পি ও খুলনা সদর জেলা বি,এন,পি যৌথ আয়োজিত বি,এন,পির প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই বিশাল প্রতিনিধি সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বি,এন,পির মহাসচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ণেল মুস্তাফিজুর রহমান, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, খুলনা জেলা বি,এন,পির সভাপতি শেখ রাজ্জাক আলী এম,পি (পরবর্তীতে স্পীকার ও রাষ্ট্রদুত), খুলনা নগর বি,এন,পির সভাপতি এম নুরুল ইসলাম (বর্তমানে এম,পি), আশরাফ হোসেন এম,পি প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ সুলতানা জামান এম,পি, মনছুর আলী এম,পি (মন্ত্রী)।

বক্তব্য রাখেন, **রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন সুষ্ঠ এবং সুপরিচালিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া জাতীয় অর্থনীতি, মানব সম্পদ উন্নতি লাভ করতে পারেনা তিনি বলেন দলকে সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে পার্টির নেতা কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে।** ঐ দিনে সাতক্ষীরা জেলা বি,এন,পির আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন, জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পির মহাসচিব অধ্যাপক এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী কর্ণেল মুস্তাফিজুর রহমান, এ্যাডভোকেট মনছুর আলী এম,পি, জেলা বি,এন,পির সভাপতি এ্যাডভোকেট সামছুল হক প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ। ঐ দিন বিকালে

www.pathagar.com

বাগেরহাট জেলা বি,এন,পির আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। বাগেরহাট জেলা বি,এন,পির আয়োজিত বিশাল জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পির মহাসচিব প্রফেসর এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পির কেন্দ্রীয় নেতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) মুস্তাফিজুর রহমান, বাগেরহাট জেলা বি,এন,পির সভাপতি মোজাফফর হোসেন এ্যাডভোকেট, বাগের হাট জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক সামছুল আলম তালুকদার মুক্তিযোদ্ধা প্রমুখ বি,এন,পির নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়া নাটোর জেলার উত্তরা গণভবনে বি,এন ,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা আহবান করেন

দুই দিন ব্যাপী এই বর্ধিত সভায় মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্য বি,এন,পি দলীয় ২৫০ জন এম,পি, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য। বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তাবৃন্দ, বি,এন,পি নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য, বি,এন,পি জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ অংশগ্রহন করেন। নাটোরের এই বর্ধিত সভাকে কেন্দ্র করে সারাদেশের বি,এন,পি নেতাদের আগমন উপলক্ষ্যে যে প্রাণের স্পন্দন জেগেছিল তা স্বচোখে না দেখলে ভাষায় বুঝানো যাবে না। নাটোরের জনগন বি,এন,পি নেতৃবৃন্দকে যে আনন্দ মুখর উৎসবের মধ্যে দিয়ে বি,এন,পি নেতৃবৃন্দকে বরণ করে নিয়েছিলেন রাজনৈতিক ইতিহাসে নাটোরের মাটিতে এত জাতীয় নেতৃবৃন্দের আর কোন দিন সমাগম ঘটে নাই। সকাল দশ টায় নাটোর উত্তরা গণভবন চত্বরে (রাজবাড়ী) বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়ার সভাপতিত্বে বি,এন,পি বর্ধিত সভা দুই দিন ব্যাপী শুরু হয়। এই সভায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি ভাইস-চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী বি,এন,পি ভাইস-চেয়ারম্যান শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য উপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য উপ-প্রধানমন্ত্রী এস,এ বারী এটি, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য উপ-প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য মন্ত্রী এমরান আলী সরকার, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য মন্ত্রী আব্দুল

www.pathagar.com

আলীম, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য ঢাকা সিটি মেয়র, ঢাকা মহানগর বি,এন,পি সভাপতি আবুল হাসানাত, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য মন্ত্রী কে,এম ওবায়দুর রহমান, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য মন্ত্রী মজিদুল হক, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য মন্ত্রী কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য মন্ত্রী সাইফুর রহমান, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য মন্ত্রী এ,কে,এম মাইদুল ইসলাম, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য মন্ত্রী আব্দুর রহমান বিশ্বাস, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মন্ত্রী ডঃ আমিনা রহমান, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার এম,পি, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মিসেস তছলিমা আবেদ এম,পি, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ডঃ এ,এফ,এম ইউসুফ, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শেখ রাজ্জাক আলী এম,পি, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রফেসর মোঃ ইকরামুল হক, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সৈয়দ মহিবুল হাসান এম,পি, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, উল্লেখযোগ্য বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, মন্ত্রী হাবিব উল্লাহ খান, মন্ত্রী কর্ণেল আকবর হোসেন, ডঃ এম,এ মতিন, মন্ত্রী আব্দুল বাতেন, সুনীল কুমার গুপ্ত, অংশপো চৌধুরী, মিসেস কামরুন্নাহার জাফর, ঠাকুরগাও জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক আবু ইয়াছিন, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সভাতি মহছিন আলী, পঞ্চগড় জেলা বি,এন,পি সভাপতি ডঃ আব্দুল আজিজ, নীলফামারী জেলা বি,এন,পি সভাপতি আহছান আহমেদ, রংপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি কাজী মোঃ ইয়াহিয়া, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সভাপতি ফারুকুল ইসলাম জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পি সভাপতি খন্দকার ওয়ালিউজ্জামান আলম, বগুড়া জেলা বি,এন,পি সভাপতি

www.pathagar.com

এ্যাডভোকেট জহুরুল ইসলাম, রাজশাহী নগর বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক একরামুল হক, চাপাইনবাগঞ্জ জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট সুলতান উল ইসলাম, নওগা জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ুম, রাজশাহী জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল কালাম চৌধুরী, নাটোর জেলা বি,এন,পি সভাপতি দীন মোহাম্মদ এম,পি, সিরাজগঞ্জ জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ তাহাজ্জাত হোসেন, পাবনা জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ মাহতাব উদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি আহমেদ আলী এম,পি, কুষ্টিয়া জেলা বি,এন,পি সভাপতি আমিরুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা বি,এন,পি সভাপতি আবু সাইদ খান এম,পি (হুইফ), ঝিনাইদাহ জেলা বি,এন,পি সভাপতি মাহমুদ উদ্দিন আহদেদ মাজমাদার, যশোর জেলা বি,এন,পি সভাপতি আজিজুর রব খান এ্যাডভোকেট, মাগুড়া জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ, এম হাবিবুর রহমান এ্যাডভোকেট, নড়াইল জেলা বি,এন,পি সভাপতি ওয়াজেদ মিয়া, খুলনা নগর বি,এন,পি সভাপতি এম নুরুল ইসলাম, বাগেরহাট জেলা বি,এন,পি সভাপতি মোজাফফর হোসেন এ্যাডভোকেট, খুলনা জেলা বি,এন,পি সভাপতি শেখ রাজ্জাক আলী এম,পি, সাতক্ষীরা জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট ছামছুল হক, বরগুনা জেলা বি,এন,পি সভাপতি মীর এনায়েত হোসেন, পটুয়াখালী জেলা বি,এন,পি সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, এ্যাডভোকেট, ভোলা জেলা বি,এন,পি সভাপতি শহীদুল হক নকীব চৌধুরী, বরিশাল সদর উত্তর বি,এন,পি জেলা সভাপতি আবুল হোসেন এ্যাডভোকেট, বরিশাল সদর দক্ষিন বি,এন,পি জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুছ খান, ঝালকাঠি জেলা বি,এন,পি সভাপতি মেজর (অবঃ) শাহজাহান ওমর (বীর উত্তম), পিরোজপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি শহীদুল হক জামাল, টাঙ্গাইল জেলা বি,এন,পি সভাপতি হামিদুল হক মোহন, জামালপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি শাহ মোঃ খায়রুল বাশার চিশতী, শেরপুর জেলা

www.pathagar.com

বি,এন,পি সভাপতি হাবিবুর রহমান এ্যাডভোকেট, ময়মনসিংহ সদর উত্তর জেলা সভাপতি রজব আলী ফকির, নেত্রকোনা জেলা বি,এন,পি সভাপতি খোরশেদ আলী চৌধুরী, ময়মনসিংহ সদর দক্ষিন বি,এন,পি জেলা সম্পাদক আজিজুল হক শাহজাহান, কিশোরগঞ্জ জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ জালাল আহমেদ, ঢাকা নগর বি,এন,পি সভাপতি ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত, মানিকগঞ্জ জেলা বি,এন,পি সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা জেলা বি,এন,পি সভাপতি মোঃ হাবিব উল্লাহ এম,পি, নরসিংদী জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট কফিল উদ্দিন, নারায়নগঞ্জ নগর বি,এন,পি সভাপতি হাজী জালাল উদ্দীন, গোয়ালন্দ জেলা বি,এন,পি সভাপতি এস,এ মোমেন, ফরিদপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি সৈয়দ মোশারফ এ্যাডভোকেট, গোপালগঞ্জ জেলা বি,এন,পি সভাপতি বিশ্বাস মোসতাইন বিল্লা (টুকু বিশ্বাস), শরীয়তপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি আমীর হোসেন মিয়া, সুনামগঞ্জ জেলা বি,এন,পি সভাপতি ক্যাপ্টেন এম,এ ওয়াদুদ, সিলেট জেলা বি,এন,পি সভাপতি সৈয়দ শহীদ আলী এ্যাডভোকেট, হাবিগঞ্জ জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট মোঃ আতিক উল্লাহ, মৌলভীবাজার জেলা বি,এন,পি সভাপতি সৈয়দ আব্দুল মতিন এ্যাডভোকেট, বি-বাড়ীয়া জেলা বি,এন,পি সভাপতি প্রফেসর মোঃ ইসাহাক, কুমিল্লা সদর উত্তর জেলা বি,এন,পি সভাপতি ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন, কুমিল্লা সদর দক্ষিন জেলা বি,এন,পি সভাপতি আলী হোসেন এম,পি, চাঁদপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি ক্যাপ্টেন (অবঃ) করিম উদ্দিন আহমেদ, ফেণী জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান, লক্ষ্মীপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি খোরশেদ আলম চৌধুরী, চট্রগ্রাম নগর বি,এন,পি সভাপতি মোঃ সলিমউল্লাহ, চট্রগ্রাম সদর (উত্তর) সভাপতি ডঃ এ,এফ,এম ইউসুফ, পুটিয়া জেলা বি,এন,পি সভাপতি হাজী আহমেদুর রহমান চৌধুরী, কক্সবাজার জেলা বি,এন,পি সভাতি জালাল আহমেদ চৌধুরী, রামগড়

www.pathagar.com

জেল বি,এন,পি সভাপতি বিরেন্দু কিশোর রোওয়াজা, রাঙ্গামাটি জেলা বি,এন,পি সভাপতি সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (বাগেরহাট) ব্যারিষ্টার মনোয়ার উদ্দিন, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (ঢাকা) এস,এ খালেক এম,পি, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (কুমিল্লা) ক্যাপ্টেন (অবঃ) সুজাত আলী, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (বরিশাল) আব্দুল হাই, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (বরিশাল) আজিজুল হক, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (ঢাকা) এ,কে ফিরোজ নুন, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (বরিশাল) কাজী গোলাম মাহবুব, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (নোয়াখালী) মোহাম্মদ উল্লাহ, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (খুলনা) মোমেন উদ্দিন আহমেদ এ্যাডভোকেট, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (খুলনা) অধ্যাপক মাজিদুল ইসলাম, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (পাবনা) মিসেস হাসিনা কোরেইশী, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (বগুড়া) সায়েরা মজিদ, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (বরিশাল) মেবেল মেরী কুইয়া, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (ঢাকা) বেগম আহছান উল্লাহ, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (ঢাকা) জেবুন নেছা রহমান, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (নোয়াখালী) রোকেয়া আজিজ, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (ফরিদপুর), অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (ঢাকা) মাসুদা হোসেন, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য (ময়মনসিংহ) জেবুন নেছা হোসেন, বি,এন,পি এর দুই দিন ব্যাপী বর্ধিত সভায় নাটোর গণভবনে সভাপতির ভাষনে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন, দেশের অগ্রগতির জন্য কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, দূর্নীতি উচ্ছেদ বিপ্লব, শিক্ষার আমুল পরিবর্তন, পরিবার পরিকল্পনা ব্যক্তি মালিকানায় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে বি,এন,পি চেয়ারম্যান তার ঐতিহাসিক বক্তব্যে আরও বলেন জন সংখ্যার চাপ কমাতে হবে সঠিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে, দলের নেতা কর্মীদের মধ্যে দেশপ্রেম গড়ে তুলতে হবে, রাষ্ট্রপতি জিয়া আরও বলেন বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর

www.pathagar.com

সঙ্গে। বন্ধুসুলভ মনোভাব বজায় রাখতে হবে। রাষ্ট্রপতি জিয়া আরও বলেন আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে হবে, গতিশীল অর্থনীতি গড়তে হবে, বহু দলীয় রাজনীতিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবেসে উন্নয়ন করতে হবে, দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে, গতিশীল রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বি,এন,পি কে সাধারণ মানুষের দোর গোড়ায় নিয়ে যেতে হবে, রাষ্ট্রপতি জিয়া দুই দিন ব্যাপী বর্ধিত সভায় প্রায় চার ঘন্টা দলীয় নেতৃবৃন্দকে দিক নির্দেশনা দেন। বর্ধিত সভা রাত দশটা পর্যন্ত চলে এই বর্ধিত সভা পরিচালনা করেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। এই বি,এন,পি আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী বর্ধিত সভা সফল করার জন্য বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ত্রাণমন্ত্রী এমরান আলী সরকার ও বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু কে দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন। এই বর্ধিত সভা সফল করার লক্ষ্যে পাঁচদিন আগে ত্রাণমন্ত্রী এমরান আলী সরকার এবং আমি নাটোরে আসি এবং অবস্থান করি। রাষ্ট্রপতি জিয়া বর্ধিত সভা সফল করার জন্য মন্ত্রী এমরান আলী সরকার ও খালেকুজ্জামান দুদু কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে ছিলেন। এই সভা সফল করার জন্য আরও যাদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন রাজশাহী নগর বি,এন,পি সভাপতি বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক একরামুল হক, রাজশাহী জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল কালাম চৌধুরী, রাজশাহী জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট কবীর হোসেন, নাটোর জেলার আব্দুল মান্নান এম,পি, নাটোর জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট দীন মোহাম্মদ এম,পি, নাটোর জেলার সিংড়ার এম,পি মোস্তাফিজুর রহমান, নাটোর জেলা বি,এন,পির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম মোর্শেদ, রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের শিল্পী কলা কৌশলী বৃন্দদের মধ্যে শিল্পী এন্ড্রু কিশোর, শিল্পী নাদিরা বেগম, ঢাকার শিল্পী আব্দুল জব্বার, খন্দকার

www.pathagar.com

ফারুক আহমেদ, আপেল মাহমুদ সহ প্রায় পঞ্চাশ জন রাজশাহী ও ঢাকার শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেন এই বর্ধিত সভায়। বর্ধিত সভায় প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই বর্ধিত সভার কারণে বি,এন,পি নেতা কর্মী ভীষন ভাবে অনুপ্রেরনা ও দিক নির্দেশনা পেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া নাটোরে রাত্রি যাপন শেষে পর দিন বাংলাদেশ বিমানে ঈশ্বরদী বিমানবন্দর হয়ে সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর পার্বত্য চট্রগ্রাম খাগড়াছড়ি রামগড়, কক্সবাজার বিভিন্ন জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভাষন দিলেন। এই জন সভায় আরও বক্তৃতা করেন উপ-প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। এল,কে সিদ্দিকী এম,পি, শাহজাহান চৌধুরী এম,পি, প্রতিমন্ত্রী অংশুপ্রু চৌধুরী, মাহমুদুল করিম এম,পি, কক্সবাজার জেলা বি,এন,পি সভাপতি জালাল আহমেদ চৌধুরী ও আরও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন। প্রবল বৃষ্টির কারণে ঐ রাতে রাষ্ট্রপতি জিয়া পার্বত্য চট্রগ্রামে রেষ্ট হাউজে সফর সঙ্গীদের নিয়ে রাত্রি যাপন করেন, কাপ্তাই রেষ্ট হাউজে সারারাত উপজাতীয় শিল্পী ও শিশু শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সকাল বেলা ভোরে আবহাওয়া কিছুটা ভাল হলে পার্বত্য চট্রগ্রাম হতে সড়ক পথে বৃষ্টির মধ্যেই চট্রগ্রাম এর সার্কিট হাউজে সফর সঙ্গীদের নিয়ে আসেন। চট্রগ্রাম সার্কিট হাউজে চট্রগ্রাম এর উর্দ্ধতন সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সকাল এগারটায় চট্রগ্রাম থেকে সড়ক পথে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ময়নামতিতে আসেন, দুপুরে খাওয়া শেষে হেলিকপ্টার যোগে সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। এর কিছু দিন পর কক্সবাজার জেলা বি,এন,পি সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দেন সারাদিন ব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ

www.pathagar.com

কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য উপ-প্রধানমন্ত্রী এস,এ বারী এটি, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য উপ-প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ, যুব দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি যুবমন্ত্রী আবুল কাশেম, শাহিনা খান এম,পি, এল,কে সিদ্দিকী এম,পি, মাহমুদুল করিম এম,পি, শাহজাহান চৌধুরী এম,পি, আনিছুল ইসলাম মাহমুদ এম,পি, উপমন্ত্রী অধ্যাপক আরিফ মইনুদ্দীন, কক্সবাজার জেলা বি,এন,পি সভাপতি জালাল আহমেদ চৌধুরী, রাষ্ট্রপতি জিয়া বিকালে ঢাকায় হেলিকপ্টার যোগে চলে আসেন। কক্সবাজার জেলা বি,এন,পি, জেলা যুবদল, জেলা ছাত্রদল, জেলা মহিলা দল এর মধ্যে কিছু সাংগঠনিক সমস্যা থাকার কারণে উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি, খালেকুজ্জামান দুদু, যুবমন্ত্রী আবুল কাশেম ও শাহিনা খান এম,পি, রাষ্ট্রপতি জিয়া কক্সবাজারে থেকে যেতে আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন। কক্সবাজারে আমারা আরও দুই দিন অবস্থান করি। সাংগঠনিক সমস্যা সমাধান করে আমরা দুই দিন পর ঢাকায় ফিরে আসি বাংলাদেশ বিমান যোগে। এই দুই দিনে সাংগঠনিক সফরের স্মৃতি আজও আমার মনে আছে। সেই দিন কক্সবাজারে বি,এন,পি নেতা, এম,পি-দের প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছিলাম তাদের আন্তরিকতা আজও আমার মনে পড়ে। কক্সবাজারে বি,এন,পি, এম,পি নেতা কর্মীরা এক ঝুড়ি রুপচাদা, সমুদ্রের ইলিশ ও চিংড়ি মাছ উপহার দিয়েছিলেন। মৎস্য কর্মকর্তা উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি কে রুপচাদা, চিংড়ি মাছের একটি ঝুড়ি উপহার দিয়ছিলেন। যুবদলের নেতারা যুবমন্ত্রী আবুল কাশেমকে মাছের একটি ঝুড়ি উপহার দিয়েছিলেন। কক্সবাজার জেলা বি,এন,পি নেতাদের যে সহযোগিতা পেয়েছিলাম তা আজও ভোলা যায় না, বিশেষ করে শাহজাহান চৌধুরী এম,পি, মাহমুদুল করিম এম,পি। কক্সবাজার জেলা বি,এন,পি সভাপতি জালাল আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ। বি,এন,পি সরকার গঠন করার পর শেরে বাংলা

www.pathagar.com

নগর আগারগাওতে আমার যতদুর মনে পড়ে জাতীয়তাবাদী যুবদলের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনে যুব দলের হাজার হাজার নেতা কর্মী অংশগ্রহন করে। সম্মেলন যুব দলের আহবায়ক আবুল কাশেম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। যুবদলের সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দুই দিন ব্যাপী এই যুব সম্মেলনে দেশ ব্যাপী বাছাই করা যুবনেতাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই সময় বিশিষ্ট যুব নেতারা ছিলেন আবুল কাশেম এম,পি (প্রতিমন্ত্রী), যুব নেতা সাইফুর রহমান, মির্জা আব্বাস, হারিছ চৌধুরী, মনিরুজ্জামান মনির, বরকত উল্লাহ ভুলু, চট্রগ্রামের ওয়াহিদুল আলম, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, কুষ্টিয়া যুব নেতা মেহেদী রুমি, যশোরের তছলিম উদ্দিন, রংপুরের মেজাফফর হোসেন, আজগর পিন্টু, যশোরের এ্যাডভোকেট ইসাহাক প্রমুখ, পাবনার আব্দুল হাই, খুলনার প্রফেসর মাজদুল হক, নারায়নগঞ্জ এর প্রফেসর রেজাউল করিম, গাইবান্ধার ওয়াহিদুজ্জামান তিতু, আতিকুর রহমান (আলম), উল্লেখযোগ্য যুবনেতা। সম্মেলনে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি নবায়ন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দ। রাষ্ট্রপতি জিয়া যুবদলকে অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট যুব সংগঠনে পরিনত করার জন্য যুবদল নেতৃবৃন্দকে। ধন্যবাদ জানান। ঐ দুই দিন ব্যাপী যুব সম্মেলন আদর্শ ভিত্তিক যুব সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে স্বরণকালের সর্ববৃহৎ যুব প্রতিনিধি সম্মেলন হয়েছিল। সম্মেলন শেষে যুব প্রতিমন্ত্রী আবুল কাশেম কে সভাপতি সাইফুর রহমানের সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের পুর্নাঙ্গ কমিটি নির্বাচিত হয়। যুব দলকে শক্তিশালী যুব সংগঠনে পরিনত করার জন্য আবুল কাশেম, সাইফুর রহমান, মনিরুজ্জামান মনির, মীর্জা আব্বাস, বরকত উল্লা ভুলু, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় প্রমুখ যুবনেতাগন বিশেষ অবদান রাখেন।

www.pathagar.com

কিছুদিন পর রাষ্ট্রপতি জিয়া বৃহত্তর রংপুর জেলার রংপুর সদর, কাউনিয়া জনসভা, কুড়িগ্রাম এর বুড়ঙ্গীমারীতে জনসভা, কুড়িগ্রাম এর রৌমারীতে জনসভা, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শেষ দিকে রৌমারী মুক্তি অঞ্চলের রনাঙ্গনে রাষ্ট্রপতি জিয়া বেশ কিছুদিন সমরনায়ক হিসাবে অবস্থান করেছিলেন। সেই রৌমারীর মুক্ত অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আমার (খালেকুজ্জামান দুদু) প্রথম পরিচয় হয়। রৌমারীর মুক্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে পেয়ে গগন বিদারী কণ্ঠে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাষ্ট্রপতি জিয়াকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন। সেই দৃশ্য স্বচোখ্যে না দেখলে ভাষায় বুঝানো সম্ভব নয়। রোমারী জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতা মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি প্রমুখ স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। কুড়িগ্রাম এর বুড়ঙ্গীমারীতে জনসভা হয়। জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহাসচিব এ কিউ এম বদরুদোজ্জা চৌধুরী, বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী কে এম মাইদুল ইসলাম, স্থানীয় বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

এর পর আমরা আসি রংপুরের কাউনিয়া হারাগাছায় এক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহাসচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, এম,পি রহিম উদ্দিন ভরসা প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ, বিকাল গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষন দেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সুন্দরগঞ্জ থানা বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সভাপতি ফারুকুল ইসলাম, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সোবহান ছকু, প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ, সুন্দরগঞ্জের বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন বাংলাদেশ এর নব্বই শতাংশ মানুষ পল্লী এলাকায় অধিবাসী, এ বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি করত হবে। গ্রামের মানুষের দ্রুত অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রগতির উন্নয়ন বি,এন,পি-কে করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বি,এন,পি গ্রামীন জনগনের জীবনের বিপ্লবীক সমৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নতি করতে বদ্ধ পরিকর। গ্রামীন কুটির শিল্প, ব্যাপক কৃষি শিক্ষা মৎস্য চাষ শিক্ষা, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনমূখী রাজনীতি শিক্ষা, জনগনের মাঝে পৌছে দিতে হবে। সভা শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন।

www.pathagar.com

বি,এন,পি মহা-সচিব বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু সফরে জনসভা করতে সৈয়দপুর, রংপুর সদর, রংপুরের হারাগাছায় আসেন।

প্রথমে সৈয়দপুর জেলা বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দপুর পাইলট হাইস্কুল ময়দানে এই বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি মহা-সচিব ডঃ প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, প্রধান বক্তা ছিলেন, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, সভায় বি,এন,পি মহা-সচিব প্রধান অতিথির ভাষনে দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দলীয় নেতা কর্মীদেরকে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান, জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, রংপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি কাজী ইয়াহিয়া, ময়েনউদ্দীন সরকার এম,পি, সৈয়দপুর বি,এন,পি সভাপতি ডঃ হানিফ প্রমুখ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

সকালে জনসভা শেষ করে রংপুর সদরের হারাগাছা রহিম উদ্দীন ভরসা এম,পি এর নির্মাচনী এলাকায় বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি মহা-সচিব ডঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, প্রধান বক্তা ছিলেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, সভায় অন্যান্যদের মধো আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দীন ভোলা মিয়া, স্থানীয় সংসদ সদস্য রহিম উদ্দীন ভরসা। ঐ দিন রাতে রংপুর পাবলিক

www.pathagar.com

লাইব্রেরী হলে বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ও বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু-কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় বৃহত্তর রংপুর এর জেলা বি,এন,পি এর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা শেষে বৃহত্তর রংপুরের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি মহা-সচিব প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন বি, এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি আয়োজিত এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দীন ভোলা মিয়া, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, গোলাম মোস্তফা বাটুল এম,পি, ময়েনুদ্দীন সরকার এম,পি, শফিকুল গনি স্বপন এম,পি, রহিম উদ্দীন ভরসা এম,পি, এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, এম,পি, রস্তম আলী মোল্লা এম,পি, অধ্যক্ষ মোকলেছুর রহমান এম,পি, রংপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি কাজী ইয়াহিয়া, নীলফামারী জেলা বি,এন,পি সভাপতি আহছান আহমেদ, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সভাপতি ফারুকুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, রংপুর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আব্দুস ছালেক, রংপুর জেলা যুবদলের সভাপতি মোজাফফর হোসেন, রংপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আজগর পিন্টু রংপুর মহিলা দলের সভাপতি রেবেকা মাহমুদ, রংপুর জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক জোস্না, রংপুর জেলা ছাত্র দলের সভাপতি আলাউদ্দীন, রংপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র নেতা ডঃ বকুল (মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আনন্দ মুখর উৎসবের মধ্যে দিয়ে সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয়। সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বি,এন,পি মহা-সচিব রংপুর এর শিল্পীদেরকে বি,এন,পি জাতীয় বর্ধিত সভায় অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য এবং ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আমাকে বলেন। সেই মোতাবেক ঢাকায় রংপুর এর শিল্পীদেরকে নিয়ে আসা হয়। রংপুর এর শিল্পীদেরকে নিয়ে

www.pathagar.com

আসার জন্য রংপুর জেলা যুবদলের সভাপতি মোজাফফর হোসেনকে আমি দায়িত্ব দিয়েছিলাম। জেলা যুবদলের সভাপতি এর নেতৃত্বে রংপুর এর শিল্পীরা ঢাকায় বি,এন,পি জাতীয় বর্ধিত সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে রংপুরের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন বর্ধিত সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পি মহা-সচিব প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য বৃন্দ, বি,এন,পি দলীয় সংসদ সদস্য গন, জেলা বি,এন,পি এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগন প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বি,এন,পি জাতীয় বর্ধিত সভা পরিচালনা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বর্ধিত সভায় সভাপতির ভাষনে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন বি,এন,পি-কে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিনত করতে হবে। দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও কর্মীদেরকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠভাবে পালন করতে হবে দলের কর্মসূচী ও দিক নির্দেশনা দলীয় নেতা কর্মীদেরকে কঠোর ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বর্ধিত সভা শেষে রংপুর ও অন্যান্য শিল্পীরা সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা করে। উক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রংপুর এর শিল্পীদের মধ্যে আজকের প্রখ্যাত শিল্পী বেবী নাজনীন সঙ্গীত পরিবেশন করে। রাষ্ট্রপতি জিয়াকে বলে রেডিও টেলিভিশনে গান গাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় উক্ত অনুষ্ঠানের পরে। শিশু শিল্পী বেবী নাজনীন সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশেষ করে কাওয়ালী গেয়ে অনুষ্ঠান মাত করে দেয়। বি,এন,পি বর্ধিত সভায় বি,এন,পি-কে সংগঠিত করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তা

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের জন্য সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের-কে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। সেদিন রংপুর এর শিল্পীদের যাতায়াত খরচ, খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচাদি আমার নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করেছিলাম, বি,এন,পি কোন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ একটি টাকা পয়সা দেয়নি। রংপুর এর যুবদল সভাপতি মোজাফফর হোসেনের নিকট খুব অল্প টাকা দিয়েই রংপুর এর শিল্পীদের-কে রংপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। রংপুরের যুবদল নেতা শিল্পীদেরকে নিয়ে এসে মহা-বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। আমি কয়েক হাজার টাকা না দিলে মোজাফফর হোসেন রংপুর এর শিল্পীদেরকে রংপুরে নিয়ে যেতে পারত না। রংপুর এর শিল্পীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দেই। রংপুর যুবদল সভাপতি মোজাফফর হোসেন ও জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আজগর পিন্টু বৃহত্তর রংপুরের সেই সময় বলিষ্ঠসৎ সাহসী যুব নেতা ছিলেন। তৎকালীন সময় এই দুই যুবনেতার বলিষ্ঠ সাহসী ভূমিকার কথা আমার চিরদিন স্মরণ থাকবে। এই দুই যুবনেতা ঘনিষ্ট ভাবে আমার সঙ্গে কাজ করেছিল। এদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করে রংপুরে কাজ করা আমার জন্য খুব সহজ হয়েছিল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলর সভাপতি যুবমন্ত্রী আবুল কাশেষ, যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান এর নিকট থেকে প্রচুর রাজনৈতিক সাংগঠনিক সহোযোগিতা পেয়েছিলাম। যুবদলের বহু জনসভা জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশের অনেক স্থানে যুবদল আয়োজিত জনসভা, কর্মী সভায় আমাকে বিভিন্ন সময় প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা করেছিলেন যুবদল নেতৃবৃন্দ ও কাশেম। সাইফুর রহমান এর সহযোগিতার কারণে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে আমার অনেক সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছিল। সেই সকল স্মৃতি আজ আমার মনে আছে। যুবদলের সহযোগিতা আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বি,এন,পি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠালগ্নে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতীয় পর্যায়ে ও জেলা পর্যায়ে প্রচুর যুব নেতাকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলে নিয়ে এসেছিলেন। এ সকল সৎ রাজনৈতিক সচেতন বলিষ্ঠ যুবনেতাদের উল্লেখযোগ্য যুব নেতাদের মধ্যে ছিলেন আবুল কাশেম, সাইফুর রহমান, মনিরুজ্জামান মনির, মির্জা আব্বাস, হারিছ চৌধুরী, অধ্যাপক রেজাউল করিম, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, বরকত উল্লাহ ভুলু, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম, রিয়াজুল হক মিল্কি অধ্যাপক মাজেদুল হক, রুকুনুল হক ভূইয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

কিছুদিন পর বগুড়া আলতাফুর নেসা বি,এন, পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। উক্ত বগুড়া জেলা বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি ঘোষনা করা হয় বি,এন,পি মহা-সচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসাবে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু কে ঘোষনা করা হয়।

বগুড়ার উদ্দেশ্যে সড়ক পথে রওনা দেওয়ার আগে সকাল ৭ টায় বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এর মগবাজার বাসায় গেলাম। মহা-সচিব এর বাসায় গিয়ে দেখতে পেলাম ড্রইং রুমে ইতিপূর্বে বি,এন,পি-র অনেক কেন্দ্রীয় নেতা নেত্রী উপস্থিত হয়েছেন বগুড়া যাওয়ার জন্য। বি,এন,পি মহা-সচিব বি-চৌধুরী আমাকে বললেন রাষ্ট্রীয় কাজে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। সেই কারণে আমি বগুড়া জনসভা এবং কর্মী সভায় উপস্থিত থাকতে পারছিনা। আপনার নেতৃত্বেই অন্যান্য সফর সঙ্গীরা বগুড়ায় যাবে। আমি মহা-সচিব বি-চৌধুরীকে বললাম বগুড়া আলতাফুন নেসা মাঠে বিরাট জনসভা ও বগুড়ার টিটু মিলনায়তনে সর্বস্তরের বি,এন,পি নেতা-কর্মীদের সমাবেশে আপনাকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে। অপনি যখন যেতে পারবেন না আমার মনে হয় বগুড়ার কর্মসূচী বাতিল করে দিলেই হয়। আমার কথা শুনে বি,এন,পি মহা-সচিব বি-চৌধুরী আমাকে ধমক দিয়ে বললেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদককেই বগুড়ার এই দুই দিন ব্যাপী

www.pathagar.com

বি,এন,পি আয়োজিত কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন অন্যান্য সকল নেতা-নেত্রীরা আপনার সঙ্গে বগুড়ার কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করবে। আপনার সফর সঙ্গী হিসাবে যাবে। বি,এন,পি মহা-সচিববের এই নির্দেশ আমি পালন করে ছিলাম। বি-চৌধুরী বি,এন,পি-তে আমাদের জন্য মহান নেতার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বি-চৌধুরী বি,এন,পি মহান সেক্রেটারী জেনারেল দিলেন। সকাল ৭ টায় সকল সফর সঙ্গীদের নিয়ে ৪/৫ টি প্রাইভেট কার ও মাইক্রোবাস যোগে সড়ক পথে বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতা রাষ্ট্রপতি জিয়ার ঘনিষ্ট সহচর বি,এন,পি রাজনৈতিক প্রশিক্ষন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এ কে ফিরোজ নুন, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নীলু, বি,এন,পি নেতা ফখরুল ইসলাম মুন্সী, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেত্রী মাসুদা হোসেন, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেত্রী সেলিমা রহমান, বি,এন,পি নেত্রী বেগম আহছান উল্লাহ, বি,এন,পি নেত্রী ফরিদা হাসান, বইজু, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেত্রী ডেইজী আজিজ প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ। বিকাল ৩টায় আমরা বগুড়াতে এসে পৌছালাম। বগুড়া সার্কিট হাউজে সফর সঙ্গীদের নিয়ে উঠলাম দুপুরের খাওয়া শেষ করে বিকালে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় যোগদান করলাম। জনসভায় স্থানটি ছিল বগুড়ার আলতাফুননেসা ময়দান এক সময় ঐ ঐতিহাসিক ময়দানে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভাষন দিয়েছিলেন।

জনসভায় এত মানুষের লাখো মানুষের সমাগম ঘটেছিল চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। জনসভায় লক্ষাধিক মানুষ হওয়ার কারণ বি,এন,পি মহা-সচিব অধ্যাপক বি-চৌধুরীর প্রধান অতিথি থাকবেন বলে

www.pathagar.com

প্রচার করা হয়েছিল। জনসভায় বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু কে প্রধান অতিথি ঘোষনা করা হলো। বি,এন,পি নেতা অধ্যক্ষ এ কে ফিরোজ নুন প্রধান বক্তা, প্রচার সম্পাদক বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কমিটির রফিকুল ইসলাম মিয়া বিশেষ অতিথি, বি,এন,পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নিলু বিশেষ অতিথি অন্যান্য সফর সঙ্গীদের অতিথি ঘোষনা করে সভার কাজ শুরু হলো। বগুড়া জেলা বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বগুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান বগুড়া জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট জহুরুল ইসলাম, সভা পরিচালনা করেন বগুড়া জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এস এম ফারুক এম,পি, স্থানীয় বগুড়া জেলা বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তৃতা করেন আজিজুল হক এম,পি, মোমেন উদ্দিন তালুকদার এম,পি প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ, প্রধান বক্তার ভাষনে এ কে ফিরোজ নুন জনসভায় উপস্থিত শ্রোতাদেরকে মাতিয়ে রাখেন, প্রধান বক্তার ভাষনে বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যক্ষ এ কে ফিরোজ নুন বলেন সাম্রাজ্যবাদী উপনেবেশিক, আধিপত্যবাদী সামাজিক অন্যায় অবিচারের অবসান ঘটাতে হবে তিনি বলেন বাংলাদেশী জনগন বিভেদজনিত দুর্বলতা অসহায়ত্বের শিকার হতে চান না, এ কে ফিরোজ নুন আরও বলেন জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সুদৃঢ় গণঐক্য জনগণের গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে, দেশ প্রেমিক মানুষকে এক অটল ঐক্যবাদী কাতারে শামিল করতে হবে জাতীয় পর্যায় স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নতি আনতে হবে। প্রধান অতিথির ভাষনে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বলেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে দেশের জনগন বহু দলীয় শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনীতি করছে, বহু দলীয় রাজনীতির এই পদ্ধতিকে জনগনের মধ্যে টিকিয়ে রাখার আচরণ ধরে রাখতে হবে খালেকুজ্জামান দুদু এই বিশাল জনসভার আয়োজন করার জন্য বগুড়াবাসী ও বি,এন,পি জেলা নেতৃবৃন্দ ধন্যবাদ জানান, জনসভায়

www.pathagar.com

আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, শেখ শওকত হোসেন নীলু, বি,এন,পি নেত্রী মাসুদা হোসেন, মিসেস জাহানারা বেগম, ফখরুল ইসলাম মুন্সী, ডেইজী আজীজ ও বি,এন,পি নেত্রী ফরিদা হাসান বইজু আপা প্রমুখ। ঐদিন সন্ধ্যায় বগুড়ার টিটু মিলনায়তনে জেলা বি,এন,পি আয়োজিত বি,এন,পি-র সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের সমাবেশে প্রধান অতিথি বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, প্রধান বক্তা ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতা এ কে ফিরোজ নুন, অতিথি বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বি,এন,পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নিলু, জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এস এম ফারুক এম,পি, আজিজুল হক এম,পি আরও অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, জেলা বি,এন,পি আয়োজিত এই কর্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন বগুড়া জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট জহুরুল ইসলাম।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়া রাষ্ট্রীয় সফরে ফিলিপাইন গেলেন বেশ কয়েক দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান আমাকে বললেন রাষ্ট্রপতি জিয়া দেশের বাইরে এই সুযোগে আমাকে কুষ্টিয়া জেলায় কয়েকটি জনসভা করার আমন্ত্রন জানালেন। আমি সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের আমন্ত্রনে কুষ্টিয়ায় জনসভা ও কর্মী সভায় যেতে রাজি হলাম।

কুষ্টিয়াতে জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে বি.এন.পি ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমানের সঙ্গে বি.এন.পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু ও বি.এন.পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নিলু।

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশ বিমানে করে পাবনার ঈশ্বরদী বিমানবন্দর হয়ে সড়ক পথে ভেড়ামারা ও দৌলতপুর পৌছালাম। বিকালে শাহ সাহেবের নির্বাচনী এলাকা দৌলতপুর হাইস্কুল ময়দানে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় যোগদান করলাম। জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহামন, প্রধান বক্তা ছিলেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু অতিথি বক্তা ছিলেন বি এন পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নিলু, জনসভায় না গেলে বুঝতে পারতাম না শাহ আজিজের নির্বাচনী এলাকার জনগন কত শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসেন তাকে। জনাব শাহ আজিজ কে দেখেছিলাম এত বড় নেতা হয়েও সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অতুলনীয় গুন। বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষনে বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন বহু দলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। তিনি আরও বলেন আমাদের দেশকে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করতে হবে মাছ রপ্তানী করে আমরা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারি। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন স্থানীয় জেলা ও থানা বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাসুদ রুমি এম,পি, জিল্লুর রহমান এম,পি, আব্দুর রহিম এম,পি, জেলা বি,এন,পি সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পরদিন সকালে কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে নবীনবরন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বক্তৃতা করেন বি,এন,পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নিলু, এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিম এম,পি, জিল্লুর রহমান এম,পি, মাসুদ রুমি এম,পি, কুষ্টিয়া জেলা বি,এন,পি সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ। নবীন বরন অনুষ্ঠান শেষে কুষ্টিয়া জেলা বার লাইব্রেরীতে

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। পরে লাইব্রেরী আইনজীবীদের সভায় উপস্থিত ছিলেন খালেকুজ্জামান দুদু, আব্দুর রহিম এম,পি, জিল্লুর রহমান এম,পি, মাসুদ রুমি এম,পি, আমিরুল ইসলাম, আইনজীবীদের সভা শেষে সর্বস্তরের সরকারী, আধাসরকারী, কর্মচারী, কর্মকর্তা, শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান একমত বিনিময় সভায় ভাষন দেন। ঐদিন সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া জেলা সদর থেকে সড়ক পথে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সফর সঙ্গীদের নিয়ে তার নির্বাচনী এলাকা দৌলতপুরে ফিরে আসলেন, সন্ধ্যায় আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে শাহ আজিজের গ্রামের বাড়ীর কাছেই একটা হাট ছিল সেখানে বাজর করতে গেলেন। রাতে খাবারের জন্য খাসির গোসত কিনলেন, আমি খাসির কলিজা পছন্দ করি দেখে খাসির কলিজা কিনলেন, ইলিশ মাছ কিনলেন, হাটে বসে চা এর দোকান থেকে চা খাওয়ালেন আমাদেরকে হাটে ঘুরে ঘুরে নিজ হাতে দর করে পছন্দের মত যাবতীয় জিনিস খরিদ করছিলেন এবং হাটের হাজার হাজার জনগনের সঙ্গে কে কেমন আছেন এবং মত বিনিময় ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করছিলেন সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েও সেদিন দৌলতপুরের হাটে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখে আমার মনে হয়েছিল জনাব শাহ আজিজুর রহমান একজন সৎ নিষ্ঠাবান সাধারণ মানুষ এর বড় নেতা হয়েও সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে আসতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেই কারণে শাহ আজিজুর রহমান একজন অসাধারণ রাজনৈতিক জাতীয় নেতা হতে পেরেছিলেন। শাহ আজিজুর রহমান এর সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘ দিনের প্রথম পরিচয় হয় আমার সঙ্গে ১৯৬৪ সালে মিস ফাতেমা জিন্নাহ যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাড়িয়েছিলেন কুষ্টিয়াতে শাহ সাহেবের নিজস্ব বাসায় সাক্ষাত হয়। তখন শাহ সাহেব নিজের নির্বাচনে নিয়েও ভীষন ব্যস্ত ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান ১৯৬৪ সালে সেই সময় পাকিস্তান জাতীয়

www.pathagar.com

পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন (এমএনএ) নির্বাচনের পরে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সর্ব দলীয় বিরোধী দলের ডেপুটি লিডার নির্বাচিত হয়েছিলেন। শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে ষাটের দশক থেকেই আমি একই রাজনৈতিক সংগঠন করতাম। ষাটের দশকের শেষ দিকে আতাউর রহমান খান পাকিস্তান জাতীয় লীগের সভাপতির ও শাহ আজিজুর রহমান সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তখন জাতীয় লীগ খুব বড় একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলো আমি ও আতাউর রহমান খান, শাহ আজিজুর রহমান এর সঙ্গে একই জাতীয় লীগ করেছিলাম। রাজনৈতিক আন্দোলন করার কারণে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জাতীয় লীগ থেকে ষাটের দশকে খালেকুজ্জামান দুদু একমাত্র রাজবন্দি ছিলেন। শাহ আজিজুর রহমান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ডেপুটি লিডার হিসাবে রাজবন্দি খালেকুজ্জামান দুদু এর মুক্তি চেয়েছিলেন। সেই সময় খালেকুজ্জামান দুদু রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী ছিলেন। পরদিন দৌলতপুরে শাহ আজিজুর রহমান এর নির্বাচনী এলাকায় পৃথক তিনটি জনসভায় আমরা অংশ গ্রহন করি। তিনটি বিশাল বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় লাখো মানুষের সমাবেশ ঘটে। উক্ত জনসভা গুলোতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করেন খালেকুজ্জামান দুদু, শেখ শওকত হোসেন নিলু। আব্দুর রহিম এম,পি মাসুদ রুমি এম,পি, জিল্লুর রহমান এম,পি, জেলা বি,এন,পি সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই তিন দিন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এর সফরে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন ও শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা করেন। পরদিন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সফর সঙ্গীদের নিয়ে সড়ক পথে ঈশ্বরদী হয়ে বাংলাদেশ বিমানে করে ঢাকায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পর বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমাকে নির্দেশ

www.pathagar.com

দিলেন জয়পুরহাট জেলায় বি,এন,পি আয়োজিত জনসভা কর্মী সভার আয়োজন করার। সেই জয়পুরহাট জনসভায় যাবার আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল পাটিতে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভা ও কর্মী সভায় বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রীরা যাবে, জনসভা গুলোতে মন্ত্রী ও দলীয় নেতাদের মধ্যে যার দলীয় পদবী/মর্যাদা যার বেশী সেই জনসভায় প্রধান অতিথি থাকবেন জয়পুর হাটে জনসভা ও কর্মী সভা যাবার জনা বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি, বি,এন,পি প্রচার সম্পাদক ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বি,এন,পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নিলু সহ আরও ছয় সাত জন কেন্দ্রীয় নেতা জয়পুর হাটে যাবেন। যাওয়ার আগের দিন দুপুরে ধানমন্ডি এর' ২৭ কেন্দ্রীয় কার্যালয় আমার রুম থেকে ব্যারিষ্ট্রার রফিকুল ইসলাম মিয়া আমাকে ফোন করে বললেন আমাদের জন্য এস এ বারী এটি উপ-প্রধানমন্ত্রী বিমানের টিকেট কিনতে পারবেন না। উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি বলেছেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু জয়পুরহাটের জনসভায় প্রধান অতিথি তাকেই আমাদের সবার বিমানের টিকেট ও যাবতীয় খরচ দিতে হবে ব্যারিষ্ট্রার রফিকুল ইসলাম মিয়া, আলাপ শেষ করে আমি ফোনে উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম এবং বারী ভাইকে বললাম আপনি আমাদের ছয় জনের বিমানের টিকেট কাটতে পারবেন না? বারী ভাই উত্তরে হেসে হেসে বললেন আপনি আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক (টিম লিডার) আপনার তো যাবতীয় খরচ ও টিকেট কাটা উচিত। বারী ভাই আরও বললেন, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁয়ের জমি থেকে ধানের দাম এখনও পাইনি তাই হাতে টাকা পয়সা কম আছে। আমি হাসতে হাসতে ফোনে বললাম মন্ত্রী হিসাবে অনেক টাকা পয়সা কামাই করছেন আর ছয়টা বিমানের টিকেট কাটতে পারবেন না, বারী ভাই বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিমানের টিকেট কিনব কাল সকালে যাওয়ার জন্য এবং

www.pathagar.com

আরও বললেন আসার সময় কিন্তু বিমানে নয় আমরা সড়ক পথে আসব। আমি বললাম ঠিক আছে আপনি যদি সড়ক পথে আসেন আমরাও আসব এস এ বারী এটি উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন ডাকসুর ভিপি ছিলেন, একজন এত নামকরা প্রতিষ্ঠিত নেতা হওয়া সত্ত্বেও উপ-প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থান মাত্র হাজার দেড়েক টাকা দিয়ে বিমানের টিকেট কাটার স্বচ্ছলতা ছিল না এস এ বারী এটি সারাজীবন রাজনীতি করেছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বিরল রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারী এই রাজনীতিবিদ এস এ বারী এটি ভাইয়ের অবদান জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। পরদিন সকালে বাংলাদেশ বিমানে করে ঈশ্বরদী বিমানবন্দরে নেমে সড়ক পথে বগুড়া সার্কিট হাউজে যাত্রা বিরতি দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষে বগুড়া জেলা বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি সহ আমি সফর সঙ্গীদের নিয়ে জনসভায় উপস্থিত হলাম জয়পুরহাটের জনসভা স্থানে পৌছার পর বৃহত্তর বগুড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, উত্তরবঙ্গের তথা জয়পুরহাটের কৃতি সন্তান আব্দুল আলীম আমাদের সম্বর্ধনা জানান। জনসভায় জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পি সভাপতি ওয়ালিউজ্জামান আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি বি,এন,পি সাংগঠকিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি, প্রধান বক্তা ছিলেন বৃহত্তর বগুড়া জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী আব্দুল আলীম, অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি প্রচার সম্পাদক ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বি,এন,পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নিলু, আরও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ জনসভায় প্রচুর লোক কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। বিশেষ অতিথির ভাষন দিতে উপ-প্রধানমন্ত্রী মাইকের সামনে

www.pathagar.com

দাড়ান তখন আকাশের অবস্থা ভীষন অন্ধকার হয়েগেছে। ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার পূবাভাস মনে হয়েছিল, বারী ভাই আমার দিকে তাকিয়ে মিচকি মিচকি হাসছিলেন আর মনে মনে বলছিলেন বৃষ্টি এসে গেলে প্রধান অথিতির ভাষন দুদু আর দিতে পারবেন না। বারী ভাইয়ের বক্তৃতা কি কি বলবেন জনসভায় ঢাকা থেকে রওনা হওয়ার আগেই রেডিও টেলিভিশন দৈনিক পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। বারী ভাইয়ের ভাষনের প্রায় শেষ দিকে বৃষ্টি নামল, বারী ভাইয়ের ভাষন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অতিথি নাম ঘোষনা করা হলো ভাষন দেওয়ার জন্য। বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মাইকের সামনে দাড়ানোর সাথে সাথে মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হলো । জনসভার লোকজন দাড়িয়ে সভা স্থল ত্যাগ করার উদ্যোগ নিলো। আমি দাড়িয়ে চিৎকার করে বললাম আপনারা সবাই চলে যান আমি এই জনসভায় বক্তৃতা দেব না, যে জনসভার নেতা কর্মীরা সামান্য বৃষ্টিতে ভিজে বক্তৃতা শুনতে পারবে না, সেই নেতা-কর্মীরা, আঙ্গুর পোতা বিদেশী আগ্রাসন আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব এই রকম নেতা কর্মীর আমাদের দরকার নেই। আপনারা সভা স্থল ত্যাগ করে চলে যান। আমার ভাষন শোনার পর জনসাধারণ বৃষ্টির মধ্যেই মাঠের মধ্যে বসে পড়ল এবং আমি দীর্ঘ চল্লিশ মিনিট ভাষন দিলাম। জয়পুর হাটের জেলা বি,এন,পি আয়োজিত জনসভার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। মঞ্চে বসা নেতৃবৃন্দের মধ্যে এস এ বারী এটি, আব্দুল আলীম, ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, শেখ শওকত হোসেন নিলু সহ মঞ্চে বসা নেতৃবৃন্দ সবাই বৃষ্টিতে ভিজেছিলো। উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি মঞ্চেই মন্তব্য করছিলেন খালেকুজ্জামান দুদু শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে ছাড়ল। জনসভা শেষে আমি নেতা-কর্মী ও জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানালাম। জনসভা শেষে এস এ বারী এটি সহ নেতৃবৃন্দ জয়পুরহাট সুগার মিল রেষ্ট হাউজে ফিরে আসলাম, রাতে রেষ্ট হাউজ মিলনায়তনে বি,এন,পি সর্বস্তরের নেতা ও

www.pathagar.com

কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে যোগদান করি। জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পি আয়োজিত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি বক্তৃতা করেন মন্ত্রী আব্দুল আলমী, বি,এন,পি প্রচার সম্পাদক ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বি,এন,পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নীলু, বি,এন,পির নেতা খলিলুর রহমান, সভাপতিত্ব করে ওয়ালিউজ্জামান আলম, পরিদিন বগুড়া হয়ে সড়ক পথে বারী ভাই সহ নেতৃবৃন্দ কে নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি। জয়পুরহাট জেলার জনসভায় ও মতবিনিময় সভায় নেতা কর্মীদের মধ্যে প্রচুর আনন্দ উৎসব লক্ষ করা গিয়েছিল। এই জনসভা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠান জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পি-কে শক্তিশালী সংগঠনে পরিনত করতে সহজ করেছিল। সেদিন দেখেছিলাম বৃহত্তর বগুড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আব্দুল আলীমের জনপ্রিয়তা বগুড়ার সেই সময় মন্ত্রী আব্দুল আলীমের সহজ সরল রাজনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক কর্মকান্ড জনগনকে সংগঠিত করতে বি,এন,পি-কে শক্তিশালী করতে বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। আব্দুল আলীমের নিকট থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে আলীম ভাইয়ের সঙ্গে মিশে অনেক রাজনৈতিক সহযোগিতা ও শিক্ষা নিয়েছিলাম। **রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি চেয়ারম্যান কিছুদিন পরে সিলেট জেলা বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় ভাষন দিলেন।** রাষ্ট্রপতির সিলেটের বিভিন্ন জনসভা শেষে সিলেটের মামা-ভাগ্না নামক স্থানে হেলিকপ্টার যোগে সফর সঙ্গীদের নিয়ে আসলেন ঐ খানে পেট্রোবাংলার কর্মকর্তা সহ তৈল ও খনিজ সম্পাদ মন্ত্রী কর্ণেল আকবর হোসেন রাষ্ট্রপতিকে সম্বর্ধনা জানান। আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল যে মামা-ভাগ্না নামক পাহাড়ে তৈল পাওয়া যাবে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে বেশ কয়েক হাজার ফুট পায়ে হেটে পাহাড়ে উঠলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া সবার আগেই পাহাড়ে উঠে যে স্থান থেকে তৈল

www.pathagar.com

বের হচ্ছিল ওখানে উনি বসলেন। পাহাড়ে উঠতে আমাদের ভীষন কষ্ট হচ্ছিল। আমার খুব লজ্জা লাগছিলো পাহাড়ে উঠার সময় রাষ্ট্রপতি জিয়া থেকে অনেক পিছনে পড়ার জন্য। সফর সঙ্গীদের মধ্যে আমার বয়স তখন সবার চেয়ে কম ছিল, সেই কারণে লজ্জা লাগছিলো। আমি আল্লাহ আল্লাহ করছিলাম রাষ্ট্রপতি জিয়ার পরেই যেন উঠতে পারি। আমি রাষ্ট্রপতি জিয়ার পরেই পাহাড়ে উঠতে পেরেছিলাম। আমার পর পরই তৈল ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী কর্ণেল আকবর লাঠি হাতে হাপাতে হাপাতে পাহাড়ে উঠলেন, পাহাড়ে উঠে দেখলাম আমাদের অনেক আগেই রাষ্ট্রপতি জিয়া পাহাড়ে উঠে বসে আছেন। এত কর্মঠ গতিশীল রাষ্ট্রনায়ক বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। আমরা সফল এই রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। পেট্রোবাংলার সমস্ত কর্মকর্তারা পাহাড়ে উঠার পর রাষ্ট্রপতি জিয়ার হাতে একটি রুমাল দেওয়া হলো, সেখানে তৈল বের হচ্ছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়া রুমাল তেলে ভিজিয়ে নিলেন এবং সেই রুমাল ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে তৈল উত্তোলনের খনন কাজের উদ্বোধন করলেন ওখানকার সিলেটের ঐ অঞ্চলের তৈল উত্তোলনের কারণে ঐ তৈল ঐ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলায় তৈল এর চাহিদা পুরনে সক্ষম হয়েছিল ঐ তৈল উত্তোলন খনন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাইফুর রহমান, কর্ণেল আকবর হোসেন, খালেকুজ্জামান দুদু। তৈল উত্তোলন খনন কাজের উদ্বোধন শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন।

www.pathagar.com

কিছু দিন পর বি,এন,পি-কে শক্তিশালী করার জন্য রাজশাহী বিভাগে ষোলটি জেলার বি,এন,পি প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভাগীয় সম্মেলন বগুড়া সার্কিট হাউজ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী বি,এন,পি বিভাগীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। প্রধান বক্তা ছিলেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিভাগীয় সম্মেলন উদ্বোধনী ভাষন দেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, উদ্বোধনী ভাষনের পর জেলাও থানা বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের বক্তব্য দেন। তারপর বি,এন,পি মহা-সচিব মূল বক্তব্য দেন। মহা-সচিব এর বক্তৃতার পর আবার কিছু প্রতিনিধির বক্তব্য দেন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্মেলনে সমাপ্তি ভাষন দেন। রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি মন্ত্রী আব্দুল আলীম, মন্ত্রী এমরান আলী সরকার, মন্ত্রী ডঃ আব্দুল মতিন, এম,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, প্রতিমন্ত্রী তছলিমা আবেদ এম,পি বি,এন,পি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার এম,পি, বি,এন, পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য রাজশাহী নগর বি,এন,পি সভাপতি প্রফেসর একরামুল হক, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, বি,এন,পি যুগ্ম মহা-সচিব এ্যাভোকেট জুলমত আলী খান, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, হুইপ আব্দুল মান্নান, বগুড়া জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাভোকেট জহুরুল ইসলাম, জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পি সভাপতি ওয়ালিউজ্জামান আলম, নাটোর জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট দ্বীন মোহাম্মদ এম,পি, পাবনা

www.pathagar.com

জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ মাহতাব উদ্দিন বিশ্বাস, রাজশাহী জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল কালাম চৌধুরী নওগা জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ুম, চাপাই নবাগঞ্জ জেলা বি,এন,পি সভাপতি সুলতান হক মনি এ্যাডভোকেট গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সভাপতি ফারুকুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, রংপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি কাজী ইয়াহিয়া, নীলফামারী জেলা সভাপতি আহছান আহমেদ, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি মোঃ মহছিন, ঠাকুরগাঁও জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক মোঃ ইয়াছিন, রাজশাহী জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট কবীর হোসেন, নাটোর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম মোর্শেদ, বগুড়া জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এস এম ফারুক এম,পি, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আব্দুস ছোবহান ছকু, এম,পি-দের মধ্যে উপস্থিত .ছিলেন মির্জা রুহুল আমিন এম,পি (ঠাকুরগাঁও) রেজানুল হক চৌধুরী (ঠাকুরগাঁও), হাজী মনছুর এম,পি (ফুলবাড়ী, দিনাজপুর), অধ্যক্ষ আতিয়ার রহমান এম,পি (দিনাজপুর) রেজাউল হক সরকার এম,পি (রংপুর), এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম (গোবিন্দগঞ্জ), রুস্তম আলী মোল্লা এম,পি (সাঘাটা, ফুলবাড়ী), অধ্যক্ষ মোকলেছুর রহমান (পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা), মোস্তাফিজুর রহমান (নাটোর, সিংড়া), মোতাহার হোসেন চৌধুরী এম,পি (রাণীগঞ্জ, নওগাঁ), এহছান আলী এম,পি (চাপাই নবাবগঞ্জ), শাহজাহান মিয়া, এম,পি (চাপাইনবাবগঞ্জ), সৈয়দ মনজুর হোসেন এম,পি (চাপাইনবাবগঞ্জ), আব্দুল বারী সর্দার (ঈশ্বর্দী, পাবনা), আরও অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিন,এ,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সমাপ্তি ভাষনে বলেন বি,এন,পি-কে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিনত করতে হবে। তিনি আরও বলেন বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য উৎপাদনমুখী রাজনীতি, স্বাধীনতা সার্বভোমত্ব বাংলাদেশী

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদ নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি স্বনির্ভর বাংলাদেশের লক্ষ্যে বি,এন,পি নেতা কর্মীদেরকে রাত দিন কাজ করতে হবে। বি,এন,পি রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলন সফল করার জন্য বি,এন,পি সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের-কে বিশেষ ভাবে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। বগুড়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি রাজনৈতিক দলের এত মন্ত্রী, এম,পি ও নেতার এটিই প্রথম বড় সম্মেলন। রাষ্ট্রপতি জিয়া সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বি,এন,পি রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলন শেষ করেন।

বি,এন,পি রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলন পরিচালনা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঐ দিন রাতে ঢাকায় ফিরে আসেন। আবার কিছুদিন পর রাষ্ট্রপতি জিয়া বৃহত্তর দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, রংপুর সদর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা সহ দুই দিনের সফরে আসলেন দিনাজপুরে। আমি দুই তিন দিন আগেই বি,এন,পি মহা-সচিব বি-চৌধুরীর সঙ্গে সাংগঠনিক জনসভা করতে বৃহত্তর রংপুর জেলায় এসেছিলাম। সাংগঠনিক সফর শেষে বি,এন,পি মহা-সচিব ঢাকায় ফিরে যান, বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়ার দুই দিন ব্যাপী সফরের জন্য বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু রাষ্ট্রপতি সফরকে সফল করার জন্য রংপুরে থেকে যান। সকাল দশটায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ বিমানযোগে সৈয়দপুর বিমান বন্দরে অবতরন করেন। বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতিকে অভ্যার্থনা জানা। অভ্যার্থনার সময় উপস্থিত ছিলেন আরও রংপুর জেলা দায়িত্ব প্রাপ্ত বি,এন,পি নেতা কে এম মাইদুল ইসলাম, শফিকুল গনি স্বপন এম,পি, ময়নুদ্দীন সরকার এম,পি, রেজাউল হক সরকার রানা এম,পি, বি,এন,পির প্রমুখ বহু সংখ্যক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দপুর

www.pathagar.com

বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি জিয়া অবতরন করে আমার সাথে করমর্দন করে জিজ্ঞাসা করলেন আমার সঙ্গে পঞ্চগড়ে কে যাচ্ছে। আমি উত্তরে বললাম খালেকুজ্জামান দুদু যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি জিয়া বললেন গাড়িতে উঠ, আমি রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে গাড়িতে পাশে বসলাম সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে নীলফামারীর কিছু অংশ দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও হয়ে পঞ্চগড়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পৌছলেন সফর সঙ্গীদের নিয়ে পঞ্চগড় থানাকে মহকুমায় উত্তীর্ণ করার জন্য সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে পঞ্চগড়ে আসার সময় বৃষ্টি, পথ সভায় ভাষন দেন রাষ্ট্রপতি জিয়া। এই বিশিষ্ট পথ সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। জনসভা গুলোতে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বক্তৃতা দেন এবং সভা পরিচালনা করেন। বিকালে পঞ্চগড়ে রাষ্ট্রপতি জিয় উপস্থিত হন এবং পঞ্চগড়ে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান বি,এন,পি জাতীয় কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার এম,পি, হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে আনন্দ মুখরিত উৎসবের মধ্যে দিয়ে পঞ্চগড় থানাকে মহকুমায় উত্তীর্ণ করেন। মহকুমায় উত্তীর্ণ করার পর পঞ্চগড় বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার এম,পি, মীর্জা রুহুল আমিন এম,পি, পঞ্চগড় বি,এন,পি সভাপতি ডঃ আব্দুল আজিজ প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ রাতে পঞ্চগড় বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে গভীর রাতে রংপুর সার্কিট হাউজে ফিরে আসেন এবং রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সকাল বেলায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কুড়িগ্রাম জেলার লালমনিরহাট থানাকে মহকুমায় উত্তীর্ণ করার জন্য রংপুর থেকে সড়ক পথে সফর সঙ্গীদের নিয়ে লালমনিরহাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, রংপুর থেকে লালমনিরহাট যাওয়ার পথে রাস্তার দুই ধারে হাজার হাজার মানুষ

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়াকে দেখে করতালি ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে অভ্যার্থনা জানান এবং পথে বেশ কয়েকটি পথসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া ভাষন দেন। লালমনিরহাট পৌছানোর পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে অভ্যার্থনা জানান রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান লাখো মানুষের করতালির মধ্য দিয়ে লালমনিরহাট থানাকে মহকুমায় উত্তীর্ণ করে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

লালমনিরহাট থানাকে মহকুমায় উন্নত করে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করছেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। পাশে উপস্থিত ছিলেন বি.এন.পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু।

www.pathagar.com

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, রাষ্ট্রপতি এর সচিব নুর মোহাম্মদ, রংপুর জেলা প্রশাসক মাহে আলম, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কাশেষ, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট ইদ্রিছ আলী, তাজুল ইসলাম চৌধুরী এম,পি, অধ্যক্ষ নুরুজ্জামান এম,পি, এ্যাডভোকেট রেজাউল হক রানা এম,পি ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। লালমনির হাট থানাকে মহকুমায় উত্তীর্ণ করে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর বি,এন,পি চেয়ারম্যান লালমনির হাট বি,এন,পির আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় লাখো মানুষের গগন বিদারী স্লোগানের মধ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়া ঘোষনা দেন আজ থেকে লালমনির হাট থানাকে মহকুমায় উত্তীর্ণ করা হলো। জনসভায় আন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী এ কে এম সাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, তাজুল ইসলাম চৌধুরী এম,পি, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট ইদ্রিছ আলী, বিকালে লালমনির হাট থেকে সড়ক পথে ফিরে রংপুর জেলা হাই স্কুল ময়দানে রংপুর জেলা বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, ময়নউদ্দীন সরকার এম,পি, শফিকুল গনি স্বপন এম,পি, এ্যাডভোকেট রেজাউল হক রানা এম,পি, রংপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি কাজী ইয়াহিয়া, রংপুর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালেক প্রমুখ

www.pathagar.com

বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ। জনসভায় শেষে রংপুর সার্কিট হাউজে বৃহত্তর রংপুর জেলার বি,এন,পি সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন বি,এন,পি-কে রংপুরে আরও শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। নেতা কর্মীদেরকে জনগনের মাঝে কাজ করে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে হবে এবং জনগনের আস্থা অর্জন করতে হবে। মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা দেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বি, এন,পি নেতা মন্ত্রী কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, রেজাউল হক রানা এবং তছলিমা আবেদ এম,পি, শফিকুল গনি স্বপন এম,পি, রহিম উদ্দিন ভরসা এম,পি, ময়নউদ্দীন সরকার এম,পি, রংপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি কাজী ইয়াহিয়া, নীলফামারী জেলা বি,এন,পি সভাপতি আহছান আহমেদ, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সভাপতি ফারুকুল ইসলাম প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ দুই দিন ব্যাপী বৃহত্তর রংপুর সফর শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া ঢাকায় ফিরে আসেন।

বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর নির্দেশক্রমে আদমজী জুট মিল ময়দানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল আয়োজিত এক বিশাল শ্রমিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক দলি আয়োজিত বিশাল শ্রমিক জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বিশেষ অতিথি ছিলেন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতা উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি, অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি প্রচার সম্পাদক ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়, শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম খান, বি,এন,পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নীলু, আব্দুল মতিন চৌধুরী এম,পি, আব্দুস সাত্তার এম,পি, শ্রমিক নেতা আব্দুর রব প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ। আমজী শ্রমিক দল আয়োজিত এই শ্রমিক

www.pathagar.com

জনসভায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক জনতার সমাবেশ ঘটেছিল। আমার রাজনৈতিক জীবনে আদমজীর এই শ্রমিক জনসভায় শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে যে ভাষন দিয়েছিলাম তা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা ছিল। ঐ জনসভায় আমাদের স্থানীয় শ্রমিক নেতা আব্দুর রব-কে শেখ শওকত হোসেন নীলু ও অন্যান্য বক্তারা বড় করে তুলে ধরেছিলেন এবং আদমজীতে ঐ শ্রমিক জনসভায় প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা সাইদুল হক সাদুকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করেছিল। সেই কারণে শ্রমিক জনসভায় পঞ্চাশ হাজার লোকই দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং জনসভার মঞ্চে আক্রমনের চেষ্টা করে শ্রমিক নেতা সাইদুল হক সাদু সমর্থকরা হৈচৈ গন্ডোগোলের মধ্যে বিশেষ অতিথি উপ-প্রধানমন্ত্রী এক মিনিট বক্তৃতা দিয়েই সভা স্থান ছেড়ে চলে যান। এর পর বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু প্রধান অতিথি ভাষন দিতে ওঠেন হৈচৈ গন্ডোগোলের মধ্যে।

প্রধান অতিথির ভাষনে খালেকুজ্জামান দুদু প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা সাইদুল হক সাদুকে খুব বড় মাপের শ্রমিক নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করে বক্তৃতা শুরু করেন। শ্রমিক জনসভায় আমার বক্তব্য এত ভালো এবং জ্বলাময়ী বক্তব্য হয়েছিল সভার পঞ্চাশ হাজার জনগণই শান্ত হয়ে মাঠে বসে আমার বক্তব্য শুনেছিল জনসভার খালেকুজ্জামান দুদু প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষ করেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতা শোনার পর জনগন এত সন্তুষ্ঠ হয়েছিল যে, আমার বক্তৃতার পরে আরও দশজন বি,এন,পি নেতা রাত দশটা পর্যন্ত বক্তব্য করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য বি,এন,পি নেতাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মতিন চৌধুরী এম,পি, আব্দুস সাত্তার এম,পি, ডঃ ছানাউল্লাহ এম,পি, আব্দুর রউফ এম,পি, হাজী জালাল উদ্দীন এম,পি প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ আদমজী শ্রমিক জনসভার কথা সারাজীবন আমার মনে থাকবে। সেদিন সুষ্ঠ ভাবে শ্রমিক জনসভা সফল করার জন্য যে নেতা কর্মীরা জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তা আমার

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবনে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব এবং কথা স্মরণ রাখব। সভা শেষ করে ঐ রাতেই ঢাকা ফিরে আমি সফর সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়া পুনরায় কুড়িগ্রাম, রংপুর, নীলফামারী ডোমার ডিমলা, তিস্তা বৎরেজ এর কাজ দেখার জন্য এবং জনসভা শুরু করতেন দুই দিন ব্যাপী সফর শুরু করলেন। প্রথমে কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি আয়োজিত স্থানীয় হলে জেলা বি,এন,পি প্রতিনিধি সম্মেলন সকাল দশ টায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করলেন। কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি প্রতিনিধি সম্মেলনে আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, তাজুল ইসলাম চৌধুরী এম,পি অধ্যক্ষ নুরুজ্জামান এম,পি, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট ইদ্রিছ আলী ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথির ভাষনে বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান বলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি বলেন, অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানের ব্যবস্থা জনগনের জন্য করতে হবে। সামাজিক অনাচার দূরীভূত করার আহবান জানান। কুড়িগ্রাম জেলা বি,এন,পি আয়োজিত প্রতিনিধি সভা শেষে রংপুরের কাউনিয়ায় বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। বিশাল জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, স্থানীয় সংসদ সদস্য রহিম উদ্দিন ভরসা, রংপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি কাজী মোঃ ইয়াহিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ঐ দিন বিকালে রাষ্ট্রপতি জিয়া নীলফামারী ডালিয়াতে তিস্তা ব্রীজের কাজের কর্মকান্ড পরিদর্শন শেষে এক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। এই

www.pathagar.com

বিশাল জনসভায় বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বক্তৃতা করেন। বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল গনি স্বপন। জনসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্যা নিয়ন্ত্রন ও পানি সম্পদ মন্ত্রী আনোয়ারুল হক (সাবেক আই,জি,পি), বন্য নিয়ন্ত্রন ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এল কে সিদ্দিকী, রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ এখনও বহুলাংশে অনাবিস্তৃত প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যাপক ব্যবহার জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রপতি জিয়া বলল বাংলাদেশের বিচিত্র বহুমুখী প্রাকৃতিক সম্পদ, পাথর, তৈল, গ্যাস, কয়লা, চিনামাটি, পানি, সৌর তাপ ও পশুজাত দ্রব্যাদি যথাযথ ভাবে দেশ ও জাতির উন্নয়নে সমৃদ্ধি অর্জনের কাজে লাগে। সেই জন্য বি,এন,পি দলীয় সরকার আধুনিক বাস্তবমুখী উন্নয়নে জাতির জন্য কাজ করবে। সন্ধ্যায় ডালিয়ার রেষ্ট হাউজে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী সহ মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। ডালিয়াতে তিস্তা ব্রীজের প্রকল্পের বাস্তবায়ন করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং চারশ কোটি টাকা প্রাথমিক ভাবে রাষ্ট্রপতি জিয়া বরাদ্দ দেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীসহ ডালিয়া রেষ্ট হাউজে রাত্রিযাপন করেন। সকাল বেলা নাস্তা খেয়ে সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন হেলিকপ্টার যোগে বাসার বিমান ঘাটিতে। হেলিকপ্টারে তৈল নিয়ে আধা ঘন্টা পর দুই দিনের সফরে চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম এ আসেন। চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগ্রামে দুই দিন ব্যাপী সফর শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষন দেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সফর শেষে সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। ডাকসু ছাত্র সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ও বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে

www.pathagar.com

মতবিনিময় শুরু করলেন। ডাকসু নির্বাচনে গোলাম সারোয়ার মিলন ভি,পি, এম এ কামাল জি,এস, তপন কুমার মজুমদার সোশ্যাল ইন্টারমেইন্ট সম্পাদক সহ ডাকসু সকল পদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নতুন ছাত্র সংগঠন হওয়া সত্বেও জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রচুর ছাত্র সমর্থন ও ভালো ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বি,এন,পি পক্ষ থেকে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি শক্তিশালী ডাকসু নির্বাচনে ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করেন। **এর সদস্যরা হলেনঃ-**

- মন্ত্রী কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান।
- মন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমান।
- ঢাকার মেয়র আবুল হাসানাত।
- খালেকুজ্জামান দুদু
- ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী।
- অধ্যক্ষ হামিদা আলী।

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রতি রতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা ও নির্বাচন সম্পর্কে খোজ খবর নিতেন। কিভাবে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল ভাল করতে পারে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রচুর মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র নেতা ও নেত্রীর আগমন ঘটেছিল। **সেই সময় উল্লেখ করার মত ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলঃ-**

- আসাদুজ্জামান আসাদ (ছাত্রদল এর প্রথম আহবায়ক)।
- এনামুল করিম শহীদ (ছাত্রদল এর প্রথম সভাপতি)।

www.pathagar.com

- ডঃ গোলাম হোসেন (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক)।
- গোলাম সারোয়ার মিলন (পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহবায়ক ও সভাপতি)।
- আবুল কাশেম চৌধুরী (পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক)।
- শামছুজ্জামান দুদু (পরবর্তীতে ছাত্রদল সভাপতি)।
- ছাত্র নেতা তপন কুমার মজুমদার (ডাকসু নেতা, বর্তমানে যুগ্ম সচিব)।
- আসাদুজ্জামান রিপন (পরবর্তীতে ছাত্রদল সভাপতি)।
- খন্দকার আবুল কাশেম।
- হাফিজ, রফিক, ওবায়েদ, বদু।
- নাজমুল আহসান
- জালাল আহমেদ (পরবর্তী ছাত্রদলের সভাপতি)।
- শামছুল হক (অতিরিক্ত দায়রা জজ)।
- এম এ কামাল (পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সহ-সভাপতি)।
- সগীর হোসেন (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ভিপি)।
- নজরুল ইসলাম খান (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি)।
- সাজ্জাত হোসেন (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক)।
- এম, এ হালিম (জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের জি,এস)।

www.pathagar.com

- হাবিব উল্লাহ খান (পরবর্তীতে ছাত্রদলের নগর কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক)।
- **পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাসদ ছাত্রলীগ থেকে দুইজন তুখোর ছাত্র নেতা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করেন। এই দুই জন ছাত্র নেতৃবৃন্দ হলেনঃ-**
- **ওমর ফারুক ভুইয়া।**
- **আ,ন,ম এহছানুল হক মিলন।**

এই দুই ছাত্রনেতা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদানের ফলে খুব অল্প দিনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল শক্তিশালী সংগঠনে রুপ নেয়। ছাত্রনেতা ওমর ফারুখ ভুইয়া ও আ,ন,ম এহছানুল হক মিলন ছাত্রদলে যোগদানের কারণে ছাত্রদল এর গুরুত্ব রাতারাতি বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রপতি জিয়া এই দুই ছাত্র নেতাকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সংগঠিত করার জন্য খুব গুরুত্ব দিতেন এবং মাঝে মাঝে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে রাজনৈতিক কথা বলতেন ছাত্রীনেত্রীদের মধ্যে রোকেয়া হলের জি,এস সেলিমা রহমান ছাত্রদল গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ছাত্রদল রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে রাজশাহী সার্কিট হাউজ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। রাজশাহী বিভাগীয় ছাত্রদল প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, ছাত্র প্রতিনিধি সম্মেলনে রাজশাহী বিভাগীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ জোরালো ও বলিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরে। রাজশাহী জাতীয়তাবাদী ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা আব্দুল ওহাব জামী, নওশাদ, গোলাম মর্তুজা, রিজভী

www.pathagar.com

আহমেদ, লিটন, ফেরদৌস প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোলাম সারোয়ার মিলন। আবুল কাশেম চৌধুরী, শামছুজ্জামান দুদু প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ। বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী এমরান আলী সরকার, নগর বি,এন,পি সভাপতি (রাজশাহী) অধ্যাপক একরামুল হক, রাজশাহী জেলা বি,এন,পি সভাপতি এ্যাডভোকেট আবুল কালাম চৌধুরী, রাজশাহী বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট কবীর হোসেন, মোঃ আফজাল হোসেন এম,পি, মোখলেছুর রহমান এম,পি, বি,এন,পি নেতা আজিজুর রহমান, যুব নেতা মিজানুর রহমান মিনু, যুব নেতা কামরুল ইসলাম মনি, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রতিনিধি সম্মেলনে বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে মেধা যোগ্যতা সাহসী, নির্ভীক, লড়াকু ছাত্রদেরকে ছাত্র সংগঠনে সমাবেত করতে হবে মেধা, বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রদেরকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের নেতৃত্বে আনতে হবে। এই বিশাল বিভাগীয় ছাত্র প্রতিনিধি সম্মেলন করার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। প্রতিনিধি সম্মেলন শেষে বি,এন,পি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে সন্ধ্যায় হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় ফিরে আসেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রচুর যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র নেতাদের আগমন ঘটেছিল। সেই সকল ছাত্রনেতাদের নাম আজও ২৫/২৬ বছর পরে মানুষ মনে রেখেছে।

রাষ্ট্রপতি জিয়ার দুরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতির কারণে ও আকর্ষনে এই সকল যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র নেতাদের আগমন ঘটেছিল রাজনীতিতে। বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় কাজ ও বি,এন,পি সংগঠিত করার জন্য উন্নয়ন, উৎপাদনমূখী রাজনীতির

www.pathagar.com

জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিদিন ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা কাজ করেছেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার সময় একটি কথা প্রচারিত ছিলো যে প্রতিদিন রাষ্ট্রপতি ৫/৬ টি জেলায় জনসভা ও জনসংযোগ করে বেড়ান কিন্তু সরকারী ফাইল পত্র দেখেন কখন। আমি রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে থেকে দেখেছি এ সকল সফর চলাকালীন সময় রাষ্ট্রপতি জিয়া রাষ্ট্রীয় কাজের সকল ফাইল পত্র সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সঙ্গে নিতেন। ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে দিনাজপুর যেতে সময় লাগত প্রায় কমবেশী দেড় ঘন্টা। এই সময় রাষ্ট্রপতি জিয়া ফাইল পত্র দেখতেন ও দিক নির্দেশনা অনুমোদন দিতেন। এই কাজগুলো সম্পাদন করতে ওনার পাশে বসে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। দিনাজপুর থেকে বগুড়া যেতে এক ঘন্টা সময় লাগত এই সময়গুলোতে উনি ফাইল পত্র দেখতেন। বঙ্গ ভবনে বসে যে ফাইল পত্র দেখার কথা ছিল এই দৈনিক ফাইলগুলোর কাজ হেলিকপ্টারে বসেই সম্পাদন করতে। কাজের প্রতি যে নিষ্ঠা, দরদ, মনোযোগ, কর্মস্পৃহা রাষ্ট্রপতি জিয়ার মধ্যে ছিল তা কাছে থেকে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না। রাষ্ট্রপতি জিয়ার শাসনামলে এত কাজ, এত পরিশ্রম করেছেন দেশে, বিদেশে বাংলাদেশ এর নাম উজ্জ্বল করার জন্য বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া বলতেন বি,এন,পি নেতা ও কর্মীদের নিকট আমাদের রাজনীতি কোথায় এতকাল ঘুরপাক খাচ্ছিল "মাটির গন্ধ কি তার মধ্যে ছিলো।" রাষ্ট্রপতি জিয়া আরও বলতেন "যখন জন্মেছি তখন মৃত্যু তো আসবেই, তার জন্য ভয় কেন, যতদিন বেছে আছি তত দিন কাজ করে যেতে হবে।" রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন, "মৃত্যুকে কেন এত বড় করে দেখছেন, আপনার এবং আমি তো কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হলাম।" বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার শাসন আমলের প্রথম দিকে মন্ত্রী সভার মিটিং বঙ্গ ভবনে অনুষ্ঠিত হতো, সেই সকল মন্ত্রী সভার মিটিং-এ আমরা যারা বি,এন,পি সিনিয়র কর্মকর্তা ছিলাম তারা মন্ত্রী সভার মিটিং-এ অংশগ্রহন করতাম। মন্ত্রী

www.pathagar.com

সভার সদস্যদের মত মর্যাদা নিয়েই বেশ কয়েক মাস মন্ত্রী সভার মিটিং-এ রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমন্ত্রনে বি,এন,পি সিনিয়র কর্মকর্তারা অংশগ্রহন করে। বি,এন,পি সিনিয়র কর্মকর্তারা আর যাতে মন্ত্রী সভায় মিটিং-এ যোগদান করতে না পারে বাধ সাধলেন উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ও প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। রাষ্ট্রপতি জিয়া বললেন মন্ত্রীসভায় মিটিং-এ বি,এন,পি কর্মকর্তাদের দিক নির্দেশনায় সরকার পরিচালিত হয়। আর এই সকল বি,এন,পি সিনিয়র কর্মকর্তারা মন্ত্রীসভার মিটিং-এ অংশগ্রহন করতে পারবেনা মন্ত্রী সভার মিটিং-এ গোপন আলোচনা সিদ্ধান্ত এই সকল জাতীয় পর্যায়ের বি,এন,পি সিনিয়র কর্মকর্তাদের সামনে করা যাবে না। তার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়া দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া আরও বললেন, তাহলে আমরা কাদের বিশ্বাস করব। রাষ্ট্রপতি জিয়া বললেন এই সকল সিনিয়র নেতৃবৃন্দের দিক নির্দেশনা বি,এন,পি সরকার পরিচালিত হয়। এ কথা বলে ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়লেন। এরপর থেকে মন্ত্রী সভার আর কোন বৈঠকে বি,এন,পি সিনিয়র কর্মকর্তাদের ডাকা হয়নি। রাষ্ট্রপতি জিয়া বঙ্গভবনে বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে মত বিনিময় করতে তখন নেতৃবৃন্দের বক্তব্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুনতেন তা বাস্তবায়িত করার জন্য সচেষ্ঠ হতেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া বলতেন বি,এন,পি জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ফোরাম এত বড় এদের সঙ্গে মর্যাদা দিয়ে মেধা বুদ্ধি আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রী সভার সদস্যদেরকে মানসিক ভাবে যোগ্য ও মর্যাদাবান হয়ে গড়ে উঠতে হবে। তাহলেই দেশ এবং পাটি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে এই যৌথ নেতৃত্ব দেশ ও জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারবে। একবার গিনির প্রেসিডেন্ট আহমেদ সেকেতুবে এবং প্যালেষ্টাইন এর প্রেসিডেন্ট ইয়াদির আরাফাত বাংলাদেশে আসলেন। উভয় রাষ্ট্রপতিকে বঙ্গভবনে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। তখন রঙ্গবভনে মন্ত্রী সভার সদস্য ও বি,এন,পি সিনিয়র

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের আহমেদ সেকেতুরে প্রসিডেন্ট ইয়াছির আরাফাতের সঙ্গে পরিচয়ের ব্যবস্থা করা হলো। রাষ্ট্রপতি জিয়া বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু কে ওনার রুমে ডেকে নিলে। রাষ্ট্রপতি জিয়া খালেকুজ্জামান দুদু কে বললেন, মন্ত্রী সভার সদস্য এবং বি,এন,পি সিনিয়র কর্মকর্তাদের কিভাবে দাড় করিয়েছি আমি বললাম বি,এন,পি সিনিয়র কর্মকর্তারা ও মন্ত্রী সভার সদস্যরা রেড কার্পেটে দুই পাশে মর্যাদা নিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দাড়িয়েছেন, রাষ্ট্রপতি জিয়া আমার সঙ্গে ঐ সময় আলাদাভাবে ইয়াছির আরাফাত, গিনির রাষ্ট্রপতি আহমেদ সেকেতুরে ও ও আই সি সেক্রেটারী জেনারেল হাবিব ছাত্তী সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেদিনের পরিচয় পর্ব আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করি। রাষ্ট্রপতি জিয়া প্যালেষ্টাইনী প্রেসিডেন্ট ইয়াছির আরাফাত, গিনির প্রেসিডেন্ট আহমেদ সেকেতুরে ও ও আই সি মহা-সচিব হাবিব ছাত্তী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, প্রেসিডেন্ট এর মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল ছাদেকুর রহমান কে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী সভার সদস্য ও বি,এন,পি সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দের নিকট আসলেন রাষ্ট্রপতি জিয়া একে একে মন্ত্রী সভার সদস্য ও বি,এন,পি সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ইয়াছির আরাফাত ও আহমেদ সেকেতুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে করমর্দন করতে করতে এগিয়ে ছললেন এই ভাবে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নেতৃবৃন্দের মর্যাদা ও সম্মান দিতেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া আহমেদ সেকেতুরে ইয়াছির আরাফাত হাবিব ছাত্তী কে নিয়ে নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রবেশ করলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার শাসনামলে বহুবার ইয়াছির আরাফাত, আহমেদ সেকেতুরে বহুবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। সেই সময় ইয়াছির আরাফাত ও আহমেদ সেকেতুরে বিশ্ব মুসলিম জাহানের নেতা হয়েছিলেন। সেই সময় মুসলিম জাহানের সমস্যা সমাধানের জন্য ইরাক, ইরান যুদ্ধ বন্ধর জন্য বিশ্ব মুসলিম জাহানের বিশেষ করে ইয়াছির

www.pathagar.com

আরাফাত ও আহমেদ সেকেতুরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুবার ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন এবং আহমেদ সেকেতুরে ও ইয়াছির আরাফাতের সঙ্গে বিশ্ব নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করতে পেরেছিলেন রাষ্ট্রপতি জিয়া। ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের জন্য বিশ্ব মুসলিম জাহানে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

www.pathagar.com

৮১ সালের ২৬শে মার্চ শেরে বাংলা নগরের মানিক মিয়া এভিনিউতে স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে কুচকাওয়াজ ও প্যারেড সেনাবাহিনীর মহরা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮১ সালের ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে মানিক মিয়া এভিনিউতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন।

www.pathagar.com

সকালে প্যারেড গ্রাউন্ডে রাষ্ট্রপতি জিয়া সালাম গ্রহন ও কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। সেনাবাহিনীর চৌকস সৈনিকরা। বিভিন্ন কলা কৌশল ও মহড়া প্রদর্শন করেন। এই মহড়া পরিদর্শন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি জিয়ার যখন অভিবাদন নিচ্ছেন তখন ওনার দুই পাশে গিনির প্রেসিডেন্ট আহমেদ সেকেতুরে ও প্যালেষ্টাইন প্রেসিডেন্ট ইয়াছির আরাফাত রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে সালাম গ্রহন করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার অভিবাদন মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন ও আই সি মহা-সচিব হাবিব ছাত্তী তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্ণেল মোস্তাফিজুর রহমান, তিন বাহিনীর প্রধানগন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে দিক নির্দেশনা রাজনীতি জাতিকে দিয়েছিলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ তা গ্রহন করেছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়ার সৎ গতিশীল রাজনীতি বাংলাদেশী জনগনকে খুব দ্রুত গতিতে আকর্ষন করতে পেরেছিল।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়া স্পেশাল ট্রেনে করে সমগ্র বাংলাদেশে জনসভা ও জন সংযোগ শুরু করলেন।

প্রথম পর্যায় কমলাপুর রেল ষ্টেশন থেকে দুই দিন ব্যাপী জনসংযোগ শুরু করলেন। কমলাপুর রেলষ্টেশন থেকে প্রথম দিন প্রায় চল্লিশটি জনসভায় দেওয়ানগঞ্জ পর্যন্ত ষ্ট্রেশনে ভাষন দেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী আরও বেশ কিছু মন্ত্রী। সংসদ সদস্য, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, কমলাপুর থেকে প্রথমে টঙ্গী রেল ষ্ট্রেশনে পাদদেশে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। প্রেসিডেন্ট এবং তার সফর সঙ্গীদেরকে বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ সহ স্বাগতম জানায় গাজীপুর জেলার বি,এন,পি নেতা হাবিব উল্লাহ এম,পি, টঙ্গী বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, টঙ্গীর জনসভায় লাখো লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। জনগন আনন্দে মুখরিত হয়ে আকাশ বাতাস কাপিয়ে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে রাখছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়াকে পেয়ে টঙ্গীতে যে লাখো মানুষের প্রানের সঞ্চার হয়েছিল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। টঙ্গী থেকে স্পেশাল ট্রেন এগিয়ে চল্লো। জয়দেবপুর অভিমুখে। জয়দেবপুর রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় লোক সমাগম এত হয়েছিল যা সামলানো কঠিন হয়ে দাড়ায়। রাষ্ট্রপতি জিয়া ট্রেন থেকে নেমে জয়দেবপুর বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায়

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ভাষন দিলেন। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি কোষাধ্যক্ষ মন্ত্রী চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দীকী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ। এর পর স্পেশাল ট্রেন গফুরগঞ্জ রেল ষ্ট্রেশনের দিকে এগিয়ে চললো রাষ্ট্রপতি জিয়ার স্পেশাল ট্রেনের কামরায় রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের সঙ্গে রাজনীতি সংগঠন বিভিন্ন বিষয় মতবিনিময় ওদিকে নির্দেশনা মূলক আলোচনা করলেন সেই সময় রাষ্ট্রপতির কেবিনে আমরা চা, কফি ও বিস্কুট খাচ্ছিলাম। আলোচনার মধ্যেই সেই সময় রাষ্ট্রপতির কামরায় উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, ডাক ও তার মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, যুবমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল হামিদ (স্পষ্টভাষী), আইন সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার।

জয়দেবপুর রেল ষ্টেশন থেকে গফুরগাঁও আসার পথে ৫/৭ টি রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বক্তৃতা করেন। আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু স্পেশাল ট্রেন গফুরগাঁও এসে পৌছাল, গফুরগাঁও থানা বি,এন,পি আয়োজিত স্মরণকালের ঐতিহাসিক জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষন দেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ সুলতান। উপচে পড়া লোকের ভিড়ে জনসভা

www.pathagar.com

জনসমদ্রে পরিনত হয়েছিল। স্পেশাল ট্রেন ময়মনসিংহ জেলা শহরের দিকে চললো। ময়মনসিংহ আসার আগে আরও ৫/৭টি বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দেন। বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, স্পেশাল ট্রেন প্রত্যেকটি রেলওয়ে ষ্টেশনে রাষ্ট্রপতি জিয়া জনসংযোগ করে ময়মনসিংহ রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছাল। ময়মনসিংহ রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। এই বিশাল জনসভায় তিল পরিমান ঠাই ছিল না। আনন্দ উৎসব কলরবের মধ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়া ভাষন দেওয়া শুরু করলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার দিক নির্দেশনা মূলক ভাষন ময়মনসিংহ বি,এন,পি নেতা কর্মী ও জনগনকে মানুষের জন্য কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতে পেরেছিলো। ময়মনসিংহ-২ জেলা বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী শামছুল হুদা চৌধুরী, ময়মনসিংহ জেলা বি,এন,পি উত্তর দক্ষিন সভাপতি রজব আলী ফকির, শাহজাহান, বিচারপতি টি এইচ খান, এম,পি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ময়মনসিংহ জনসভায় শেষে স্পেশাল রাষ্ট্রীয় ট্রেন জামাল পুর রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। জামালপুর আসার আগে আরও ৫/৬টি ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। বি,এন,পি আয়োজিত জনসভা গুলোতে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। স্পেশাল ট্রেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে জামালপুর রেল ষ্ট্রেশনে পৌছালেন। জামালপুর জেলা বি,এন,পি আয়োজিত এই বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দেন। আরও বক্তৃতা

www.pathagar.com

করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, যুবমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল হামিদ, আইন ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী প্রফেসর আব্দুস সালাম, রহিমা খন্দকার এম,পি, জামালপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি খায়রুল বাশার চিশতী জামালপুর থেকে জনসংযোগ শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়ার বিশেষ ট্রেন বাহাদুরাবাদ ঘাটের দিকে রওয়ানা হলো। বাহাদুরাবাদ ঘাট আসার আগে দেওয়ানগঞ্জ রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দেন। দেওয়ানগঞ্জ জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, স্থানীয় এম,পি মোঃ আলমাস, রাষ্ট্রীয় বিশেষ ট্রেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সফর সঙ্গীদের নিয়ে বাহাদুরাবাদ ঘাট রেল ষ্টেশনে পৌছালেন। বাহাদুরাবাদ ঘাটে লোকে লোকারন্য বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, রহিমা খন্দকার এম,পি। কমলাপুর থেকে সকাল ৭ টায় বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেনে রওনা দিয়ে বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটি জনসভা করে পৌছাতে রাত আটটা বেজে যায়। এই চল্লিশটি জনসভায় পরিচালনা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। বাহাদুরাবাদের জনসভা শেষে রেলের বিশেষ জাহাজে করে বাহাদুরাবাদ থেকে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি ঘাটের দিকে রাষ্ট্রপতি জিয়া ও তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে চললো বিশেষ জাহাজটি আস্তে আস্তে করে রাত ৯ টায় যাত্রা শুরু করলো, ফুলছড়ি ঘাটে পৌছাতে ভোর চারটা হয়ে

www.pathagar.com

গেলে। জাহাজে রাত্রি দশটায় রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম ও রেলের চেয়ারম্যান আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী, রাতের ডিনারের ব্যবস্থা করলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে ডিনারে যারা অংশগ্রহন করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, ডাক ও তার মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান উচ্চপদস্থ সামরিক, রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ। জাহাজে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ডিনারে অংশগ্রহন করা মন্ত্রী, বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ এম,পি, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে খেতে খেতে বিভিন্ন বিষয় মতবিনিময় করলেন। ডিনার শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া ওনার বেডরুমে চলে গেলেন। এই রাত দশটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি জিয়া ওনার রুমে পৃথক পৃথক ভাবে বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী, এম,পি, উচ্চপস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন। চল্লিশটি জনসভা করে আবার ভোর চারটা পর্যন্ত মতবিনিময় করা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতি জিয়া খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন, কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা থাকলে একজন রাষ্ট্রনায়কের পক্ষেই এই রকম অক্লান্ত পরিশ্রম করা সম্ভব। রাষ্ট্রপতি জিয়া ওনার সমসাময়িক কালে সর্বশ্রেষ্ঠ গতিশীল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। জাহাজ থেকে নেমে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে ফুলছড়ি ঘাটে অপেক্ষামান রাষ্ট্রীয় বিশেষ ট্রেনে উঠলেন। স্পেশাল ট্রেনে ভোর পাঁচটায় রাষ্ট্রপতি জিয়া ও তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে গাইবান্ধার বোনার পাড়া রেল ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা ছিল। সাড়ে পাঁচটায় বোনার পাড়া রেল ষ্টেশনে পৌছাল। বিশেষ ট্রেনটি সাড়ে পাঁচটা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের কে নিয়ে রাত্রি

www.pathagar.com

যাপন করল। সকাল সাড়ে নয় টায় বোনার পাড়া রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রেলওয়ে মন্ত্রী আব্দুল আলীম, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, বোনার পাড়া থেকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন গাইবান্ধা রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। গাইবান্ধান আসার আগেই বাদিয়াখালী রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন, জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। এরপর জনসভা শেষে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন ত্রিমোহীনী রেল ষ্ট্রেশনে পৌছাল। ত্রিমোহীনীতে বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। এরপর ত্রিমোহীনি থেকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন গাইবান্ধা রেল ষ্ট্রেশনে রাষ্ট্রপতি জিয়া ও তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে পৌছাল। গাইবান্ধা জেলা শহরে খালেকুজ্জামান দুদু জন্মস্থান। গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি আয়োজিত লাখো মানুষের সমাবেশে রাষ্ট্রপতি জিয়া ভাষন দেওয়ার আগে স্পেশাল ট্রেনে রাষ্ট্রপতি জিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন গাইবান্ধার এই জনসভায় কে বক্তৃতা করবে, আমি গম্ভীর গলায় উত্তরে বললাম খালেকুজ্জামান দুদু বক্তৃতা করবে। আমার কথা শুনে উপস্থিত মন্ত্রীরা দুই/একজন বলে উঠলেন নিজের জেলায় বক্তৃতা দিতে নাই। আমি মন্ত্রীদের এ কথা শুনে রাগে উত্তেজিত হয়ে বললাম নিজের জেলায় চোর বক্তৃতা দিতে পারে না।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়া আমার কথা শুনে বললেন, গাইবান্ধাতে খালেকুজ্জামান দুদু বক্তৃতা করবে। এই লাখো মানুষের জনসভায় আকাশ বাতাস প্রকল্পিত করে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ভাষন দিলেন। গাইবান্ধার জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, জনসভা শেষে স্পেশাল ট্রেন গাইবান্ধা থেকে কামার পাড়া রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো বিশেষ ট্রেনে রাষ্ট্রপতির কামরায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার সামনে বি,এন,পি মহা-সচিব আমাকে প্রশ্ন করলেন, গাইবান্ধায় কে বক্তৃতা দেবে, কথা শুনে রেগে গেলেন কেন? আমি উত্তরে বললাম গাইবান্ধা জেলাতে আসার আগে চল্লিশটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছি তখন কোন প্রশ্ন উঠলনা কে বক্তৃতা দেবে। রাত দিন পরিশ্রম করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে জনসভাগুলো মাত করে দিলাম তখন কোন প্রশ্ন উঠল না। যেই আমার জন্মভূমি গাইবান্ধাতে এলাম তখনি রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রশ্ন করলেন গাইবান্ধায় কে বক্তৃতা দেবেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াকে দুই একজন মন্ত্রী শিখিয়ে দিয়েছে খালেকুজ্জামান দুদু বাদে অন্য জেলার মন্ত্রীরা বক্তৃতা করে গাইবান্ধা জেলায়। রাষ্ট্রপতি জিয়াকে আরও বললাম গাইবান্ধার আগে চল্লিশটি জনসভায় ভাষন দিলাম সেই জনসভাগুলোর বক্তৃতা গাইবান্ধা কেউ দেখে নাই। আমি যদি গাইবান্ধায় বক্তৃতা না দিতাম তাহলে গাইবান্ধার নেতা মানুষেরা মনে করত কোন জায়গায় খালেকুজ্জামান দুদু ভাষন দেওয়ার সুযোগ পায় নাই। রাষ্ট্রপতি জিয়া আমার বক্তব্য শুনে বললেন, খালেকুজ্জামান দুদু রেগে যাওয়া ঠিকই হয়েছে। জনসভাগুলোতে যখনই বক্তৃতা দিয়েছি রাষ্ট্রপতি জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্ণেল মহাতাব রাষ্ট্রপতির গলা যাতে ঠিক থাকে রাষ্ট্রপতির গলায় স্প্রে করে দিতেন। কর্ণেল মহাতাব রাষ্ট্রপতির গলায় স্প্রে করার পর পরই আমার গলায়

www.pathagar.com

স্প্রে করে দিতেন। কর্ণেল মহাতাব খুব ভালো মানুষ ছিলেন, দেশের মানুষের জন্য নিবেদিত ছিলেন। বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর সফর সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে চললো।

গাইবান্ধার কুপতলা কামারপাড়া রেল ষ্টেশনে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ট্রেন এসে থামল।

বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন, কঠোর পরিশ্রম এর মধ্য দিয়ে খেতে খামারে ফসল দ্বিগুন করতে হবে, খাল খনন করতে হবে। উৎপাদনমুখী রাজনীতি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতিকে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, কুপতলা রেল ষ্টেশনে জনসভা শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সফর সঙ্গীদের নিয়ে রাষ্টীয় বিশেষ ট্রেনে কামার পাড়া রেল ষ্টেশনে এসে পৌছাল। কামার পাড়ায় বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় মুহমুহ করতালির মধ্য দিয়ে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। সভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজামান দুদু, ডাক ও তার মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া। সভা শেষে বিশেষ রাষ্টীয় ট্রেন

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়ার সফর সঙ্গীদের নিয়ে নলডাঙ্গা রেল ষ্ট্রেশনে পৌছাল। নলডাঙ্গায় বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রাষ্ট্রপতি জিয়া জনসভা শেষে সফর সঙ্গীদের নিয়ে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেনে গাইবান্ধার বামনডাঙ্গা রেল ষ্টেশনে এসে পৌছালেন। জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, স্থানীয় সরকার সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, জনসভা শেষে স্পেশাল রাষ্ট্রীয় ট্রেন চৌধুরানী রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। চৌধুরানীতে বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া ভাষন দিলেন। আরও তিনি বলেন আইনের শাসন দেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সকলকে শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কৃষক শ্রমিকদের আয় বাড়াতে হবে, উৎপাদন দ্বিগুন করতে হবে, পুকুরে মাছ চাষ করতে হবে, হাস মুরগি, গরু ছাগলের খামার গড়ে তুলতে হবে। সার্বজনীন গণশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এর ব্যবস্থা করতে হবে। সভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, স্থানীয় সরকার সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন রাট্রপতি জিয়া ও তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে পীরগাছা রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। পীরগাছা রেল ষ্ট্রেশনে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা

www.pathagar.com

চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু পীরগাছা জনসভা শেষে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন কাউনিয়া রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। কাউনিয়া রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন, জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহাসচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, ডাক ও তার মন্ত্রী এ কে এম সাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, জনসভা শেষে কাউনিয়া থেকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন রংপুর রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। রংপুর রেল ষ্টেশনের বিশেষ ট্রেনে রাষ্ট্রপতির রুমে সফর সঙ্গীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন রাষ্ট্রপতি জিয়া বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করলেন। চা খেতে খেতে রাষ্ট্রপতি জিয়া দুই দিন ব্যাপী জনসংযোগ এর সফলতা দিক নির্দেশনা আন্তর্জাতিক রাজনীতি রুশ, ভারত, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলেন পার্টির নেতা দলীয় মন্ত্রী এম,পিদের মধ্যে সোহার্দ সম্প্রীতি বজায় রাখার কথা বললেন রাষ্ট্রপতি সফর সঙ্গীদের অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করলেন মন্ত্রীদের মন্ত্রণালয়ে খোজ খবর নিলেন। প্রশাসনিক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। বিশেষ ট্রেন রংপুর রেল ষ্টেশনে এসে পৌছাল, রংপুর রেল ষ্টেশনে রংপুর জেলা বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি বহু সমস্যা তুলে ধরলেন এবং বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা দিলেন। সভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজ্জা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, ডাক ও তার মন্ত্রী কে এম মাইদুল ইসলাম, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া, রেজাউল হক সরকার এম,পি, শফিকুল গনি স্বপন, এম,পি, ময়েনউদ্দীন সরকার,এম,পি, রংপুর জেলা

www.pathagar.com

বি,এন,পি সভাপতি কাজী ইয়াহিয়া, রহিম উদ্দিন ভরসা, এম,পি। রাষ্ট্রীয় বিশেষ ট্রেনে রংপুর থেকে সভা শেষে রংপুর এর বদরগঞ্জ রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো, বদরগঞ্জ রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহাসচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, স্থানীয় সরকার সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ ইলিয়াস। রাষ্ট্রপতি জিয়া তার ভাষনে বদরগঞ্জের উন্নয়নে যাকিছু করা দরকার তার আশ্বাস ও বাস্তবায়নের নির্দেশ দিলেন। জনসভা শেষে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন পার্বতীপুর এর দিকে এগিয়ে চললো। রাষ্ট্রপতি জিয়া ট্রেনে চা খেতে খেতে সফর সঙ্গীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন এবং বিভিন্ন বিষয় দিক নির্দেশনা দিলেন। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরকারী ফাইলপত্র নিয়ে আলোচনা করলেন, সরকারী ফাইল পত্র দেখলেন, অনুমোদন ও দিক নির্দেশনা দিলেন। পার্বতীপুর রেল ষ্টেশনে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ট্রেন পৌছাল। পাবর্তীপুর রেল ষ্ট্রেশনে বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, এম,পি, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি, হাজী মনছুর, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি মোঃ মহছিন, জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম নবাব, হাসিনা বেগম, এম,পি। জনসভা শেষে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন দিনাজপুর এর দিকে এগিয়ে চললো। দিনাজপুর রেলষ্টেশনে দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন, জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি

www.pathagar.com

সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, দিনাজপুর জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী, বি,এন,পি নেতা উপ-প্রধানমন্ত্রী এস,এ বারী, স্থানীয় সরকার সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, হাজী মনছুর এম,পি, অধ্যক্ষ আতিয়ার রহমান, এম,পি, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি মোঃ মহছিন, জেলা বি,এন,পি সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট নঈম উদ্দীন, দিনাজপুর জেলা-বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম নবাব, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খায়রুল আনাম, বি,এন,পি নেতা এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম, দিনাজপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিজু, বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন, কৃষক-শ্রমিকের হাতকে উৎপাদনের সহায়ক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। দিনাজপুরে সৎ, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরকে বি,এন,পি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। রাষ্ট্রপতি জিয়া আরও বলেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শকে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান বলেন, জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুসংগত করতে হবে। তিনি বলেন, উৎপাদনের রাজনীতি- কল্যান রাষ্ট্র, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি মুসলিম জাহানের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সৎভাব বজায় রাখতে হবে। বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন, সৎ ত্যাগী যোগ্য রাজনৈতিক নেতাদেরকে বি,এন,পি এর নেতৃত্বে বসাতে হবে। দিনাজপুর এর জনসভা শেষে সড়ক পথে রাষ্ট্রপতি জিয়া তার সফর সঙ্গীদের কে নিয়ে ঠাকুরগাঁও পৌছালেন। ঠাকুরগাঁও জেলা বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি নেতা উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ

www.pathagar.com

বারী এটি, প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা রুহুল আমিন, এম,পি, রেজানুল হক (ইদু চৌধুরী), ঠাকুরগাঁও জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক মোঃ ইয়াছিন, প্রধান অতিথির ভাষনে বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান বলেন, ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হবে। তিনি আরও বলেন কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে হবে। বি,এন,পি চেয়ারম্যান আরও বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্র সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতার হারানো অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন বি,এন,পি ছাত্র দল, যুবদল, মহিলা দল, শ্রমিক দল, কৃষক দল শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি সহ সকল অঙ্গ দল সমুহকে জনগনের পাশে দাড়িয়ে কাজ করতে হবে। ঠাকুরগাও এর জনসভা শেষে সড়ক পথে ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দরে সফর সঙ্গীদের নিয়ে বাংলাদেশ বিমানে করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তখন প্রায় রাত আটটা হয়েগেছে। ঠাকুরগাঁও বিমান বন্দরের রানওয়ে হারিকেন দিয়ে আলোকিত করা হয়েছিল। কেননা সন্ধ্যার পরে ঠাকুরগাঁও থেকে বিমান ছাড়ার ব্যবস্থা ছিল না। ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও তার সফর সঙ্গীদের বিদায় জানানোর সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি, ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা রুহুল আমিন, এম,পি, রেজানুল হক চৌধুরী (ইদু চৌধুরী), হাসিনা বেগম, এম,পি, ঠাকুরগাঁও জেলা বি,এন,পি সভাপতি মোঃ ইয়াছিন, হাজী মনছুর, এম,পি, অধ্যক্ষ আতিয়ার রহমান, এম,পি, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি, দিনাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মোঃ মহছিন, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম নবাব। আবার কিছুদিন পর দুই দিন ব্যাপী রেলের গণসংযোগ শুরু করলেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসিরাগঞ্জ জেলা রেলষ্টেশনে থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়া হেলিকপ্টার যোগে বি,এন,পি

www.pathagar.com

সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু কে সঙ্গে নিয়ে সিরাজগঞ্জে অবতরন করলেন। সিরাজগঞ্জে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে অভ্যার্থনা জানালেন বি,এন,পি নেতা বৃহত্তর পাবনার জেলা দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ আব্দুল মতিন। সিরাজগঞ্জ রেল ষ্টেশন ময়দানে সিরাজগঞ্জ জেলা বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী ডঃ আব্দুল মতিন, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ আমিনা রহমান (সভানেত্রী মহিলা দল), প্রতিমন্ত্রী মির্জা আব্দুল হালিম, সিরাজগঞ্জ জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যক্ষ তাহাজ্জাত হোসেন। জনসভায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মির্জা আব্দুর রশিদ এম,পি, মির্জা আব্দুল আউয়াল, এম,পি, প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম মিয়া, বি,এন,পি নেত্রী কেন্দ্রীয় সদস্য অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, কেন্দ্রীয় সদস্য ডেইজী আজিজ, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতা ফজলুর রহমান পটল, প্রধান অতিথির ভাষনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন, ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম প্রিয়তা বাংলাদেশী জাতীর এক মহান চিরঞ্জীব বৈশিষ্ট। তিনি বলেন জনমুখী রাজনীতিকে সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক মানবমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমৃদ্ধ অর্জনের জাতীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গা অঙ্গি ভাবে সংশ্লিষ্ট হতে হবে দেশ প্রেমিক শক্তিকে সম্মিলিত ভাবে উৎপাদনমুখ রাজনীতি করতে হবে। বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেনে সিরাজগঞ্জ জেলা বি,এন,পি আয়োজিত জনসভা শেষ হওয়ার পর বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সফর সঙ্গীদের নিয়ে উঠলেন। বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে ঈশ্বরদী রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। ঈশ্বরদী পৌছানোর আগেই বেশ কয়েকটি রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। জনসভাগুলোতে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক

www.pathagar.com

খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী ডঃ এম,এ মতিন, বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন ঈশ্বরদী রেল ষ্টেশনে পৌছাল রাষ্ট্রপতি জিয়াকে নিয়ে হাজার হাজার মানুষের মুহমুহ স্লোগান ও করতালির মধ্য দিয়ে বিশেষ ট্রেন থেকে অবতরন করলেন, বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। রাষ্ট্রপতি ষ্টেশনে অবতরন করে বি,এন,পি আয়োজিত সভা মঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন জনতার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে ঈশ্বরদী রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী ডঃ এম,এ মতিন, প্রতিমন্ত্রী মির্জা আব্দুল হালিম, পাবনা জেলা বি,এন,পি অধ্যক্ষ মহাতাব উদ্দিন বিশ্বাস, স্থানীয় এম,পি, আব্দুল বারী সরকার, এম,পি, জনসভায় নেতৃবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন মির্জা আব্দুল আউয়াল এম,পি, আনোয়ারুল ইসলাম, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, ডেইজী আজিজ, মির্জা আব্দুর রশিদ এম,পি, বি,এন,পি নেতা ফজলুর রহমান পটল, পাবনা জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী মিসেস হিসিনা কোরেইশী, রাষ্ট্র বিশেষ ট্রেন আব্দুল্লাহপুর রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। আব্দুল্লাহপুর পৌছানোর আগে বেশ কয়েকটি জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, জনসভা শেষে বিশেষ ট্রেন নাটোর রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। নাটোর আসার আগে রাষ্ট্রপতি জিয়া বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেনে সফর সঙ্গীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় মতবিনিময় করলেন। বিকাল চারটায় বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন নাটোর ষ্টেশনে এসে পৌছাল। নাটোর রেল ষ্টেশন সংলগ্ন বিশাল চত্বরে নাটোর জেলা বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। নাটোরের বিশাল জনসভায়

www.pathagar.com

লক্ষ মানুষের গগন বিদারী স্লোগানের মধ্যে দিয়ে জনগন ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হাত মিলাতে মিলাতে সভামঞ্চে এসে আসন গ্রহন করলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া নাটোরের জনসভায় এত মানুষের ঢল নেমেছিল যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নাটোরে নেতা কর্মী ও জনগনের মধ্যে যে আনন্দ উৎসব লক্ষ করা গিয়েছিল পরবর্তীতে সেই কারনেই বি,এন,পি শক্তিশালী সংগঠনে পরিনত হয়েছিল। নাটোরের জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী ডঃ এম, এ মতিন, হুইফ আব্দুল মান্নান, জেলা বি,এন,পি সভাপতি দীন মোহাম্মদ এ্যাডভোকেট, নাটোর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপদক গোলাম মোর্শেদ, মোস্তাফিজুর রহমান এম,পি, বি,এন,পি নেতা ফজুলর রহমান পটল, বি,এন,পি নেতা শেখ শওকত হোসেন নিলু, বি,এন,পি নেত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষনে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন আমাদের সরকার বিজ্ঞান কারিগরি বৃক্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাবে যাতে শিক্ষিত তরুন তরুনী বেকারত্বের অভিশাপে না ভোগে। তিনি বলেন, নিরক্ষরতা দুর করতে হবে। জীবন নির্ভর, জীবন মুখী শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। জনসভা জনসভা শেষে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া নাটোরের উত্তরা গণভবনে পৌছালে সফর সঙ্গীদের নিয়ে রাতে নাটোরে উত্তরা গণভবনে মন্ত্রী সভার সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী সভায় রাষ্ট্রপতি জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, মন্ত্রী সভার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগন, সংশ্লিষ্ট সচিবগন সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাতে নাটোর জেলা বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সংগঠন প্রশাসন বিভিন্ন বিষয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জিয়া আলোচনা করেন।

www.pathagar.com

পরদিন সকাল বেলা নাটোর রেল ষ্ট্রেশন থেকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সফর সঙ্গীদের নিয়ে রেলের জনসংযোগ শুরু করলেন।

নাটোর থেকে আহছানগঞ্জ যাওয়ার পথে বিভিন্ন রেল ষ্টেশনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ভাষন দেন। আহছানগঞ্জ রেল ষ্টেশনে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন রাষ্ট্রপতি জিয়াকে নিয়ে পৌছালে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য মন্ত্রী এমরান আলী সরকার, রেলও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, সভায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নওগা জেলা বি,এন,পি সহ সভাপতি আলমগীর কবির (বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী), মোতাহার হোসেন চৌধুরী, এম,পি, জনসভা শেষে বিশেষ ট্রেন সান্তাহার রেল ষ্ট্রেশনের দিকে এগিয়ে চললো। আহছানগঞ্জ থেকে সান্তাহার যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটি বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। সান্তাহার রেল ষ্টেশনে বিশেষ ট্রেন পৌছালে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি ও বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া তার ভাষনে বলেন শোষন মুক্ত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য এদেশের মানুষ যুগযুগ ধরে লড়াই ও সংগ্রাম করেছে। বি,এন,পি তাই একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র উপহার দিয়েছে। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ

www.pathagar.com

এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, ত্রাণমন্ত্রী এমরান আলী সরকার, নওগা জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কাউয়ুম, নওগা জেলা বি,এন,পি সহ-সভাপতি আলমগীর কবির, নওগা জেলা বি,এন,পি মোকলেছুর রহমান, এম,পি, নওগা জেলা বি,এন,পি সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট মকবুল হোসেন এম,পি, নওগা জেলা বি,এন,পি সহ-সভানেত্রী হামিদা মোকলেছ এম,পি, নওগা জেলা বি,এন,পি সহ-সভাপতি নওগা পৌরসভার চেয়ারম্যান গোলাম মোর্শেদ। রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন, দেশ জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে হলে নেতা কর্মীদেরকে জনগনের সুখে দুঃখে তাদের পাশে দাড়াতে হবে। সান্তাহার জনসভা শেষে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন জয়পুরহাটের দিকে এগিয়ে চললো। সান্তাহার থেকে জয়পুরহাটে যাওয়ার পথে রাষ্ট্রপতি জিয়া বেশ কয়েকটি রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি ভাষন দেন। জয়পুর হাট রেল ষ্টেশনে বিশাল ট্রেন জয়পুরহাটে পৌছালে জয়পুর হাট জেলা বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম জয়পুর হাট জেলা বি,এন,পি সভাপতি ওয়ালিউজ্জামান আলম, রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন দেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নতি করতে হবে। শিক্ষিত যুবকদেরকে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন, রাজনীতির লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে, সবার জন্য সফল সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ ১৯ দফা অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানের লক্ষ্য ১৯ দফা কর্মসূচী, জয়পুরহাট জনসভা শেষে পাচবিবি রেল ষ্টেশনে বিশাল রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

ট্রেন পাচবিবি রেল ষ্টেশনে এসে পৌছাল। পাচবিবি বহু সুস্থি বিজড়িত স্থান। পাচবিবি বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষন দেন জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহাসচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, জয়পুরহাট জেলা বি,এন,পি সভাপতি ওয়ালিউজ্জামান আলম, পাচবিবিতে প্রধান অতিথির ভাষনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন, কৃষি বিপ্লব এর সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ক্ষেত্রেও বিপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে। আধুনিক যুগে কৃষি ও শিল্প একে অপরের পরিপুরক। তিনি বলেন, খাদ্য এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য দেশের খাদ্য-শস্য উৎপাদন দ্বিগুন করতে হবে। পাচবিবি জনসভা শেষে বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন হিলি রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। হিলি রেল ষ্টেশনে আসার আগে বেশ কয়েকটি রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় ভাষন দেন। হিলি রেল ষ্টেশনে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ট্রেন এসে পৌছালে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সদস্য উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, হাজী মনছুর এম,পি, অধ্যক্ষ আতিয়ার রহমান এম,পি, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি দিনাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মোঃ মহছিন, দিনাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মোঃ মহছিন, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম নবাব, বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন উৎপাদনমুখী জীবন নির্ভর রাজনীতি জনগনকে করতে হবে। জনগনের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি আনতে হবে। বি,এন,পি লক্ষা উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব নির্ভর গণমূখী রাজনৈতিক কাঠামো ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জনসভা শেষে হিলি বাজারে ভারতীয়

www.pathagar.com

হাজার হাজার নাগরিক গন দুর থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া ভারতীয় নাগরিকদের শুভেচ্ছার জবাব দেন হাত নেড়ে, রাষ্ট্রপতি জিয়াকে দেখে ভারতের সীমান্তের মানুষ আনন্দ প্রকাশ করে। হিলি থেকে রাষ্ট্রীয় বিষেশ ট্রেন চত্রাই রেল ষ্টেশন হয়ে ফুলবাড়ী রেল ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। ফুলবাড়ী পৌছানোর আগে বেশ কয়েকটি রেল ষ্টেশনে বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন রাষ্ট্রপতি জিয়া ও তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে দিনাজপুর এর ফুলবাড়ী রেল ষ্টেশনে পৌছাল, ফুলবাড়ীতে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, উপ-প্রধানমন্ত্রী এস, এ বারী এটি, হাজী মনছুর এম,পি, অধ্যক্ষ আতিয়ার রহমান, এম,পি, জেলা-বি,এন,পি সভাপতি মোঃ মহছিন, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম নবাব, প্রধান অতিথির ভাষনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন স্থিতিশীলতা, শান্তি নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে জনগণকে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নতি আনতে হবে। জাতীয় ভিত্তিক ইস্পাত কঠিন গণঐক্য গড়ে তুলতে হবে, জাতীয় পর্যায়ে স্থিতিশীলতা আনতে হবে, জাতীয় ঐক্যবোধকে মজবুত করতে হবে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা বি,এন,পি অন্যতম প্রধান লক্ষ উৎপাদনের রাজনীতি জনগনের গণতন্ত্র বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফুলবাড়ী জনসভা শেষে বিশেষ রেল ফুলবাড়ী থেকে দিনাজপুর, পারবর্তীপুর রেল ষ্টেশনের দিকে বি,এন,পি চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান এবং তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে চললো।

www.pathagar.com

বিশেষ রাষ্ট্রীয় ট্রেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কে নিয়ে পার্বতীপুর রেল ষ্টেশনে পৌছাল।

পার্বতীপুরে বি,এন,পি আয়োজিত বিশাল জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য উপ-প্রধানমন্ত্রী এস,এ বারী, এটি, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, হাজী মনছুর এম,পি, অধ্যক্ষ আতিয়ার রহমান, এম,পি, হাছিনা বেগম,এম,পি, দিনাজপুর জেলা বি,এন,পি সভাপতি মোঃ মহছিন, দিনাজপুর জেলা বি,এ,পি সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম নবাব, প্রধান অতিথির ভাষনে রাষ্ট্রপতি জিয়া বলেন, এক দলীয় শাসনের জগতদল পাথর থেকে দেশকে মুক্ত করা হয়েছে, স্বৈরাচার দুর করে বহু দলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, রাবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, হাজার হাজার জনগণের শ্লোগান ও করতালির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়া বক্তৃতা শেষ করেন। পার্বতীপুর জনসভা শেষে সড়ক পথে ঠাকুরগাঁও এর উদ্দেশ্যে সফর সঙ্গীদের নিয়ে রওনা দেন ঠাকুরগাও জেলা বি,এ,পি আয়োজিত এক জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির ভাষন দেন। ঠাকুর জেলা বি,এন,পি আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, উপ-প্রধানমন্ত্রী এস,এ,বারী এটি, রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম, প্রতিমন্ত্রী

www.pathagar.com

ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, হাজী মনছুর এম,পি, মির্জা রুহুল আমিন, এম,পি, ইদু চৌধুরী, এম,পি, ঠাকুরগাঁও জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক মোঃ ইয়াছিন, রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন দেশ থেকে দূর্ণীতি দুর করতে হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব মর্যাদার সঙ্গে ঠিকিয়ে রাখতে হবে। জনসভা সেশেষে সফর সঙ্গীদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়া ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমানে করে ঐ রাতেই ঢাকা ফিরে আসেন। রাষ্ট্রপতি এবং তার সফর সঙ্গীদের বিদায় জানান উপ-প্রধানমন্ত্র এস, এ বারী এটি, প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, মির্জা রুহুল আমিন এম,পি, ইদু চৌধুরী এম,পি, হাজী মনছুর এম,পি, হাছিনা বেগম এম,পি, ঠাকুরগাঁও জেলা বি,এন,পি সভাপতি অধ্যাপক মোঃ ইয়াছিন।

www.pathagar.com

৮০ সালের শেষের দিকে উপ-রাষ্ট্রপতি এর বাসভবন চত্বরে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ (মিজান), সাধারণ সম্পাদক সাবেক মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সাবেক মন্ত্রী সোহরাব হোসেন সহ প্রায় পাঁচশত বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মিজান গ্রুপের নেতা কর্মী বি,এন,পি-তে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ (মিজান) আয়োজিত বি,এ,পি-তে যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান প্রধামন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খাললকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মন্ত্রী কে,এম ওবায়দুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রাষ্ট্রপতি জিয়া আওয়ামীলীগ থেকে যোগদানকারী অধ্যাপক ইউছুফ আলী, সোহরাব হোসেন সহ নেতৃবৃন্দকে বি,এন,পি-তে যোগদানের জন্য স্বাগতম ও ধন্যবাদ জানান। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও সোহরাব হোসেন এর যোগদান অনুষ্ঠান শেষে একই মঞ্চে ইউ,পি,পি এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান ভুইয়া এর নেতৃত্বে বেশ কিছু ইউ,পি,পি এর নেতৃবৃন্দ বি,এন,পি-তে যোগদান করেন। **ইউ,পি,পি এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান ভুইয়া সহ নেতৃবৃন্দ বি,এন,পি-তে যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিনেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান,** অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি মহাসচিব এ কিউ, এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি-তে

www.pathagar.com

যোগদানকারী ইউ,পি, এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান ভূইয়া, বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইউ,পি,পি থেকে বি,এন,পি-তে যোগদানের জন্য ইউ,পি,পি এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান ভূইয়া সহ যোগদান কারী সকল নেতৃবৃন্দ স্বাগতম ও ধন্যবাদ জানান। অধ্যাপক ইউছুফ আলী ও সোহরাব হোসেন বি,এন,পি-তে যোগদানের কিছু দিন পর অধ্যাপক ইউফ আলীকে বি,এন,পি সরকারের মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন। বস্ত্রমন্ত্রী হিসাবে অধ্যাপক ইউসুফ আলী দায়িত্ব পালন করেন। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বি,এন,পি-তে অধ্যাপক ইউসুফ আলী দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ভাল ব্যবহার, মিষ্টি কথা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে পারতেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। সেই কারণে দিনাজপুর এর জনগনের নিকট অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে মিঠা মিয়া হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আব্দুল মান্নান ভুইয়া বি,এন,পি-তে যোগদানের পর বেশ কিছু দিন তাকে বি,এন,পি এর কোন পদ দেওয়া হয়নি। আব্দুল মান্নান ভুইয়া বি,এন,পি-তে যোগদানের পর খালেকুজ্জামান দুদু এর সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আব্দুল মান্নান ভুইয়া বি,এন,পি এর কোন নেতার কাছে পদের জন্য ঘোরাফেরা করেন নাই। কিছু দিন পর রাষ্ট্রপতি জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল বি,এন,পি এর অঙ্গ সংগঠন হিসাবে ঘোষনা করেন। অঙ্গ দলি ঘোষনার পর বাংলাদেশের কৃষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের মত বিনিময় ও কৃষক দল কিভাবে সংগঠিত করা যায় এবং কৃষক দলের সাংগঠনিক কাঠামো দাড় করানোর জন্য দীর্ঘদিন ধনমন্ডির ২৭ নং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আলোচনা আলোচনা ও মত বিনিময় চলে। বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল এর সাংগঠনিক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন, বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার-কে এবং তাকে সহযোগিতা করার

www.pathagar.com

জন্য বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু-কে দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন। আব্দুল মান্নান ভুইয়া, শেখ শওকত হোসেন নীলু, ওয়াহিদুজ্জামান তিতু সহ ১২০ জন কে সদস্য করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল এর কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরী করা হয়। ১২০ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আব্দুল মান্নান ভুইয়াকে ১নং সদস্য করা হয়। ১২০ সদস্যেকৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নিকট দাখিল করা হয়। ঐ দিন উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার কৃষক দলের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় কমিটি সঙ্গে নিয়ে বি,এন,পি অফিস থেকে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু এবং বি,এন,পি অফিস সচিব কর্ণেল আলাউদ্দীন কে সাথে নিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার বাসভবনে নিয়ে আসেন এবং কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ে আলোচনা করেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বিচারপতি সাত্তারকে বলেন আব্দুল মান্নান ভূইয়া বি,এন,পি-তে যোগদানের পর তাকে কোন পদ দেওয়া হয় নাই। সেই কারণে আব্দুল মান্নান ভুইয়াকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক করলে কৃষক দল শাক্তিশালী অঙ্গ সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠবে। খালেকুজ্জামান দুদু এর বক্তব্যকে কর্ণেল আলাউদ্দীন সমর্থন করেন। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ঐ রাতেই আব্দুল মান্নান ভুইয়াকে আহবায়ক করে ১২০ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল ঘোষনা করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল সারা দেশে সাংগঠনিক জেলা কমিটি গঠনের জন্য আব্দুল মান্নান ভুইয়া দীর্ঘদিন পরিশ্রম করেন এবং জেলা কমিটিগুলো গঠন করতে সফল হন।অল্প দিনের মধ্যেই আব্দুল মান্নান ভুইয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল বি,এন,পি এর একটি অন্যতম শক্তিশালী অঙ্গ সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠে।

www.pathagar.com

বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কৃষক দল আয়োজিত জেলা কমিটির সমাবেশ গুলিতে নিজে উপস্থিত থাকতেন।

বি,এন,পি এর অঙ্গ সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলকে রাষ্ট্রপতি জিয়া খুবই গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতেন। কৃষক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রায়ই আলাদা ভাবে মত বিনিময় করতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল এর সব কয়েকটি রাজনৈতিক জেলার কমিটি গুলো দাড় করানো হয়। আব্দুল মান্নান ভুইয়া কৃষক দল দাড় করানোর জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ রাখতেন এবং দেখা সাক্ষাৎ করতেন। এক পর্যায় জাতীয় জনতা পাটির (কোরাইশী) নেতা ফেরদৌসী আহমেদ কোরেইশী নেতৃত্বে বেশ কিছু জনতা পাটির নেতা বি,এন,পি-তে যোগদান করেন। জনতা পাটি (কোরেইশী) নেতৃত্বাধীন বি,এন,পি-তে যোগদানকারী উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী, আনোয়ার খান চৌধুরী, এ্যাডভোকেট এ কে এম মজিবর রহমান সহ বেশ কিছু জনতা পাটির নেতৃবৃন্দ। ফেরদোসী আহমেদ কোরাইশী বি,এন,পি-তে যোগদানের পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই দায়িত্বগুলো বেশি রাজনীতি করার কারণে উনি ধরে রাখতে পারেন নাই। ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী এর সঙ্গে খালেকুজ্জামান দুদু রাজনৈতিক সম্পর্ক চার দশকের সুখে দুঃখে দীর্ঘদিন একই সঙ্গে রাজনীতি করেছি। ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এর সভাপতি ছিলেন, ডাকসু এর ভিপি ছিলেন। সেই সময় থেকে ফেরদৌস

www.pathagar.com

কোরেইশী এর সঙ্গে ষাটের দশক থেকে খালেকুজ্জামান দুদু এক সঙ্গে ছাত্র সংগঠনে কাজ করেছেন। ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী ষাটের দশকে খুব বড় মাপের শিক্ষিত লেখাপড়া জানা, সৎ ও নিষ্ঠাবান এবং আপোষহীন ছাত্র নেতা ছিলেন। তার বেশি যোগ্যতার কারনেই অনেক বড় বড় নেতা ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশীকে সহ্য করতে পারতেন না। কিছু ধৈর্য্য ও সমঝোতা করে মিলে মিশে রাজনীতি করলে ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ হিসাবে অনেক দিন টিকে থাকতেন, বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী বি,এন,পি-তে যোগদানের পর বি,এন,পি এর প্রথম যুগ্ম-মহাসচিব হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

জাসদ নেতা হারুনুর রশীদ তার সমর্থক সহ বি,এন,পি-তে যোগদান করেন তার সঙ্গে আরো যোগদান করেন জাসদ নেতা গোলাম মর্তুজা সহ বিপুল সংখ্যক জাসদ নেতৃবৃন্দ বি,এন,পি-তে যোগদান করে জাসদ নেতা হারুনুর রশীদ বি,এন,পি-তে যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হারুনুর রশীদ যোগদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনকি সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। বি,এন,পি নেতা এ কে এম ফিরোজ নুন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। হারুনুর রশীদ কে বি,এন,পি এর বিশেষ সম্পাদক মনোনীত করেছিলেন। হারুনুর রশীদকে রাষ্ট্রপতি জিয়া মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি জিয়ার নিকট আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক সফরে যশোরে আসলেন। যশোর জেলা বি,এন,পি

www.pathagar.com

আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথির ভাষন দিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়ার সফর সঙ্গী ছিলেন খালেকুজ্জামান দুদু, ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী, হারুনুর রশীদ, বেগম সামছুন নাহার আহছান উল্লাহ রাষ্ট্রপতি জিয়া যশোরে রাত্রি যাপন শেষে পরদিন সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসলেন। ঢাকায় ফিরে আসার আগে রাষ্ট্রপতি জিয়া খাল খনন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহন এবং জনসভা করেন। সেই সময় যশোর জেলার ডিসি ছিলেন ফজলুর রহমান সি এস পি (পরবর্তীতে সচিব), বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইদুল ফিতর ও ইদুল আযহা বি,এন,পি নেতৃবন্দকে সস্ত্রীক সব রাষ্ট্রপতি ভবনে দাওয়াত দিতেন। ইদুল আযহায় একটি ঈদের কথা আমার মনে আছে। সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমার তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর এর বাসা থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়ার বাসভবনে গিয়েছিলাম। রাষ্ট্রপতি জিয়ার বাসভবনে যাওয়ার আগেই আমার বাসভবনে ঈদের দিনে এসেছিলেন বি,এন,পি যুগ্ম-মহাসচিব এ্যাডভোকেট জুলমত আলী খান, বি,এন,পি প্রচার সম্পাদক ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বি,এন,পি নেতা ডঃ মাহফুজ উল হক, বি,এন,পি নেত্রী মিসেস জাহানারা বেগম, মিসেস জুলমত আলী খান, সন্ধ্যা সাতটা সময় বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মিসেস খালেকুজ্জামান খান দুদু সহ, জুলমত আলী খান, মিসেস জুলমত আলী খান, ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, মিসেস জাহানারা বেগম কে সাথে নিয়ে খালেকুজ্জামান দুদু সন্ধ্যা ৭টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে আসলেন ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য। রাষ্ট্রপতি জিয়ার পক্ষ থেকে আগেই তহমিনা খান ডলি সহ বি,এন,পি কিছু নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্রপতি জিয়ার বাসভবনে দাওয়াত দিয়েছিলাম। রাষ্ট্রপতি জিয়ার বাসভবনে পৌছানোর পর আমাদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর রাষ্ট্রপতি জিয়া বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু কে সঙ্গে নিয়ে বেগম খালেদা

www.pathagar.com

জিয়ার রুমে আসলেন। ম্যাডাম খালেদা জিয়া বি,এন,পি মহিলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও আলাপ করছিলেন। ঐ রুমেই রাষ্ট্রপতি জিয়াকে আমি বললাম তাহমিনা খান ডলি কে একটি দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। রাষ্ট্রপতি জিয়াকে আরও বললাম তাহমিনা খান ডলিকে বি,এন,পি এর কোন কমিটিতে পদ দেওয়া হয়নি। এমনকি জাতীয়তাবাদী মহিলা দলেও কোন পদ দেওয়া হয়নি অথচ বি,এন,পি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বি,এন,পি কে সংগঠিত করার জন্য প্রচুর কাজ করেছেন সেই কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে বললাম তাহমিনা খান ডলি কে একটি গুরুত্বপূর্ণন দায়িত্ব দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়া ঐ মুহূর্তে আমাকে বললেন ৩৬ জন কে রাষ্ট্রদুত এর জন্য ডাকার যে লিষ্ট করা হয়েছে তাহমিনা খান ডলির নাম দিয়ে দিতে পরে ঐ সাক্ষাৎকারের পরে রাষ্ট্রপতি জিয়া তাহমিনা খান ডলিকে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা হাই কমিশনার নিযুক্ত করেছিলেন। সেই ৩৫ জন রাষ্ট্রদুতের সাক্ষাৎকারের তালিকায় আমার চেষ্টায় বেশ কয়েক জন বি,এন,পি নেতাকে অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম। আরও রাষ্ট্রদুত নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে খুলনা জেলার বি,এন,পি সহ-সভাপতি তৈয়বুর রহমান এ্যাডভোকেট, বি,এন,পি নেতা মোমেন উদ্দিন, বগুড়া জেলা বি,এন,পি নেতা মজিবুর রহমান, রাষ্ট্রপতি জিয়ার বাসভবন থেকে আমরা বি,এন,পি অফিস সচিব কর্ণেল আলা উদ্দীনের বাসভবনে আসলাম। কর্ণেল আলাউদ্দীনের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সবাই আমার বাসায় ফিরে আসলাম। সেই ঈদের দিনে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে সৎভাব ছিল, একে অপরের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ছিল।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আবায়ক কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন।

পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বি,এন,পি এর ইলেকট্রোরাল কলেজের ভোটে বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বি,এন,পি এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকে। বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচনে ইলেকশন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী ডঃ এম এ মতিন, বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার ছিলেন বি,এন,পি নেতা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী বি,এন,পি প্রধান সমন্বয়কারী খালেকুজ্জামান দুদু। রাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে আর কেউ প্রার্থী না থাকার কারণে মন্ত্রী সভার সদস্য, এম,পি, বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচিত ঘোষনা করা হয়। বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচিত ঘোষনা অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, সিনিয়র উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, উপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি, বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী ডঃ এম, এ মতিন, বি,এন,পি নেতা খালেকুজ্জামান দুদু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর উপস্থিত বি,এন,পি নেতৃবৃন্দকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়।

www.pathagar.com

বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বি,এন,পি এর অঙ্গ সংগঠন গুলোকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অঙ্গ সংগঠন গুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় শুরু করেন।

পর্যায়ক্রমে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সংগঠিত করার সময় প্রচুর মেধাবী চৌকস ত্যাগী আদর্শবান রাজনৈতিক আচরণ নির্ভীক ছাত্র নেতা কর্মীদের কে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের নেতৃত্বে এনেছিলেন প্রতিষ্ঠালগ্নে উল্লেখযোগ্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ হলেন ছাত্র দলের প্রথম আহবায়ক আসাদুজ্জামান, এনামুল করিম শহীদ, গোলাম হোসেন, শামসুজ্জামান দুদু, গোলাম সারোয়ার মিলন, আসাদুজ্জামান রিপন, হাবিব উল্লাহ খান হাবিব, মিলন, এম, এ কামাল, তপন চন্দ্র মজুমদার, নাজমুল আহসান, নিরু বাবুল, আমান উল্লাহ, আমান, রফিকুল হক হাফিজ, সামছুল হক, ফারুক ভুইয়া, এহছানুল হক মিলন, রফিকুল ইসলাম রফিক, আবুল কাশেষ চৌধুরী, জগন্নাতের ভি,পি, সাগীর আহমেদ, খন্দকার আবুল কাশেম, জি,এস আব্দুল হালিম, জাকিউল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, সাজ্জাত হোসেন, রোকেয়া হলের জি,এস সেলিমা রহমান এই সকল উল্লেখিত ছাত্র নেতৃবৃন্দের কারনেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অল্প দিনের মধ্যেই বিরাট ছাত্র সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ছিলো। তাই টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত আওযাজ উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়ার বুকের বল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বি,এন,পি চেয়ারম্যান এই সকল উল্লেখিত ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি নিয়ে মতবিনিময় করতেন রাষ্ট্রপতি জিয়া। এই সকল ছাত্র নেতৃবৃন্দকে খুব গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলকে শক্তিশালী

www.pathagar.com

শ্রমিক সংগঠন হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। শ্রমিক দল প্রতিষ্ঠালগ্নে যাদেরকে নিয়ে সংগঠিত করেছিলেন, উল্লেখযোগ্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন শ্রমিক নেতা ইসকেন্দার আলী নজরুল ইসলাম খান আব্দুল্লাহ আল নোমান, নজরুল ইসলাম, আবুল কাশেম চৌধুরী, মোস্তাক আহমেদ মিজানুর রহমান চৌধুরী, ওমর ফারুক খসরু, সর্ব কনিষ্ঠ শ্রমিক নেতা বি, এম, বাকির প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কে নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। শ্রমিক নেতা ইসকেন্দার আলী ও নজরুল ইসলাম খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে শ্রমিক দল গড়ে উঠেছিল উল্লেখিত শ্রমিক নেতৃবৃন্দের ত্যাগ ও পরিশ্রমের কারণেই। অল্প সময়ের মধ্যেই বিরাট শ্রমিক সংগঠনে পরিনত হয়েছিল বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহামন উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় ও সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য প্রায়ই আলোচনা করতেন এই সকল শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্রপতি জিয়া খুব গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতেন। **জাতীয়তাবাদী মহিলা দল প্রতিষ্ঠালগ্নে সংগঠিত করার জন্যে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা নেত্রী এগিয়ে এসেছিলেন।** উল্লেখযোগ্য মহিলা নেত্রীর মধ্যে ছিলেন ডঃ আমিনা রহমান, সরোয়ারী রহমান, খুরশীদ জাহান হক, মাসুদা হোসেন, শাহিনা খান, সামছুন নাহার, রহিমা খন্দকার, আহছান উল্লাহ, কামরুন নাহার জাফর, জাহানারা বেগম, ডেইজী আজিজ, মাবুদ ফাতেমা কবীর, সুলতানা জামান, হাসিনা কোরেইশী, সেলিমা রহমান, জেবুন নেছা হোসেন প্রমুখ তাহমিনা খান ডলি, শাহরিয়ার আক্তার বুলু, রংপুর এর রেবাকা জোম্মা, মহিলা নেতৃবৃন্দ খুরশীদ জাহান হক, মহিলা দল সংগঠিত করার নেপথ্যে ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রায়ই মত বিনিময় ও দিক নির্দেশনা দিতেন ডঃ আমিনা রহমান এর নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি জিয়া

www.pathagar.com

মহিলা মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেছিলেন। উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শত শত মহিলা নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তাদের কথা স্মরণ করছি। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের নাম মনে করতে পারছি না। **বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের ৭৩ রাজনৈতিক জেলা থেকে যুব নেতৃবৃন্দকে সংগঠিত করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল গঠন করেছিলেন** যুবনেতা আবুল কাশেম আহবায়ক রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল প্রতিষ্ঠালগ্নে যে সকল যুবনেতা বলিষ্ঠভূমিকা রেখেছিলেন। উল্লেখ্যযোগ্য যুব নেতাদের মধ্যে ছিলেন যুবনেতা আবুল কাশেম, সাইফুর রহমান, মনিরুজ্জামান মনির, বরকত উল্লাহ বুলু, মির্জা আব্বাস, হারিছ চৌধুরী, অধ্যাপক রেজাউল করিম, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আয়াত আলী, অধ্যাপক মাজেদুল হক, হারুনুর রশীদ প্রমুখ যুব নেতৃবৃন্দ এই সকল যুব নেতৃবৃন্দের বলিষ্ঠ অবদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল একটি বৃহৎ যুব সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়া এই সকল যুব নেতৃবৃন্দের কারনেই যুব মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেছিলেন। যুব দলের বলিষ্ঠনেতৃত্বের কারনেই রাষ্ট্রপতি জিয়া জাতীয় যুব সংস্থা ও যুব মহিলা সংস্থা গঠন করেছিলেন জাতীয় যুব সংস্থা ও মহিলা সংস্থা গঠন করে হাজার হাজার শিক্ষিত যুবকদের চাকুরী ও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুব দল প্রতিষ্ঠা লগ্নে হাজার হাজার যুব নেতা ও কর্ম বলিষ্ঠ অবদান ও ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করছি। তাদের অনেকের নাম মনে করতে পারছিনা। তাই দুঃখ প্রকাশ করছি। রাষ্ট্রপতি জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেধাবী ছাত্র টেলিভিশন বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন মোঃ ইকবাল কে আহবায়ক করে জাতীয়তাবাদী সামাজিক

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাস এর কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। জাসাস এর আহবায়ক মোঃ ইকবাল অল্প সময়ের মধ্যেই জাসাস কর্তৃক বেশ কিছু আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী উদযাপন করেছিল, সেই কর্মসূচীতে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়া প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জাসাস আহবায়ক ইকবাল এর নেতৃত্বে বেশ কিছু সফল অনুষ্ঠান হওয়ার কারণে সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও রাষ্ট্রপতি জিয়ার দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে জাসাস সংগঠিত হচ্ছিল। ভাল বক্তা হিসাবে এর নাম বি,এন,পি মহলে আলোচনা হতো। ইকবাল এর যোগ্যতা এর কারণে অনেকেই তাকে সহ্য করতে পারতোনা। একদিন রাতে ধানমন্ডি ২৭ বি,এন,পি কার্যালয়ে বেশ কিছু জাসাস নেতৃবৃন্দ সিনেমার নায়ক নায়িকা, কবি সাহিত্যিক সঙ্গীত পরিচালক সহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রেজাবুদোলা চৌধুরী এর নেতৃত্বে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামন দুদু এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য আমার রুমে আসলো। উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি আল মাহমুদ, সঙ্গীত পরিচালক লোকমান হোসেন ফকির, সিনেমা নায়ক উজ্জল, রেজাবুদোলা চৌধুরী, ওয়াসিমুল বারী রাজীব, বাবুল আহমেদ, রেজাউল করিম তালুকদার, নায়িকা অজ্ঞনা সহ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। রেজাবুদোলা চৌধুরী নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ আমার সঙ্গে জাসাস সংগঠন নিয়ে আলোচনা করলেন এবং জাসাস আহবায়ক ইকবাল সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায় উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া ঐ সময় বি,এন,পি অফিসে অবস্থান করছিলেন। রেজাবুদ্দোলা চৌধুরীরা এসেছিল। জাসাস আহবায়ক এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি জিয়ার কাছে দোষ ত্রুটি ও খারাপ দিক গুলো তুলে ধরার জন্য আমি রেজাবুদ্দোলা চৌধুরী সহ উল্লেখিত নেতৃবৃন্দকে বললাম

www.pathagar.com

জাসাস আহবায়ক ইকবালকে রাষ্ট্রপতি জিয়া খুব স্নেহ ও ভালো চোখে দেখে ইকবাল এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে যাওয়ার জন্য সাক্ষাৎ এর ব্যবস্থা করতে পারবোনা। আমি রেজাবুদ্দোলা চৌধুরীকে বললাম তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছো সমালোচনা না করে সেই কাজটি কর।

আমি রেজাবুদ্দোলা চৌধুরী ও উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিলাম রাষ্ট্রপতির নিকট কারো সমালোচনা না করে জাসাস এর পূর্নাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরী করেন। আমি বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর নিকট হতে কমিটি অনুমোদন করে দিব আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। রেজাবুদ্দোলা চৌধুরী সহ উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ আমার কথাশুনে খুশি হয়ে সাথে সাথে জাসাস এর পুর্নাঙ্গ কমিটি তৈরী করতে বসে পড়লো। রেজাবুদ্দোলা চৌধুরী উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে জাসাস এর পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করল। আমার যতদুর মনে পড়ে ঐ পুনাঙ্গ কমিটিতে প্রথম সভাপতি ছিলেন কবি আল-মাহমুদ অথবা লোকমান হোসেন ফকির। সাধারণ সম্পাদক রেজাবুদ্দোলা চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াসিমুল বারী রাজীব অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে নায়ক উজ্জল, বাবুল আহমেদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নিয়ে জাসাস এর প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। ঐ রাতেই রেজাবুদ্দোলা চৌধুরী এর নেতৃত্বে কবি আলমাহমুদ, বাবুল, রাজীব সহ রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেই। রষ্ট্রপতি জিয়া উক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে ভীষন খুশি হন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে জাসাস এর পুর্নাঙ্গ কমিটি অনুমোদনের জন্য বলি রাষ্ট্রপতি জিয়া সঙ্গে সঙ্গে জাসাস কমিটি অনুমোদন করে দেন। পরবর্তীতে লোকমান হোসেন ফকিরকে বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মনোনীত করা হয়েছিল। জাসাস পুর্নাঙ্গ কমিটি গঠন হওয়ার পর কবি আল মাহমুদ, লোকমান হোসেন ফকির, রেজবুদ্দোলা

www.pathagar.com

চৌধুরী, ওয়াসিমুল বারী রাজীব, বাবুল আহমেদ এর নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশ জাসাস এক বিরাট সাংস্কৃতিক সংগঠনে পরিনত হয়েছিল। রেজাবুদ্দোলা চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বি,এন,পি এর রাজনীতি আদর্শ কর্মসূচী রাষ্ট্রপতি জিয়ার দিক নির্দেশনা মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজনীতি দেশীয় সংস্কৃতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে আলোচনা করতেন।

বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আধুনিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য রাত দিন কাজ করে গেছেন, জাতি তা চিরদিন স্মরণ করবে। রাষ্ট্রপতি জিয়া বিন,এন,পি গঠনের সময় ভাল ভাল রাজনৈতিক নেতাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে বাংলাদেশীর জাতীয়তাবাদের রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে পেরেছিলনে। রাষ্ট্রপতি জিয়া মৃত্যুর আগদিন পর্যন্ত দেশ ও জাতীর কল্যানে নিজেকে নিবেদিত রেখেছিলেন। রাজনীতিতে সততা, নিষ্ঠা কাকে বলে রাষ্ট্রপতি জিয়া নিজেই তার উদাহরন রেখে গেছেন। আমার যতদুর মনে পড়ে **১৯৮১ সালের ২৩শে মে উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি,এন,পি প্রথম দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেদন অনুষ্ঠিত হয়।**

বি,এন,পি এর প্রথম দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। বি,এন,পি জাতীয় কাউন্সিলে ৭৩টি রাজনৈতিক জেলার কাউন্সিলর ও ডেলিগেটবৃন্দ অংশ গ্রহন করেন। প্রতি বিভাগ থেকে চার জন করে মোট ১৬ জন কাউন্সিলর আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। বি,এন,পি প্রথম জাতীয় দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, বি,এন,পি ভাইস

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পি মহা-সচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সমাবেত কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক দিক নির্দেশনা ও গঠন মূলক বক্তব্য দেন। রাষ্ট্রপতি জিয়া তার ভাষনে বলেন, সততা, নিষ্ঠা রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা নিয়ে পাটিকে শক্তিশালী করার আহবান জানান। বি,এন,পি জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন পরিচালনা করেন বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু। হাজার হাজার বি,এন,পি কাউন্সিলর ও ডেলিগেটের মুহ মুহ করতালি ও শ্লোগানের মধ্য দিয়ে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বি,এন,পি দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষনা করেন। জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে জাসাস শিল্পবৃন্দ "প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ" দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

www.pathagar.com

১৯৮১ সালের ২৮শে মে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দিনাজপুর এর ঘোড়াঘাটে করতোয়া নদী সংলগ্ন মংলিশপুর চত্বরে বি,এন,পি আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ভাষন দেন। উক্ত জনসভায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়ার সফর সঙ্গী বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বক্তৃতা করেন। জনসভায় বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও তার মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী তছলিমা আবেদ, রিয়াজ উদ্দিন ভোলা মিয়া প্রমুখ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ।

জনসভায় করতোয়া নদীর উপরে ব্রীজ নির্মানের ঘোষনা দেন। জনসভা শেষে করতোয়া নদী পার হয়েই গাইবান্ধার পলাশবাড়ী মজা নদী খাল খনন কর্মসূচীতে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে অংশ গ্রহন করেন। খাল খনন কর্মসূচী অংশ গ্রহন শেষে রাষ্ট্রপতি জিয়া সফর সঙ্গীদের নিয়ে হেলিকপ্টার যোগে নীলফামারী জেলা শহরে পৌছাল সকাল সাড়ে এগারটায়। নীলফামারী জেলা বি,এন,পি আয়োজিত সর্বস্তরের জনগনের উদ্দেশ্যে ভাষন দেন। জনসভায় বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, নীলফামারী জনসভা শেষে হেলিকপ্টার যোগে গাইবান্ধা জেলায় স্টেডিয়াম এসে পৌছান। তখন বেলা দেড়টা বাজে। গাইবান্ধায় হাজার হাজার মুহ মুহ করতালির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে স্বাগতম জানালো। রাষ্ট্রপতি জিয়া হেলিকপ্টার থেকে নেমেই খালেকুজ্জামান দুদু কে বলেন, ডাক বাংলা যাওয়ার পথেই জনসভা করে যাই। আমি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কে বললাম এখনতো দেড়টা বাজে সমাবেশ তো আড়াইটার

www.pathagar.com

সময়, এখনও এক ঘন্টা দেরি আছে। আড়াইটার সভা তো দেড়টায় শুরু হতে পারে না। তাহলে এক ঘন্টা সভা স্থলে বসে থাকতে হবে। রাষ্ট্রপতি জিয়া খালেকুজ্জামান দুদুকে বললেন, ডাক বাংলাদেতই চলো। ডাক বাংলাতে রাষ্ট্রপতি জিয়া পৌছে সফর সঙ্গীদের নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে বসলেন। দুপুরের খাওয়া শেষে গাইবান্ধার প্রসিদ্ধ রসমলাই খেলেন। খাওয়া-দওয়া শেষে গাইবান্ধা ইসলামিয়া হাইস্কুল ময়দানে গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট এই তিন জেলা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল আয়োজিত ঐতিহাসিক কৃষক জন সমাবেশে বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জীবনের সর্বশেষ প্রধান অতিথির ভাষন দেন। সমাবেশে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম কৃষক দল আয়োজিত ইসলামিয়া হাইস্কুলের ময়দানে কৃষক জন সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ওয়াহিদুজ্জামান তিতু। কৃষক সমাবেশে নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী কে এম মাইদুল ইসলাম, প্রতিমন্ত্রী তছলিমা আবেদ, দৌলতুননেছা এম,পি, এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এম,পি, রুস্তম আলী মোল্লা এম,পি, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সভাপতি ফারুকুল ইসলাম, গাইবান্ধা জেলা বি,এন,পি সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সোবহান ছকু। ছাত্র নেতা আনিছুজ্জামান খান বাবু, রাকিব চৌধুরী, ছাত্রনেতা আলম, ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর আলম জিন্নাহ, ছাত্রনেতা ইসকেন্দার বাবুল, গাইবান্ধা ইসলা মিয়া হাইস্কুল ময়দানে কৃষক দল আয়োজিত রাষ্ট্রপতি জিয়ার ঐতিহাসিক শেষ ভাষন গাইবান্ধাবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। পরদিন ২৯শে মে সকালে বাংলাদেশ বিমান যোগে চট্রগ্রাম এ বি,এন,পি আয়োজিত কর্মী সভায় অংশ গ্রহন করতে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদেরকে নিয়ে চট্রগ্রাম এ যান। ৩০শে মে সকাল দশ টায়

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্রথম জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে সেই কারণেই রাষ্ট্রপতি জিয়া খালেকুজ্জামান দুদু কে কিছু দায়িত্ব ও দিক নির্দেশনা দিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যাতে একটি প্যানেল হয় এ সকল দায়িত্ব দিয়ে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু কে চট্রগ্রাম এ সঙ্গে না নিয়ে ঢাকায় রেখে গেলেন। বাংলাদেশ এ রাষ্ট্রপতি জিয়ার সফর সঙ্গী হিসাবে খালেকুজ্জামান দুদু কে সব জায়গায় নিয়ে গেছেন শুধু ২৯শে মে চট্রগ্রাম এ নিয়ে যান নি। ৩০ শে মে ছাত্রদলের সম্মেলন সফর করার জন্যে রাষ্ট্রপতি জিয়ার সফর সঙ্গী হিসাবে বি,এন,পি এর সাংগঠনিক সফরে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু দশ বারো বার চট্রগ্রাম এ এসেছেন। ৩০শে মে সকাল আটায় নয়া পল্টনে বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কার্যালয় আসলাম। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের হাজার হাজার কাউন্সিলর ও ডেলিগেট বৃন্দ তাদের কাউন্সিলর ও ডেলিগেট কার্ড সংগহ করে উপ-রাষ্ট্রপতি ভবনে নির্বাচিত কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য রওনা দেয়। **এর মধ্যেই খবর আসলো চট্রগ্রাম এ সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যাক উচ্চবিলাসী সামরিক অফিসাররা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কে হত্যা করেছেন ভোরের দিকে। ছাত্র নেতা জালাল আহমেদ এর নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন ছাত্র নেতা বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদুর রুমে এসে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনি এই ভাবে আর কতক্ষন দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াকে হত্যা করা হয়েছে, মিছিলে আপনাকে নেতৃত্ব দিতে হবে।** ঢাকায় অবস্থান রত দলীয় নেতাদের মধ্যে আপনার অবস্থান সবার উপরে। আমার তখনও বিশ্বাস হয়নি রাষ্ট্রপতি জিয়াকে কেউ হত্যা করতে পারে। আমি বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে জানলাম সত্যি সত্যি রাষ্ট্রপতি জিয়াকে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্রনেতা জালাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে বললাম মিছিলের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

গ্রহন কর। দুই তিনশ নেতা কর্মী নিয়ে মিছিল শুরু করলাম। বি,এন,পি নয়া পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় হতে কাকরাইল হয়ে মিছিল এগিয়ে চললো প্রেসক্লাবের দিকে। জাতীয় প্রেসক্লাবে মিছিল পৌছানোর পর জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় ছাত্র নেতা জালাল ঘোষনা করল বি,এন,পি ও সরকারের পক্ষ থেকে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু প্রতিবাদ ও দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখবেন। বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু প্রেসক্লাব চত্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষনা করেন সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যাক উচ্চবিলাসী অফিসার বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেছে। বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান তার দ্বার্থহীন কণ্ঠে ঘোষনা করেন রাষ্ট্রপতি জিয়ার এই হত্যাকে বি,এন,পি, এবং বাংলাদেশের জনগন মেনে নেবে না। হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। খালেকুজ্জামান দুদু কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতাকে, বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল গুলোকে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি টিকিয়ে রাখার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। জাতীয় প্রেসক্লাবের ঐ সভাতেই বি,এন,পি এর পক্ষ থেকে খালেকুজ্জামান দুদু কর্মসূচী ঘোষনা করেন।

সভায় অন্যান্যাদের মধ্যে বক্তৃতা করেন বি,এন,পি নির্বাহী কমিটির কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নীলু, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতা জালাল উদ্দিন আহমেদ (পরে ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সভাপতি) প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা শেষে মিছিল নিয়ে খালেকুজ্জামান দুদু এর নেতৃত্বে গুলিস্থান, বিজয়নগর, বঙ্গ ভবন এর গেট হয়ে ঢাকার প্রধান প্রধান সড়ক পদক্ষিন শেষে বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফিরে আসে। প্রতিবাদ মিছিল সকাল ৯ টা থেকে

www.pathagar.com

বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে। তারপর ঐ মিছিল নিয়ে বিকাল পাঁচ টায় খালেকুজ্জামান দুদু, শেখ শওকত হোসেন নীলু, জালাল এর নেতৃত্বে উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে পুনরায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হয় (উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে ছাত্রদল এর জাতীয় কাউন্সিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল)। রাষ্টপতি জিয়া হত্যার প্রতিবাদ সভা আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যার প্রতিবাদ সভায় বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু আনুষ্ঠানিক ভাবে বি,এন,পি এর পক্ষ থেকে কর্মসূচী ঘোষনা করেন। খালেকুজ্জামান দুদু বলেন, আজ থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিবাদে চল্লিশ দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। চল্লিশ দিন বি,এন,পি দলীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে চল্লিশ দিন। জাতীয় শোক দিবস চল্লিশ দিন ও কালো ব্যাজ ধারণ ৪০ দিন, ৩১শে মে পল্টন ময়দানে গায়েবী জানাজা, উপ-রাষ্টপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহনের পরে উপরোল্লিখিত একই জাতীয় কর্মসূচী তিনি ঘোষনা করেন। উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও যারা উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান কাজী গোলাম মাহবুব, বি,এন,পি যগ্ম-মহা-সচিব জুলমত আলী খান, বি,এন,পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নীলু, ছাত্রনেতা জালাল আহমেদ, বেশ কিছু মন্ত্রী, এম,পি, বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ। প্রতিবাদ সভা শেষে ৩৩টি অটো রিক্সায় মাইক লাগিয়ে পল্টনে গায়েবী জানাজা হবে প্রচার করা হয়।

www.pathagar.com

পরদিন ৩১শে মে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিবাদ ও গায়েবী জানাজা সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

পল্টন ময়দানের জানাজায় দল মত নির্বিশেষে সকল স্তরের লক্ষ লক্ষ জনগন অংশ গ্রহন করে জানাজায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দ, জাতীয় জনতা পার্টির সভাপতি জেনারেল এম, ও, জি ওসমানী, জাসদ সভাপতি মেজর এম, এ, জলিল, সেনাবাহিনীর প্রধান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, নৌবাহিনীর প্রধান, বিমান বাহিনীর প্রধান, জলিল, জাসদ সাধারণ সম্পাদক আ স ম আব্দুর রব, জাসদ যুগ্ম-সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, বি,এন,পি এর ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী, খালেকুজ্জামান দুদু, একে এ ফিরোজ নুন, শেখ শওকত হোসেন নীলু, আবুল কাশেম, সাইফুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা গোলাম কিবরিয়া টিপু, ছাত্রনেতা জালাল আহমেদ, গোলাম সারোয়ার মিলন, সামছুল হক, নাজমুল আহছান, এহছানুল হক মিলন, ফরুক ভুইয়া। গায়েবী জানাজা শেষে লক্ষ মানুষের মিছিল শুরু হয়। মিছিল এসে শেষ হয় তেজগাঁও সংসদ ভবনের সামনে এসে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কে এম ওবায়দুর রহমান, খালেকুজ্জামান দুদু, ফোরদৌস আহমেদ কোরেইশী, জুলমত আলী খান, শেখ শওকত হোসেন নীলু, আবুল কাশেম, সাইফুর রহমান, জালাল আহমেদ। ৩০ শে মে বি,এন,পি এর পক্ষ থেকে মিছিল প্রতিবাদ সভা, গায়েবী জানাজা দেখে লক্ষ কোটি জনগনের শোকে মুর্জামাল দেখে সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যায়। জনগনের সম্পৃক্ততা দেখে সেনাবাহিনীর নোবাহিনী, বিমান বাহিনী, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর বি,এন,পি সরকার প্রতি

www.pathagar.com

আনুগত্য প্রকাশ করে। দুই দিন পর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর মৃত দেহ উদ্ধার করা হয় এবং হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। শহীদ রাষ্ট্রপতির মৃত দেহ নামানোর পর ক্যান্টনমেন্টে রাষ্ট্রপতি ভবনে নিয়ে আসা হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনে বেগম জিয়া দুই সন্তান তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর মৃত দেহ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারনা হয়। সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃত দেহ সংসদ ভবনে নিয়ে আসা হয় এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর মৃত দেহ সংসদ ভবন চত্বরে রাখা হয়। সন্ধ্যার পর লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে। রাষ্ট্রপতি জিয়ার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পিপড়ার সারির মত লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে চলছিল রাষ্ট্রপতি জিয়ার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সংসদ ভবনের দিকে। সারা রাত লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল শেষে সকালে সংসদ ভবন থেকে সেনাবাহিনীর সাজোয়া গাড়ির বহরে করে দাফন ও জানাজার জন্য রওনা দিলো শেরে বাংলা নগরে সংসদ ভবন চত্বরের দিকে। শেরে বাংলা নগর, মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ ভবনের সামনে প্রায়ই বারোটার দিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন মাওলানা আমিনুল ইসলাম। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর জানাজায় প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ অংশ গ্রহন করে। পৃথিবীর কোন নেতার জানাজায় এত লোক সমাগম হয়। জানাজা শেষে ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে দাফনের জন্য নিয়ে আসা হয় এবং সমাধিত করা হয়, সমাধিত হয় জাতীয় বীরের মর্যাদায়। সমাধিস্থ করার সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি জেনারেল ওসমানী, তিন বাহিনীর প্রধান, প্রধান মন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পির মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দ, এম,পি, বি,এন,পি সহ

www.pathagar.com

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সহ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর দুই সন্তান তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান উপস্থিত ছিলো।

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রক্তে চিহ্নিত স্থান পরিদর্শন করছেন প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান, বি.এন.পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু ও অন্যান্য বি.এন.পি নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বরণের পর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে প্রেসিডেন্ট জিয়ার কক্ষ পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান, বি.এন.পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু ও ডেপুটি স্পিকার সুলতান আহ্মেদ চৌধুরী।

www.pathagar.com

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বরণের পর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে প্রেসিডেন্ট জিয়ার কক্ষ পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান, বি.এন.পির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু , ডেপুটি স্পিকার সুলতান আহ্মেদ চৌধুরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বেরিয়ে আসছেন।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম বি.এন.পি মহানগরী কর্মী সম্মেলনে বিশেষ অতিথির ভাষন দিচ্ছেন বি.এন.পির প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু । মঞ্চে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান সহ অন্যান্য বি.এন.পি নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর শাহাদাৎ বরনের পর উপ-রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান শাহাদাৎ বরনের পর উপ-রাষ্ট্রপতি বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে বি,এন,পি এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহন করেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর উত্তরসুরী হিসাবে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বি,এন,পি চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহনের পর সরকার এবং বি,এন,পি এর মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি নেতাদের মধ্যে দেখা যায়। সাড়া দিয়ে উঠে, সরকার এবং বি,এন,পি এর একটি অংশ বেগম জিয়াকে রাজনীতি মাঠে নামানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। বেগম জিয়া তাদের আহবানে সাড়া দেননি। রাষ্ট্রপতি জিয়া শাহাদাৎ বরনের পর সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রপতি ইন্তেকালের পর ১৮০ দিনের মধ্যে জনগরে প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাংবিধানিক নিয়ম ছিলো। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার জন্য নেতাদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া, অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নাম ব্যাপক ভাবে আলোচিত হচ্ছিল। একদিন রাতে ফেরদৌস আহমেদ কোরেইশী খালেকুজ্জামান দুদু, ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন, ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, লোকমান হোসেন ফকির, জুলমত আলী খান, সহ বি,এন,পি এর দশ বারো জন নেতা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে বেগম খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বেগম জিয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাবে হ্যাঁ, না কিছুই বলেননি, শুধু শুনলেন। পরদিন পত্রিকায় দেখলাম কে বা কারা পত্রিকায় নিউজ দিয়েছে যে, বেগম জিয়া রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হতে রাজি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বি,এন,পি দলীয় ভাবে খুব সোচ্চার হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছিল। মন্ত্রী সভা এবং বি,এন,পি এর এক অংশ বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। মন্ত্রী সভা এবং বি,এন,পি এর একটি অংশ বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করার চেষ্টা করছিলেন। বি-চৌধুরী একবার রাজি ও একবার রাজি না। আসলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বি-চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সৎ সাহস ছিলো না। বি-চৌধুরীর সাহস থাকলে বি,এন,পি এর রাজনীতির ইতিহাস অন্য রকম হতো। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে খালেকুজ্জামান দুদু এর সঙ্গে বিচারপতি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সাত্তার, প্রধামন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ও বি,এন,পি মহা-সচিব বি-চৌধুরীর সঙ্গে বিভিন্ন সময় পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্বাচন কমিশন ঘোষনা করল ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি,এন,পি আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য সভা আহ্বান করলেন।

সভার ব্যবস্থা করা হলো বঙ্গভবনে। সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বলা হলো মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দ, বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা, বি,এন,পি নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, বি,এন,পি দলীয় সংসদ সদস্য গণ, বি,এন,পি মহা-সচিব বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু এক সঙ্গে বঙ্গ ভবনে প্রার্থী নির্বাচনের সভায় যোগদানের জন্য রওনা হলেন। বঙ্গ ভবনে যাওয়ার পথে গাড়িতে বসেই বদরুদ্দোজা চৌধুরী, খালেকুজ্জামান দুদু কে বললেন আপনি আমার নাম রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করবেন এবং আপনার সাথের কর্মকর্তা দিয়ে সমর্থন করাবেন। তিনি আরও বললেন আপনি আমার নাম প্রস্তাব করার পর রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের পক্ষে আমি আমার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেবো। বি,এন,পি মহা-সচিব বি-চৌধুরীর এই প্রস্তাব শুনে খালেকুজ্জামান দুদু অবাক হয়ে গেলো। খালেকুজ্জামান দুদু বি-চৌধুরীকে বললেন আপনি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে বিচারপতি সাত্তারের নিকট ভালো থাকতে চান আমাকে বিপদে ফেলে খালেকুজ্জামান দুদু বি-চৌধুরীকে আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি প্রার্থী নির্বাচনী সভায় বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু প্রার্থী হিসাবে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর নাম প্রস্তাব করবে এবং বি,এন,পি মহা-সচিব বদরুদ্দোজা চৌধুরী সমর্থন করবে। খালেকুজ্জামান দুদু এর বক্তব্য সমর্থন করে বি-চৌধুরী খুশি হয়ে বললেন তাই হবে। আমি ও বি-চৌধুরী বঙ্গ ভবনে পৌছালাম। রাষ্ট্রপতি প্রার্থী

www.pathagar.com

নির্বচনে বি,এন,পি এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে সভা শুরু হলো। সভা শুরুর পর যেহেতু বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি প্রার্থী সেই কারণে সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজের উপর। শাহ আজিুর রহমান সভাপতির দায়িত্ব গ্রহনের পর দুই তিন মিনিট গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য দিলেন, শাহ আজিজুর রহমান বক্তৃতা শেষ করেই বললেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু আপনি বলেন খালেকুজ্জামান দুদু বক্তৃতা দেওয়ার এক পর্যায় প্রস্তাব করলেন যে আমি বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নাম বাংলাদেশ জাতীয়াবাদী দল বি,এন,পি এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করছি। সাথে সাথে বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসাবে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নাম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি,এন,পি এর পক্ষে সমর্থন করছি। প্রস্তাব সমর্থন করার পরপরই মন্ত্রী সভার সকল সদস্য জাতীয় স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য বি,এন,পি এর নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ মুহ মুহ করতালি ও শ্লোগান দিয়ে সমর্থন ঘোষনা করল। রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ঘোষনার পর পরই বিচারপতি আব্দুস সাত্তার পুনরায় সভা স্থলে আসলেন। বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ দাড়িয়ে করতালি দিয়ে বিচারপতি সাত্তারকে অভিনন্দন জানালেন, বি,এন,পি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি সাত্তার বললেন, আমাকে বি,এন,পি এর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করার জন্য দেশবাসী, জনগন ও বি,এন,পি নেতৃবৃন্দকে অভিন্দন, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন সভার সভাপতি বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সভা সমাপ্ত করলেন। সভা শেষ হওয়ার পরও বিচারপতি সাত্তারকে বেশ কয়েক ঘন্টা বি,এন,পি নেতৃবৃন্দ আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিল।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ঘোষনার পর বি,এন,পি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষনা করেছে এবং দায়িত্ব বন্টন করেছে। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিশিষ্ট প্রশাসনিক জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত বিশ জন মন্ত্রী, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য, বি,এন,পি জেলা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, থানা কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ সকল দায়িত্ব বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা করার পর বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী দায়িত্ব বন্টনের নির্দেশনায় স্বাক্ষর করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে শুধুমাত্র জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তাকে রাখা হয়নি। সেই কারণে কর্মকর্তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবে বি,এন,পি চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের নিকট প্রতিবাদ জানায়। বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তারা সভা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আলাদা পরিচালনা কমিটি ঘোষনা করে। আলাদা নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে আহবায়ক করা হয় বেগম খালেদা জিয়াকে সদস্য সচিব করা হয়, খালেকুজ্জামান দুদু কে সদস্য করা হয়, জুলমত আলী খান, ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, কাজী গোলাম মাহবুব, শেখ শওকত হোসেন নীলু, সহ বি,এন,পি এর বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ এবং এই কমিটি ইত্তেফাকে প্রথম পাতায় গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয়। ইতেফাকে আলাদা কমিটি প্রকাশ হওয়ার পর নির্বাচনে পরিচালনার আলাদা কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। বিচারপতি সাত্তার ফোনে খালেকুজ্জামান দুদু এর সঙ্গে কথা বলেন, আলাদা কমিটি বলে কিছু নাই। নির্বাচন পরিচালনার জন্য একমাত্র বিচারপতি সাত্তার এর নেতৃত্বই একমাত্র নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আছে। এই বক্তব্য পত্রিকায় দিয়ে দেন আপনাদের নাম দিয়ে। পরদিন সকল পত্রিকায় দেওয়া হলো বি,এন,পি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে বি,এন,পি এর

www.pathagar.com

সকল কর্মকর্তাবৃন্দ পরদিন পত্রিকায় এই খবর দেখে ভার প্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি রেগে গিয়ে খালেকুজ্জামান দুদু কে ফোন করল। পত্রিকায় বের হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার বেশ কয়েকদিন ফোনে খালেকুজ্জামান দুদু এর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে, খালেকুজ্জামান দুদু এড়িয়ে চলেছে। পরের দিন খালেকুজ্জামান দুদু সচিবালয় ডাক ও তার মন্ত্রী মাইদুল ইসলামের রুমে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য গেলো এবং আলোচনা করল। মাইদুল ইসলাম এর সাথে আলোচনার পর হঠাৎ দেখি মাইদুল ইসলাম রেড ফোনে চুপ করে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলে খালেকুজ্জামান দুদু আমার রুমে আছে। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি রেড ফোনে আমার সঙ্গে কথা বললেন। আপনাকে পত্রিকায় কি বিবৃতি দিতে বলেছিলাম আর কি দিলেন। আপনাকে বলা হয়েছিল বিচারপতি সাত্তার এর নেতৃত্বে একমাত্র নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, খালেকুজ্জামান দুদু বললো আপনাদের কথাই বলছি, সার্বিক ভাবে বি,এন,পি এর কর্মকর্তারা দায়িত্বে থাকবে। আপনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ, ভাইস চেয়ারম্যান, বি-চৌধুরী বি,এন,পি মহা-সচিব সার্বিক ভাবে এনাদেরকে বুঝিয়েছি। খালেকুজ্জামান দুদু এর কথা শুনে বিচারপতি সাত্তার বললেন বিকাল চারটায় বঙ্গ ভবনে মন্ত্রী সভার সদস্য বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, বি,এন,পি কর্মকর্তাদের সভা হবে, সেখানে দেখা হবে বলে ফোন রেখে দিলেন। বিকাল চারটায় বঙ্গ ভবনে বি,এন,পি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর সভাপতিত্বে সভা শুরু হলো। সভায় উপস্থিত ছিল প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দ, বি,এন,পি এর জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য বৃন্দ, বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা বৃন্দ। বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, সভার সভাপতি বি,এন,পি এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর নিটক অনুমতি নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন খালেকুজ্জামান দুদু বি,এন,পি মহা-সচিব বি-চৌধুরীকে

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য করে বললেন আমরা সচিব সেই কারণেই আপনি মহা-সচিব, আপনি ২৬ স্তরের নেতৃবৃন্দকে দায়িত্ব বন্টন করেছেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে কিন্তু বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সচিবদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরিচালনায় বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সচিবদের কোন দায়িত্ব দেননি। পরিচালনার দায়িত্ব বন্টনের সময় বি,এন,পি সচিবদের সঙ্গে আপনার আলোচনা করা উচিত ছিল বি,এন,পি কেন্দ্রীয় সচিবদের সঙ্গে আলোচনা না করে আপনি এই দায়িত্ব বন্টন ও স্বাক্ষর করতে পারবেন না। খালেকুজ্জামান দুদু বক্তৃতা শেষ না করতেই বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা দাড়িয়ে বললেন বি,এন,পি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এখন থেকে আপনি কোন কিছু সই করতে দিলে করবোনা কেননা বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা না করে আমি কোন কিছুতে স্বাক্ষর দিতে পারবো না। খালেকুজ্জামান দুদু বি-চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বললেন সাংগঠনিক সম্পাদকের সাথে আলোচনার কথা বলি নাই, বলেছি বি,এন,পি এর সকল সচিবদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। তিনি আরও বললেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যরা নীতি নির্ধারণ করবে, আর বি,এন,পি কর্মকর্তারা বা সচিবরা নির্বাহী হিসাবে তা বাস্তবায়িত করবে। এখানে যারা নীতি নির্ধারক তারাই নির্বাহী হয়ে থাকলেন। বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক আরও বললেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আপনি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি থেকে মন্ত্রী সভার সদস্যদের বাদ দিন, বি,এন,পি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তাদেরকে পরিচালনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আজকেই পত্রিকায় দেওয়ার জন্য আপনি অফিস সচিব কর্ণেল আলাউদ্দীনকে নির্দেশ দেওয়া হোক, বি-চৌধুরী ও খালেকুজ্জামান দুদু এর বক্তব্য শেষ করার মাঝেই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বলেন ডঃ সাহেব অনেক হয়েছে রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

পরিচালনা নির্বাচন কমিটিতে বি,এন,পি এর সকল কর্মকর্তাকে অন্তর্ভূক্ত করা হলো। পত্রিকায় দেওয়ার নির্দেশ দিলাম ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তার ভাষনে নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন রাষ্ট্রপতি এর পক্ষে কাজ করার জন্য নিজ জেলা সহ সারাদেশে ছাড়িয়ে পড়ুন, বি,এন,পি এর প্রার্থীকে জয়যুক্ত করুন। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর দিক নির্দেশনা মেনে বি,এন,পি এর নেতৃত্বে নিজ জেলা সহ আন্যান্য জেলায় দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচনে নেমে পড়ল বঙ্গভবনে বি,এন,পি এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর ভাষন শেষে সভা শেষ হলো। সভা সমাপ্ত হওয়ার পর বঙ্গভবন থেকে বদরুদ্দোজা চৌধুরী গাড়িতে করে ওনার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। বি-চৌধুরী এর গাড়িতে বি,এন,পি দুই তিন জন কর্মকর্তা গাড়িতে উঠে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু সম্বন্ধে সমালোচনা করে বলেছিলো খালেকুজ্জামান দুদু বি,এন,পি মহা-সচিব বি-চৌধুরী কে কঠিন ভাষায় আক্রমন করেছে এবং বি,এন,পি মহা-সচিব কে অপমান করা হয়েছে। গাড়ীর মধ্যে দুই তিন জন কর্মকর্তার মন্তবা শুনে বি-চৌধুরী ক্ষেপে গেলেন এবং বললেন আপনারা গাড়ী থেকে নেমে যান, খালেকুজ্জামান দুদু আমাকে অপমান করতে যাবেন কেন? আপনাদেরকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য খালেকুজ্জামান দুদু একাই যুদ্ধ করে সফল হয়েছে। দুদু এর কাছে আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। মহা-সচিব হিসাবে বদরুদ্দোজা চৌধুরী এর দায়িত্ব ছিল আপনাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করার, খালেকুজ্জামান দুদু বি,এন,পি মহা-সচিব বি-চৌধুরী এর গাড়ী অনুসরন করে গাড়ীর নিকট এসে ঘটনা জানতে পারলাম। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন এর ব্যাপারে বি,এন,পি ঢাকা মহানগরী এর সভাপতি, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ব্যারিষ্টার আবুল হাসানাত, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ডঃ খন্দকার

www.pathagar.com

মোশারফ হোসেন, বি,এন,পি প্রচার সম্পাদক ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত হোসেন নীলু ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন।

মন্ত্রী সভার সদস্য বৃন্দ বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, বি,এন,পি এর কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে বি,এন,পি এর রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে তথা বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে বিজয়ী করার জন্য দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়লো।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন জাতীয় জনতা পাটি থেকে জনতা পাটির সভাপতি জেনারেল এম ও জি ওসমানী, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে ডঃ কামাল হোসেন, জাসদ থেকে মেজর এম এ জলিল, হাফিজী হুজুরের দল থেকে হাফিজী হুজুর আরও বেশ কয়েক জন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ছিলেন।

বি,এন,পি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, বি,এন,পি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ সারাদেশে নির্বাচনী সফর শুরু করলেন। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক জেলায় বিচারপতি সাত্তার উপস্থিত থেকে জনগনের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বি,এন,পি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বিচারপতি সাত্তারকে জয়লাভ করানোর জন্য বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী জনগনের মন জয় করানোর জন্য হৃদয় বিদারক ভাষন দিয়ে বি,এন,পি প্রার্থীকে জয়লাভ করানোর পথ সহজ করে দিয়েছিলেন।

১২ই নভেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক মানিক মিয়া এভিনিউতে বি,এন,পি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বি,এন,পি আয়োজিত সর্ব শেষ জনসভা

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ জনগণ গগন বিদারী শ্লোগানের মাধ্যমে বি,এন,পি রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে তাদের সমর্থন জানায়। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জনসভায় বি,এন,পি এর নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দ, এম,পি গন, বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা মহানগরীতে মেয়র আবুল হাসানাত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন।

১৫ই নভেম্বর ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে সকল ভেদা ভেদ ভুলে গিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক আচরণ ও ঐক্য গড়ে উঠেছিল। কোটি কোটি মানুষের রায় নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি), রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জয়লাভ করেন।

নির্বচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থী বিচার পতি আব্দুস সাত্তারকে বিপুল ভাবে অভিনন্দন জানান।

২০শে মে আনুষ্ঠানিক ভাবে বি,এন,পি বিজয়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার শপথ গ্রহন করেন। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। রাষ্ট্রপতি শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, মন্ত্রী সভার সদস্য বৃন্দ, স্পীকার মীর্জা গোলাম হাফিজ, ডেপুটি স্পীকার সুলতান আহমেদ চৌধুরী, বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন, বি,এন,পি প্রচার সম্পাদক ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, বি,এন,পি আফিস সচিব কর্ণেল আলাউদ্দিন, বি,এন,পি কৃষি বিপ্লব সম্পাদক শেখ শওকত

www.pathagar.com

হোসেন নীলু, সংসদ সদস্য বৃন্দ, বি,এন,পি এর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আরও বিশেষ বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের মধো উপস্থিত ছিলেন ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ এম,পি, ঢাকার মেয়র ব্যারিষ্টার আবুল হাসানাত, উপ-প্রধান মন্ত্রী এস এ বারী এটি, উপ-প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ, মন্ত্রী এ কে এম মাইদুল ইসলাম, মন্ত্রী ডঃ আমিনা রহমান, যুবমন্ত্রী আবুল কাশেম।

বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি এর দায়িত্ব গ্রহন করার পর নতুন উদ্দীপনা নিয়ে সরকার ও দলি পূনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় ভূমিকা নিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের নিকট উপ-রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহন করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। সবার মনে একটা ধারনা জন্মেছিল রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার বৃদ্ধ বয়সে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি সাত্তার ইন্তেকাল করলে উপ-রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবে। সেই করাণে বেশ কিছু নেতা উপ-রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রতিযোগিতায় উঠে পড়ে লাগলেন।

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার মন্ত্রী সভা নতুন ভাবে পুনর্গঠিত করলেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী এস এ বারী এটি সহ বেশ কিছু মন্ত্রীকে মন্ত্রী সভা থেকে বাদ দিলেন এবং বেশ কয়েকজনকে নতুন মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভূক্ত করলেন। যারা মন্ত্রী থেকে বাদ পড়লেন তারা অসন্তোষ হলেন, যারা নতুন ভাবে মন্ত্রী হতে পারলেন তারাও অসন্তোষন হলেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের পুনরায় দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করা হলো। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে ছাত্র দলের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ করা গেল। বি,এন,পি এর নেতৃবৃন্দরা আলাদা আলাদা ভাবে ছাত্র দলের

www.pathagar.com

প্যানেলে সমর্থন করতে লাগলো। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের দুই দিন আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত ছাত্র সমাবেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বি,এন,পি ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন, আনিছুজ্জামান খোকন এম,পি, ছাত্র সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আহবায়ক গোলাম সারোয়ার মিলন, ছাত্র সমাবেশে জাতীয়তাবাদী দলের বেশীর ভাগ জেলা কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এই সমাবেশে তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদের ভি,পি, জি,এস এর নেতৃত্বে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভি,পি সাগীর ও জি,এস আব্দুল হালিমের নেতৃত্বে বেশ কয়েক হাজার ছাত্র সমাবেশে যোগদান করে। সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে ভি,পি, জি,এস দিলা মোকলেস এর নেতৃত্বে বেশ কয়েক হাজার ছাত্র সমাবেশ যোগদান করে ঢাকা শহরে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহন করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমাবেশে আরও বক্তৃতা করেন ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি এনামুল করিম শহীদ, এম এ কামাল, ছাত্র দলের নেতা রফিকুল হক হাফিজ, ছাত্র নেতা আনোয়ারুল ইসলাম রতন। ছাত্র নেতা কাশেম চৌধুরী, খন্দকার আবুল কাশেম, ছাত্রনেতা তপন কুমার মজুমদার, ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলনে জগন্নাথ কলেজের ভি,পি সাগীর আহমেদ, জি,এস আব্দুল হালিম, নজরুল ইসলাম খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাত

www.pathagar.com

হোসেন ছাত্র নেতা এহছানুল হক মিলন, ফারুখ ভুইয়া, জাকিরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম রফিক, রোকেয়া হলের ভি,পি সেলিমা রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ছাত্র সমাবেশ এ প্রধান অতিথির ভাষনে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের নেতৃত্বে আদর্শবান নীতিবান রাজনৈতিক আচরনের অধিকারী, কর্মঠ, ছাত্র নেতাদেরকে জাতীয়তাবাী ছাত্রদলের নেতৃত্বে আনতে হবে সমাবেশ শেষে হাজার হাজার ছাত্র নেতা কর্মীরা মিছিল সহকারে ঢাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে।

দুই দিন পরেই উপ-রাষ্ট্রপতি ভবন চত্বরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক জেলার সভাপতি সাধার সম্পাদক সহ বেশ কয়েক হাজার কাউন্সিলর ও ডেলিগেট অংশ গ্রহন করে। কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নব নির্বাচিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার, প্রধান মন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পি মহা-সচিব অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু, বি,এন,পি ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন, ঢাকা মহানগরী বি,এন,পি সভাপতি মেয়র আবুল হাসানাত এবং বি,এন,পি অফিস সচিব কর্ণেল আলাউদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি নির্বাচিত হন গোলাম সারোয়ার মিলন, ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক হন আবুল কাশেম চৌধুরী। কিছুদিন পর জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষনা করা হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের গোপন ব্যালটে ছাত্র নেতাদের কর্মকর্তা

www.pathagar.com

নির্বাচনের সময় বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শেখ রাজ্জাক আলী, বি,এন,পি ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ডঃ খন্দকার মোশারফ হোসেন বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

বি,এন,পি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার আনুষ্ঠানিক ভাবে বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচন ঘোষনা করেন এবং বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষনা করেন।

বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় বি,এন,পি ভাইস চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, রিটার্নিং অফিসার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ এম এ মতিন, সদস্য করা হয় উপ-প্রধান মন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ, বি,এন,পি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা প্রমুখ বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন বি,এন,পি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, বি,এন,পি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বি,এন,পি নেতা মন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমান, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু সহ এই চারজন বি,এন,পি চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচনে বি,এন,পি ইলেকট্রোরাল কলেজের ভোটে নির্বাচিত হয়। বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য

www.pathagar.com

দশটি প্রশাসনিক জেলার দুই জন করে বিশ জন ইলেকট্রোরাল কলেজের সদস্যের মতামত দেওয়ার পর বি,এন,পি চেয়ারম্যান প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এবং নিজের জেলা বাদে। বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন পত্র দাখিলের দুই দিন পর নির্বাচন কমিশন বাছাই কমিটির সভা আহবান করেন। বাছাই কমিটিতে বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচন বাছাই কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধান মন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান। দুপুর একটা সময় বি,এন,পি চেয়ারম্যান প্রার্থীদের বাছাই অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রার্থী বাছাই হওয়ার পনের মিনিট আগেই বেগম খালেদা জিয়া চিঠি দিয়ে তার চেয়ারম্যান প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেন। রিটার্নিং অফিসার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল মতিন তিন জনের প্রার্থী পদ বাছাই করার সময় ঘোষনা করলে বি,এন,পি চেয়ারম্যান প্রার্থী কে এম ওবায়দুর রহমানের প্রার্থী পদ সমর্থন করে ইলেকট্রোরাল কলেজের যে বিশ জনের নাম রাখা হয়েছে তারা ইলেকট্রোরাল কলেজের সদস্য নয় সেই কারনে বি,এন,পি চেয়ারম্যান প্রার্থী কে এম ওবায়দুর রহমান এর প্রার্থীতা বাতিল ঘোষনা করলো, নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান শাহ আজিজুর রহমান ও রিটার্নিং অফিসার এম এ মতিন, ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা সতের জন মন্ত্রী ও বিপুল সংখ্যক বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বি,এন,পি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এবং বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু এর প্রার্থী পদ বৈধ ঘোষনা করা হলো। বৈধ ঘোষনা করে বাছাই পর্ব শেষ করলেন নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান শাহ আজিজুর রহমান বি,এন,পি চেয়ারম্যান প্রার্থীদের নাম ঘোষনা করেন, শেষ করার মহুর্তে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর পক্ষ থেকে ঢাকা মহানগর বি,এন,পি সভাপতি ব্যারিষ্টার আবুল হাসানাত এবং যুবদল সভাপতি যুব মন্ত্রী আবুল কাশেম, বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক

www.pathagar.com

খালেকুজ্জামান দুদু কে বললো রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার আপনার সাথে কথা বলতে চায়। ব্যারিষ্টার আবুল হাসানাত ও যুব মন্ত্রী আবুল কাশেম কে সঙ্গে নিয়ে খালেকুজ্জামান দুদু বি,এন,পি চেয়ারম্যান এর রুম থেকে বঙ্গ ভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর সাথে কথা বললেন। বিচারপতি রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার অনেক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করলেন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সমর্থন করার কথা বললেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, মন্ত্রী করবেন বলে প্রস্তাব দিলেন, খালেকুজ্জামান দুদু, বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে বললেন মন্ত্রীত্বের জন্য আপনার সঙ্গে বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না আপনাকে আগেও বলেছিলাম যে বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর সঙ্গে প্রচুর কাজ করেছি। আমার সঙ্গে আপনার বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। আমি রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে বললাম আপনি আমার সঙ্গে বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ইলেকট্রোরাল কলেজের বিশ হাজার প্রতিনিধি অংশ গ্রহন করবে। বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠানে ঢাকা শহরে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ লোক এবং ঢাকার বাইরে থেকে পঁয়ত্রিশ লক্ষ থেকে চল্লিশ লক্ষ লোক বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠান দেখতে আসবে। বি,এন,পি ইলেকট্রোরাল কলেজের বিশ হাজার প্রতিনিধির মধ্যে আপনি পাবেন পনের থেকে ষোল হাজার ভোট, খালেকুজ্জামান দুদু পাবে চার থেকে পাঁচ হাজার ভোট। আপনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন। সরকার, বি,এন,পি ও জনগনের মধ্যে দলীয় গনতন্ত্রের কারণে আপনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। আশি লক্ষ দর্শকের সামনে আপনাকে বি,এন,পি চেয়ারম্যান বিজয়ী ঘোষনা করে বিচারপতি

www.pathagar.com

আব্দুস সাত্তার জিন্দাবাদ ও শহীদ জিয়া অমর হউক ধ্বনি নিয়ে মিছিল নামবে।

আপনি বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে আমাকে একটা আর্শিবাদ করে দিলেই হবে, ভবিষ্যতে বি,এন,পি চেয়ারম্যান হওয়ার চেষ্টা কর। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার আমাকে বললেন, অনেক হয়েছে বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে আমাকে সমর্থন করুন। আমি রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে শর্ত দিলাম বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেবো। কিন্তু আপনি বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর বি,এন,পি কর্মকর্তাদের কে বি,এন,পি চেয়ারম্যান এর ক্ষমতাবলে মনোনীত করতে পারবেন না। বি,এন,পি কর্মকর্তারা জাতীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। বি,এন,পি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার খালেকুজ্জামান দুদু এর শর্ত মেনে নিলেন। বি,এন,পি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর পক্ষে বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে অপর প্রার্থী খালেকুজ্জামান দুদু চেয়ারম্যান প্রার্থীতা প্রত্যাহারের বিবৃতি তৈরী করলেন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী খালেকুজ্জামান দুদু নয়া পল্টন বি,এন,পি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জনাকীর্ন সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এর নাম প্রার্থীতা প্রত্যাহার করলেন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান পদে খালেকুজ্জামান দুদু প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচিত ঘোষনা করা হয়।

www.pathagar.com

ব্যারিষ্টার আবুল হাসানাত, ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, কর্ণেল অলি আহমেদ, যুব মন্ত্রী আবুল কাশেষ, বি,এন,পি চেয়ারম্যান নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বি,এন,পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকাকালীন মন্ত্রী, এম,পি, বি,এন,পি কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক প্রশিক্ষন পরীক্ষায় বি,এন,পি সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান দুদু প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাহাদাৎ বরনের পর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার আনুষ্ঠানিক ভাবে খালেকুজ্জামান দুদু কে রাজনৈতিক প্রশিক্ষন পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভের জন্য সার্টিফিকেট ও মেডেল প্রদান করেন। অন্যান্য উত্তীর্ণ নেতৃবৃন্দকে সার্টিফিকেট ও মেডেল প্রদান করেন একই অনুষ্ঠানে। সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বি,এন,পি মহা-সচিব এ কিউ এম বদরুদ্দো চৌধুরী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও বি,এন,পি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বি,এন,পি রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এ কে ফিরোজ নুন।

www.pathagar.com

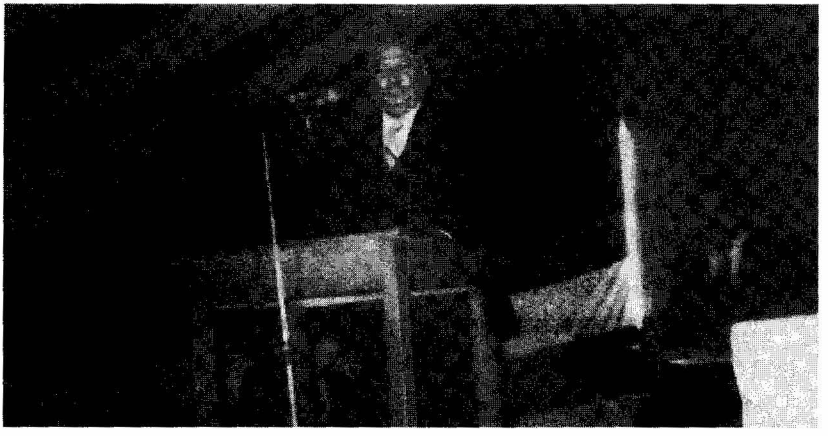

রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রশিক্ষনে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত বি.এন.পির প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদুর নাম ঘেষনা করছেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। মঞ্চে উপবিষ্ট রাজনৈতিক প্রশিক্ষন কেন্দ্রের অধক্ষ্য এ কে ফিরোজ নুন।

রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রশিক্ষনে পুরস্কার প্রাপ্ত বি.এন.পি নেতৃবৃন্দের সাথে উপবিষ্ট প্রথম পুরষ্কার প্রাপ্ত বি.এন.পির প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু।

www.pathagar.com

Mr Khalequzzaman Dada, Organising Secretary of Bangladesh Nationalist Party receiving medal and certificate from President Justice Abdus Sattar on Sunday at the certificate giving ceremony of the BNP cadres. Party Secretary General Dr A.Q.M Badruddoza Chowdhury is sitting. —OBSERVER

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর ক্রিসেন্ট লেক সংসদ ভবন সংলগ্ন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর মাজার প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্মৃতি ফলক উন্মোচন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দ ও বি,এন,পি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করায় রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার তেজগাঁও সংসদ ভবন থেকে নতুন নির্মিত শেরে বাংলাস্থ সংসদ ভবন উদ্বোধন করেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিশ্বস্ত উত্তরসুরী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। বি,এন,পি চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বেঁচে থাকা অবস্থায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর সুযোগ্য উত্তসুরী বেগম খালেদা জিয়াকে বি,এন,পি এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মনোনীত করেন পরবর্তীতে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বেগম খালেদা জিয়াকে বি,এন,পি চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব অর্পন করেন। বেগম খালেদা জিয়া সুযোগ্য আপোষহীন নেতৃত্বের জন্য দেশবাসী বেগম খালেদা জিয়াকে দেশনেত্রী উপাধিতে ভুষিত করে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পর পর বাংলাদেশের তিন বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের যোগ্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশে বিদেশে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সুনাম অর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

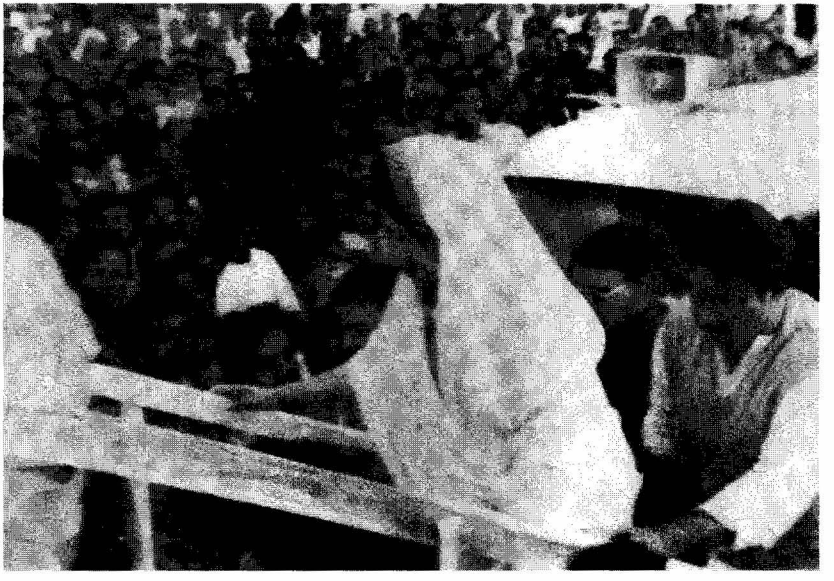

গাইবান্ধায় জেলা বি.এন.পি আয়োজিত জনসভায় বি.এন.পি চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে বি.এন.পির প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদু ও প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব মেসাদ্দেক আলী ফালু মঞ্চে উঠছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নাম ঃ খালেকুজ্জামান খান দুদু
জন্ম ঃ ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮
জন্মস্থান ঃ ডেবিড কোম্পানী পাড়া
গাইবান্ধা।

পিতা ঃ মরহুম তসলিম উদ্দিন খান
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-গাইবান্ধা জেলা আওয়ামীলীগ।
রাজনীতিবিদ, ভাষাসৈনিক, আইনজীবি।
মাতা ঃ মরহুম সৈয়দা ফাতেমা খাতুন

www.pathagar.com

খালেকুজ্জামান খান দুদুর রাজনৈতিক জীবন

☞ বি এন পি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর বিশেষ রাজনৈতিক সহকারী।
☞ বি এন পির প্রধান সমন্বয়কারী।
☞ প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক, বি এন পি কেন্দ্রীয় কমিটি।
☞ বাংলাদেশ জাতীয় লীগ এর কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা।
☞ বাংলাদেশ যুব জাতীয় লীগ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি।
☞ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি।
☞ ষাট-সত্তর দশকের ছাত্রনেতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক (মুক্তিযোদ্ধা) খালেকুজ্জামান খান দুদু-কে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষনা করেন।
☞ খালেকুজ্জামান খান দুদু ২৩ মার্চ গাইবান্ধা পৌর পার্কে (শহীদ পার্ক) স্বাধীনতা পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতা ঘোষনা করেন।
☞ ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাক-বাহিনী গাইবান্ধায় প্রবেশ করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও রাজনৈতিক নেতা খালেকুজ্জামান খান দুদুর বাসভবন জ্বালিয়ে দেয়।
☞ ষাট-এর দশকে খালেকুজ্জামান খান দুদু রাজবন্দী হিসেবে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার, রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার, বগুড়া জেলা কারাগার ও গাইবান্ধা জেলা কারাগারে ছিলেন।
☞ তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের উপনেতা শাহ আজিজুর রহমান পাকিস্তান পার্লামেন্টে রাজবন্দী খালেকুজ্জামান খান দুদুর মুক্তি দাবী করেন ।
☞ ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচনে মাওলানা ভাসানী-আতাউর রহমান খান নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে গাইবান্ধা সদর আসনে খালেকুজ্জামান খান দুদু অংশগ্রহন করেন।

☞ খালেকুজ্জামান খান দুদু ঘনিষ্টভাবে যাদের রাজনৈতিক সংস্পর্শে আসেন সেই সকল রাজনীতিবিদরা হলেন-

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস, সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এ, কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সাবেক সিনিয়র মিনিষ্টার মশিউর রহমান যাদু মিয়া, সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ, সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী এস, এ, বারী এ,টি, সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ, সাবেক স্পিকার মির্জা গোলাম হাফিজ, সাবেক স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরী, স্পিকার ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, রাজনীতিবিদ, ভাষাসৈনিক, এ্যাডভোকেট খান আলী তৈয়ব, রাজনীতিবিদ ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন, রাজনীতিবিদ কে,এম ওবায়দুর রহমান, ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত, এ্যাডভোকেট ইকবাল আনসারী খান, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুর রউফ, তোফায়েল আহমেদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, আ,স,ম, আব্দুর রব, আল মুজাহিদী, শাহজাহান সিরাজ, এ,কে ফিরোজ নুন।